উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৩ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 30 October 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 160

ব্যালনের আকাশে নতুন তারা রড্রি

দশের পাতায়

ডাক্তারদের বিড়াল বললেন শুভেন্দু

সাতের পাতায়

জোটে আশা

উপনির্বাচনে জোট না হলেও অদূরভবিষ্যতে জোট হতে পারে বাম-কংগ্রেসের। মঙ্গলবার বিকেলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'জোটে কংগ্রেস থাকলে ভালো হত।'

বিস্তারিত সাতের পাতায়

নতুন সংগঠন

আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচার চেয়ে এবং নিজেদের সরকারপন্থী একমাত্র সংগঠন বলে দাবি করল 'প্রগ্রেসিভ জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন' বা পিজেডিএ।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

বিতর্কে পুরনিগম

নদীর পাশে নির্মাণের নিয়ম খারিজ

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর ২০ মিটারের মধ্যে ওয়েস্টবেঙ্গল বিল্ডিং প্ল্যান কাজ করবে না বলে ২০০৭ সালে প্রস্তাব পাশ করিয়েছিল তৎকালীন বাম বোর্ড। তাতে যে ওই দুই নদীর ধারে বেআইনি নির্মাণ আটকানো গিয়েছে, এমনটা নয়। কিন্তু আইন মেনে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করানো হয়নি দীর্ঘদিন। এবার পুরোনো ওই প্রস্তাব খারিজ করে দিল পুরনিগমের বর্তমান বোর্ড। মঙ্গলবার বোর্ডসভায় বিষয়টি পাশ করানোর পর রাজ্য সরকারের কাছে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। বিরোধীরা অবশ্য এর পেছনে অন্য অঙ্ক দেখছেন।

'সুযোগসন্ধানী'

- ঘোগোমালিতে জোড়াপানি নদীর ধারে একটি বহুতল নিয়ে বিতর্ক
- বহুতলটি নির্মাণে অনেক নিয়ম মানা না হলেও পুরনিগম থেকেই পাশ হয়েছে বিল্ডিং প্ল্যান
- বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চাপে পড়ে বহুতলটি সিল করেছে পুরনিগম
- ওই এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে আরও একটি বাণিজ্যিক বহুতল হবে নদী ঘেঁষে
- বহুলতলটি তৈরি করবেন পুরনিগম ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার
- বিরোধীদের অভিযোগ, তাদের সুবিধা পাইয়ে দিতে নিয়ম বদলাচ্ছে পুরনিগম

অতি সম্প্রতি 'নিয়ম ভেঙে' ঘোগোমালিতে জোড়াপানি নদীর ধারে একটি বহুতল নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল পুরনিগম, যা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। চাপের মুখে পড়ে বহুতলটি 'সিল' করেও দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, জোড়াপানি নদীর ধারে এমন আরও একটি বহুতল তৈরি করছেন পুরনিগম ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার। অভিযোগ, তাঁকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই পুরোনো নিয়ম খারিজ করছে পুরনিগম।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন খুল্লমখুল্লা বলছেন, 'পুরনিগমের এমন পদক্ষেপ থেকে তো মনে হচ্ছে যে এই ধরনের নির্মাণকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' সিপিএম কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন মেয়র মুন্সি নুরুল ইসলামের কটাক্ষ, 'ওঁরাই ভালো বলতে পারে ওঁরা কী করতে চাইছে। আমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করেছিলাম।'

বিরোধীদের অভিযোগকে তোয়াক্কাই করছেন না মেয়র গৌতম দেব। ২০০৭ সালে বামেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'রাজ্য সরকারের আইন পুরনিগম কীভাবে বাতিল করতে পারে?'

দখল হতে হতে শেষ হয়ে গিয়েছে শহরের দুই নদী জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরী। নদী দুটির ধারে কয়েক হাজার বাড়ি মাথা তুলেছে। কিন্তু ওই জোড়া নদী ঘিরে আর যাতে বড় কোনও নির্মাণ না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখেই বিকাশ ঘোষের আমলে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ না করানোর প্রস্তাব পাশ হয়েছিল পুরনিগমে। কিন্তু সেই নিয়ম অমান্য করেই জোড়াপানি নদীর পাশে বহুতলের বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করিয়েছে পুরনিগম। বহুতলটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা না ছাড়া, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য আর যা যা নিয়ম মানা দরকার, তার অনেক কিছুই মানা হয়নি বলে অভিযোগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কীভাবে বহুতলটির অনুমোদন মিলল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, ওই নির্মাণকে বৈধতা দেওয়ার জন্য পুরনিগমের একাধিক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে মোটা টাকার লেনদেন হয়েছিল।

স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলছেন, 'পুজোর আগে তড়িঘড়ি ওই বিল্ডিংয়ের কাজ হয়েছে। একটি সংস্থা পুজোর আগে বহুতলটি নিয়েছিল। সেই সংস্থার বিপণি উদ্বোধনে এসেছিলেন ডেপুটি মেয়র নিজে। তিনি কি জানতেন না, নদীর গা ঘেঁষে ওইভাবে বিল্ডিং কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এখন হয়তো ওই বহুতল সিল করায় অনেকে চাপে পড়ে গিয়েছেন।'

বিতর্কিত ওই বহুতলের এক কিলোমিটারের মধ্যেই আরেকটু বহুতল তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেটিও জোড়াপানির গা ঘেঁষে। এই বহুতলটি তৈরি করছেন পুরনিগম ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার। তাঁর কাজের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা যাতে না আসে, সেইজন্যই তড়িঘড়ি পুরনিগম নিয়মে বদল আনতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠছে।

এদিন বোর্ডসভা ঘিরে প্রথম থেকেই উত্তপ্ত ছিল পুরনিগম। বিরোধীদের সঙ্গে শাসকদলের কাউন্সিলারদের দফায় দফায় বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। কখনও মেয়রের সঙ্গে নুরুলের ঝামেলা,

এরপর আটের পাতায়

আহা! কী দেখিলাম...

ভোরের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন। টাইগার হিলে মঙ্গলবার। ছবিটি তুলেছেন মৃণাল রানা।

টেন্ডারে বেশি দর দিতে 'ফতোয়া'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : দরাদরি তো দূর, বরং টেন্ডারে বাড়তি দর দিয়েই মিলছে কাজের বরাত। বাংলায় একটা প্রবাদ খুব প্রচলিত, 'লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন'। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা সেই প্রবাদটাকেই একটু বদলে বলছেন, 'লাগে টাকা দেবে সরকার। তোমার আমার তাতে কী!' ফলে বাড়তি টাকা অতি সহজে কাটমানি হয়ে ঢুকছে তাঁদের পকেটে।

টেন্ডারে যে এজেন্সি সবচেয়ে কম দর দেবে, সেই এজেন্সিই কাজ পাবে, অন্য দপ্তরের মতো উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরেও এটাই নিয়ম ছিল। প্রতিযোগিতার দৌড়ে এজেন্সিগুলি কাজ পেতে অনেক কম দর দিচ্ছিল। কিন্তু গত দু-আড়াই বছরে সেই নিয়ম উধাও হয়ে গিয়েছে। কেননা সেই সময় থেকেই এখানে কাটমানি সিন্ডিকেট মারাত্মকভাবে থাবা বসিয়েছে। কোনও এজেন্সি কম দরে কাজ নিলে বাকি টাকা সরকারের ঘরে থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু যদি বেশি দরে সেই এজেন্সিকে কাজ দেওয়া হয় তাহলে বাড়তি কমিশন পাবেন কর্তাব্যক্তিরা। কাজেই এখানে এজেন্সি বাছাই থেকে শুরু করে কত টাকায় টেন্ডার হবে পুরোটাই উত্তরকন্যায় বসে এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের ব্যক্তিগত সহায়ক (পিএ) এবং ক্যান্টিনে বসা কয়েকজন মিলে ঠিক করেন।

আমরা খবর চাপতে নয়, ছাপতে পারদর্শী

লুটপাটের পন্থা

- সাধারণ নিয়মে, টেন্ডারে যে সংস্থা কম দর দেয় সে-ই কাজ পায়
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে এই নিয়মেই কাজ হত আগে
- দু-আড়াই বছর ধরে নিয়মটা উলটো হয়ে গিয়েছে
- বরাদ্দের মাত্র ৫-৬ শতাংশ কম দর লিখতে বলা হচ্ছে টেন্ডারে

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন অবশ্য দপ্তরে কাটমানির অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি বলছেন, 'সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে অনলাইন টেন্ডার করে প্রতিটি কাজের বরাত দেওয়া হচ্ছে। কোথাও কোনও কাটমানি লেনদেনের সুযোগ নেই। তারপরও কারও অভিযোগ থাকলে আমাদের লিখিতভাবে জানাক। আমরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে প্রতি বছর কয়েকশো কোটি টাকার কাজ হয়। ২০১১ সাল থেকে অন্য দপ্তরের মতো এই দপ্তরের কাজেও নিয়ম মেনে অনলাইন টেন্ডারের মাধ্যমে সবচেয়ে কম দরে কাজ করতে চাওয়া এজেন্সিকেই কাজ দেওয়া হত। তবে, সেই সময়ও 'আমার লোক-তোমার লোক' এই প্রথা চালু ছিল। মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ লোকজনই বেশিরভাগ বড় কাজ পেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে প্রাক্তন দুই মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এজেন্সির লোকজনকে সেভাবে

এরপর আটের পাতায়

সেয়ানে সেয়ানে

আয়ুষ্মান ভারতে নেই বাংলা, দুঃখ মোদির

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : আয়ুষ্মান ভারত বনাম স্বাস্থ্যসাথী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের প্রকল্প নিয়ে সংঘাত আরও তীব্র। পশ্চিমবঙ্গ 'আয়ুষ্মান ভারত'-কে গ্রহণ না করায় মঙ্গলবার আক্ষেপ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রকল্পটি গ্রহণ করেনি দিল্লির আপ সরকারও। সেজন্যও উষ্মা শোনা গেল মোদির গলায়। তিনি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় দেশের সত্তরোর্ধ্ব সমস্ত নাগরিককে বছরে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমায় অন্তর্ভুক্তির সূচনা করেন।

তিনি বলেন, 'আমি দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গের সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণদের সেবা করতে না পারার জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি জানি আপনারা সমস্যায় রয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারছি

> আমি দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গের সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণদের সেবা করতে না পারার জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি জানি আপনারা সমস্যায় রয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারছি না। কারণ, দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্পে যোগ দেয়নি।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

না। কারণ, দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকল্পে যোগ দেয়নি।' তৃণমূল এবং আপের পালটা দাবি, তাদের সরকারের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারতের তুলনায় ঢের ভালো।

সেই দাবি নস্যাৎ করে মোদি বলেন, রাজনীতির স্বার্থে অসুস্থদের কষ্ট দেওয়া অমানবিকতা। মমতা ও অতিশীর নাম না করে তাঁর কথায়, 'আপনাদের রাজ্যে রাজনৈতিক স্বার্থে অসুস্থদের কষ্ট দেওয়া মানবিকতার মাপকাঠিতে উতরোয় না। আমি সারা দেশের মানুষের সেবা করতে পারি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের দেওয়াল আমাকে দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ মানুষের সেবা থেকে আটকে দিচ্ছে।'

বাংলার স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা অবশ্য আয়ুষ্মান ভারতের সীমাবদ্ধতার দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ৭০ কেনও, ৯০ বছর বয়সিরাও স্বাস্থ্যসাথীতে উপকৃত হন। তাছাড়া রাজ্যের প্রকল্পে আর্থিক ক্ষমতার ভেদাভেদ নেই। দারিদ্র্যসীমার ওপরে ও নীচে সবাই স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় থাকতে পারেন। এই দুই সুবিধা কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নেই।

এরপর আটের পাতায়

আবাসে দিল্লির শর্ত শিথিল মমতার

> কারও কাঁচা বাড়ির সামান্য একটা দেওয়াল কেউ পাকা করেছে বলে তাঁর নাম প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। কেন্দ্রের অনেক শর্ত, আইনি মারপ্যাঁচ আছে। আমরা ওইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে যাব না। এটা আমাদের টাকা, আমরা মানবিকভাবে তালিকা তৈরি করব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : মাথার ওপর ছাদ দেওয়া নিয়েও রাজনীতির শেষ নেই। নয়াদিল্লি বরাদ্দ আটকে দেওয়ায় রাজ্যই আবাস গড়ে দেবে বলেছে। সমীক্ষা করে সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। এর বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ফায়দা তুলতে মরিয়া তৃণমূল। যে কারণে আরও বেশি পরিবারকে প্রকল্পটির আওতায় আনার পরিকল্পনা ছকে ফেলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র যেহেতু টাকা দেবে না, তাই আবাস যোজনার শর্তও শিথিল করছেন তিনি।

নবান্নে মঙ্গলবার এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন, 'কেন্দ্রের শর্ত নয়, আবাস দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অভিমুখ হবে মানবিক। একজন যোগ্য মানুষও যাতে বঞ্চিত না হয়।' কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় শর্ত অনেক। যেমন কারও ঠিকানায় পাকা ঘর আগে থেকে থাকলে তিনি এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। বাড়িতে কারও বাইক থাকলেও প্রকল্পটি থেকে সুবিধা পাওয়া যাবে না।

নতুন করে যে সমীক্ষা শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন, তাতে এই নিয়মগুলি শিথিল করা হবে। তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র মঙ্গলবারের সান্ধ্য সংস্করণ সেই শিথিলতার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে। নবান্নের বৈঠকে মমতাও বলেন, 'কারও কাঁচা বাড়ির সামান্য একটা দেওয়াল কেউ পাকা করেছে বলে তাঁর নাম প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া চলবে না।' তিনি স্পষ্ট জানান, 'কেন্দ্রের অনেক শর্ত, আইনি মারপ্যাঁচ আছে। আমরা ওইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে যাব না। এটা আমাদের টাকা, আমরা মানবিকভাবে তালিকা তৈরি করব।'

এই পদক্ষেপে তৃণমূলের ভোটে ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যে বাদ সাধতে মরিয়া বিজেপি।

এরপর আটের পাতায়

বিদেশি হ্যালোউইন দু'দিন দেরি থাকলেও আজ বাঙালির ভূতচতুর্দশী। জলপাইগুড়িতে অনীক চৌধুরীর তোলা ছবি।

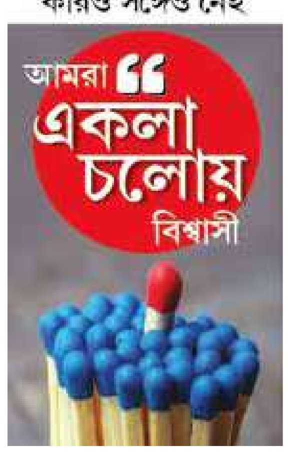

উত্তরবঙ্গের কিছু নিবাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পুলিশ ফুড়ুত, যানজট সামলাচ্ছে জনতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : চারিদিকে শুধু গাড়ির হর্নের বিকট শব্দ। কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। ঠিক সন্ধের আলো চৌধুরী মোড়ে তখন জটলা পাকিয়ে রয়েছে শ-খানেক গাড়ি, বাইক। কে কার আগে যাবে, সেই প্রতিযোগিতায় তৈরি হয়েছে চক্রব্যূহ। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়েও অবশ্য দেখা মিলল না ট্রাফিক পুলিশের। খানিক বাদে এগিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়। দু-হাতের ইশারায় একের পর এক গাড়িকে পথ দেখাতে লাগলেন তিনি। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে জট খুলল একটু একটু করে।

ভদ্রলোকের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি ঠিকই। কিন্তু ওই ভদ্রলোক একা নন, প্রায়শই আলো চৌধুরী মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর মতো অনেকেই ট্রাফিক সামলাচ্ছেন বলে জানালেন স্থানীয়রা। 'যে কাজ ট্রাফিক পুলিশের করার কথা, সেই কাজ করতে হচ্ছে জনতাকে। এটা প্রশাসনের গালে সপাটে চড় ছাড়া আর কী?' বলছিলেন জটে ফেঁসে থাকা সীতাংশু দে মোদক।

একদিন পেরোলেই দীপাবলি। শহরজুড়ে এখন রোশনাই। কিন্তু শহরের যান নিয়ন্ত্রণে পুলিশ একেবারে অন্ধকারে। শহরের মূল রাস্তা ছাড়া আর কোথাও সেভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না ট্রাফিক পুলিশকে। না আছে সুর্নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা। কয়েকটি মোড়ে টোটো আটকানোর জন্য পুলিশ মোতায়েন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একবার জট পাকলে তাঁদের আর কিছু করার থাকছে না। মঙ্গলবারই যেমন খেলাঘর মোড়ের আগে বান্ধব সংঘের কাছে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে এক ট্রাফিককর্মীকে। অথচ সামনে তখন যানজট।

আলো চৌধুরী মোড়ে যানজট সামলাচ্ছেন এক প্রৌঢ়।

দিনেরবেলা যেমন তেমন, সমস্যা বাড়ছে সন্ধ্যা হলেই। ফুলেশ্বরী, সুভাষপল্লি, দাদাভাই মোড়, এনটিএস মোড়, আলো চৌধুরী মোড়, ভুটিয়া মার্কেট, পাকুড়তলা মোড়, হায়দরপাড়ার কাছে যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিন আলো চৌধুরী মোড়ে যানজটে আটকে ছিলেন রাজীব দাস। কীভাবে ওই মোড় পেরিয়ে গাড়ি নিয়ে তিনি স্টেশন ফিডার রোডে যাবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ক্ষোভের সুরে বললেন, 'আলো চৌধুরী মোড় দিয়ে যাওয়াটাই এখন যেন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

একই কথা শোনা গেল স্থানীয় বাসিন্দা তরুণ দাসের কাছে। তাঁর কথায়, 'পুলিশের কাউকে তো এখানে দেখা যায় না। অতিরিক্ত যানজট হলে, কখনও এলাকার বাসিন্দারাই,

এরপর আটের পাতায়

ঝাঁটা পাঁজাকোলা করে বাইকে তরুণী

ধন্য ধনতেরাস

রামসিংহাসন মাহাতো

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : মধ্য পঞ্চাশের গিন্নি বিধান মার্কেটে ছেলের বাইক থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে এক জুয়েলারিতে ঢুকছিলেন।

- দিদি একটা প্রশ্ন করব? বেমক্কা প্রশ্নে ভ্রূ কোঁচকালেন, একটু বুঝি বিব্রতও বোধ করলেন।

- কেন, কী প্রশ্ন?

খবরের কাগজের কথা বলতেই জানতে চাইলেন রিপোর্টার কি না। নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁর চেহারার মেঘাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। এবার তিনি 'বাইট' দেওয়ার জন্য রেডি। কথায় কথায় নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন তিনি হায়দরপাড়ার সুপর্ণা বণিক। ছেলের সঙ্গে ধনতেরাসের মার্কেটিংয়ে এসেছেন। দোকানে ঠাকুরের জন্য একটা সোনার টিপ কিনবেন।

তাঁর মা ধনতেরাসে সোনাদানা কিনতেন কি না তা জানতে চাওয়া হলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। তাঁর হাসির কাছে ম্লান হয়ে গেল জুয়েলারির অনেক পাওয়ারের আলো। বললেন, 'আমার বাপের বাড়ি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। ওখানে শুধু লক্ষ্মীপুজো হত। তখন ধনতেরাসের চল ছিল না।' সঙ্গে এও জানালেন, কয়েক বছর থেকে তিনি ধনতেরাস উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়ের এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য নিয়ম পালন করছেন।

উত্তর ও মধ্য ভারত তথা হিন্দি বলয়ের ধনতেরাসে এ শহরের বাঙালি কবে থেকে আপ্লুত হওয়া শুরু করল তার উত্তর দিলেন সুভাষ কর্মকার। বিধান মার্কেটের ক্ষুদিরামপল্লিতে তাঁদের ষাট বছরের পুরোনো গয়নার দোকান। বললেন, 'এই উৎসব হল দিল্লি, মুম্বইয়ের অবাঙালিদের দেখাদেখি মেতে ওঠার একটা হুজুগ। এর সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির কোনও যোগ নেই। আমাদের বাড়িতে আগে কোনওকালেই এসব হত না। ৮-১০ বছর থেকে হচ্ছে।' ঝাঁটা কেনার হিড়িক নিয়ে তিনি বললেন, 'এটা দু'বছর থেকে শুরু হয়েছে।'

বাসুদেব বেরাও গয়নার কারবারি। প্রায় পঞ্চাশ বছর এ শহরে আছেন। বললেন ঝাঁটার ব্যাপারটা বড়জোর দু'বছরের। গয়নার দোকানে দোকানে রুপোর লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মাটিগাড়ার তাপস দে। এক দোকানে মূর্তি এবং রুপোর কয়েন দেখে বললেন, 'চার হাতের এই লক্ষ্মী চলবে না। এটা অবাঙালিদের লক্ষ্মী।' জানতে চাইলাম, কেমন বাঙালি লক্ষ্মী চান আপনি? বললেন, 'দুটো হাত থাকবে। প্যাঁচা থাকবে। লক্ষ্মীমন্ত মুখ হবে।'

ঝাড়ু কেনার ধুম। ধনতেরাসের সন্ধ্যায়। শিলিগুড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

ধনতেরাস উৎসবের এই বঙ্গীকরণ যে আসলে একটি বাণিজ্যিক কৌশল তার ব্যাখ্যা দিলেন বিধান মার্কেটের পুরোনো বস্ত্র ব্যবসায়ী দিলীপকুমার দাস। তাঁর তিন ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় গয়নার সোনা কেনার হিসাব দিয়ে বলছিলেন ২০০২ সালে সোনা কিনেছিলাম ৪ হাজার ১০০ টাকা দরে। ২০০৫ সালে সেটা হয়ে যায় ৮০০০ টাকা। ২০০৮ সালে কিনেছি ১০,০০০ টাকা করে।

এরপর আটের পাতায়

A quality product from
PAN BAHAR
বাহুবলীর সাথে হোন
চমকপ্রদ
তবেই আপনার দীপাবলি হবে
জাঁকজমকপ্রদ।
Baahubali
PAN MASALA
আপনার দীপাবলির আনন্দের প্রতিধ্বনী
বাহুবলীর সুগন্ধের দ্বারা সজ্জিত হোক।
NO TOBACCO NICOTINE
CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS

আমার উত্তরবঙ্গ

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দিশিতা (তন্বী)** : জন্মদিনে অনেক অনেক আশীর্বাদ ও আদর রইল। - **বাবা, মা, আম্মা, দাদু, দিদা, মামমাম। হলদিবাড়ি, কোচবিহার।**

☺ **সুনয়া কর্মকার** : তুমিই আমার প্রেরণা। তুমিই আমার চলার সাথী, তোমার জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক শুভকামনা। - **দাদা, ঠাম্মা, দাদান, দিদুন, বাবা, মা।**

দিন-দিন কমছে কাঁচা পাতার দাম

সংকটে ক্ষুদ্র চা চাষিরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ অক্টোবর : পুজোর পর থেকে কাঁচা চা পাতার দাম পড়তে শুরু করেছে। বর্তমানে কিলো প্রতি ১৮-১৯ টাকায় পাতা বিকোচ্ছে। কখনও তা আরও কমে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। তাঁদের অভিযোগের তির বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির দিকে। পাশাপাশি টি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলি। এমনটা চলতে থাকলে দ্রুত আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রজত রায় কার্জি বলেন, 'সমস্যার কথা টি বোর্ডকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তারপরেও কারও কোনও হেলদোল নেই। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সঙ্গে একটি যৌথ কমিটি গড়েও কোনও লাভ হয়নি। এই সংকট কৃত্রিমভাবে তৈরি করা। ফের টি বোর্ডকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। সমস্যার সমাধান না হলে দীপাবলি, ছটপুজোর পর পথে নেমে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর প্রশ্ন, কাঁচা পাতার দাম যদি এভাবেই হুহু করে কমতে থাকে তাহলে এবছর উৎপাদন বন্ধ করার সময় অনেকটাই এগিয়ে দিয়ে ৩০ নভেম্বর করার যৌক্তিকতা কোথায়? ডিসেম্বর মাসেও উৎপাদন চালু রাখা হোক। উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রান্তিক চা চাষি সমিতির সভাপতি রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে পাতার দাম কমিয়ে দিচ্ছে। এমনভাবে পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে যে চাষিদের ওই অল্প দামেই বিক্রি করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিদের একটি বাগান।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ারের মতো ক্ষুদ্র চা চাষ অধ্যুষিত জেলাগুলি মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার চাষি রয়েছেন। বটলিফ ফ্যাক্টরির সংখ্যা ২৫০-র মতো। পুজোর আগে কিলো প্রতি ৩০-৩৫ টাকাতেও কাঁচা পাতা বিক্রি হয়েছে। এরপরই হঠাৎ করে পতন শুরু হয়। দর ১৪-১৫ টাকাতেও নেমে এসেছিল বলে ক্ষুদ্র চা চাষিরা জানিয়েছেন। এখন কোনও দিন ১৪ টাকা তো আবার তার পরদিন ২৪ টাকাও দাম উঠছে। এই ওঠানামার কারণ ঠিক কী সেটাও খুঁজে বের করার দাবি তাঁদের।

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি অবশ্য দামের ওঠানামার ক্ষেত্রে তাদের কোনও হাত রয়েছে এমন অভিযোগ মানতে নারাজ। নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলছেন, 'পুজোর পর খোলাবাজার বা নিলামকেন্দ্র দু'ক্ষেত্রেই তৈরি চায়ের দাম কিলো প্রতি অন্তত ২৫ টাকা করে কমে গিয়েছে। চাহিদাও তলানিতে গিয়ে ঠেকছে। আগে ৩০-৩৫ টাকা কিলো দরে কেনা কাঁচা পাতা দিয়ে তৈরি চা বহু ফ্যাক্টরিতে মজুত হয়ে আছে। বর্তমানে উৎপাদন ব্যয়ের থেকেও কম দামে চা বিক্রি করতে হচ্ছে।'

সংগীতার মনোনয়নপত্র বাতিলে মামলা বামেদের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ অক্টোবর : সিতাই উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংগীতা রায়ের মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবি উঠেছিল আগেই। এবার সেই দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল বামফ্রন্ট। মঙ্গলবার বামফ্রন্টের প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা হাইকোর্টে এই বিষয়ে মামলা দায়ের করেছেন। পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় তাঁরা কোচবিহারে সার্কিট হাউসে নির্বাচনের জেনারেল অবজার্ভার সুরেন্দ্রকুমার মিনার কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সংগীতা ভুল তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। কংগ্রেসও এর আগে একই অভিযোগ করেছিল। বিষয়টি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ানোয় স্বাভাবিকভাবে তৃণমূল নেতৃত্ব বেশ চাপে পড়েছে। যদিও প্রকাশ্যে সেকথা মানতে নারাজ ঘাসফুল শিবির।

সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায় সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন। গত নির্বাচনে তিনি ভোটে লড়ার সময় মনোনয়নপত্রে যে তথ্য তুলে ধরেছিলেন, তাঁর সঙ্গে বর্তমানে জমা দেওয়া মনোনয়নপত্রের তথ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে বলে বিরোধীদের দাবি। সেখানে ভুল তথ্য দেওয়ার

> মনোনয়নপত্রে দাখিল করা তথ্যে তৃণমূল প্রার্থীর অর্থের পরিমাণ, ভোটার তালিকায় নাম, স্বামীর নাম নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। আমরা বিষয়গুলি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। বুধবার হাইকোর্টে মামলাটি উঠবে।
>
> **-দীপক সরকার**
> *জেলা সভাপতি, ফরওয়ার্ড ব্লক*

অভিযোগ তুলে মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবি করা হয়েছে। সন্ধ্যায় বাম প্রার্থী অরুণকুমার বর্মা, ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার, সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস সহ একটি প্রতিনিধিদল জেনারেল অবজার্ভারের সঙ্গে দেখা করে। সাক্ষাতের পর দীপক বলেছেন, 'সিতাই কেন্দ্রটি তপশিলি জাতিভুক্ত। অথচ তৃণমূলের প্রার্থী জাতির শংসাপত্র দেখাতে রাজি নন। তিনি আগে স্পষ্ট করুন, তিনি কোন জাতিভুক্ত।' সেইসঙ্গে তিনি বললেন, 'মনোনয়নপত্রে দাখিল করা তথ্যে তৃণমূল প্রার্থীর অর্থের পরিমাণ, ভোটার তালিকায় নাম, স্বামীর নাম নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। আমরা বিষয়গুলি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। বুধবার হাইকোর্টে মামলাটি উঠবে।'

তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য মেলেনি। তবে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, 'ভোটে হারার আগে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বামফ্রন্ট উলটোপালটা কথা বলছে।'

গত সোমবার সিতাই উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনির সময়ও এই ইস্যু নিয়ে জলঘোলা হয়েছিল। স্ক্রুটিনির সময় কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ অবজার্ভারের কাছে সংগীতার এসসি শংসাপত্র দেখতে চেয়েছিলেন। অবজার্ভার তাতে রাজি হলেও তিনি চলে যেতে রিটার্নিং অফিসার শংসাপত্র দেখাননি বলে অভিযোগ। প্রথম থেকে বিরোধীরা শাসকদলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এবার বিষয়টি হাইকোর্টে গড়ানোয় স্বাভাবিকভাবে জলঘোলা আরও বাড়ছে।

হরিণের চামড়া উদ্ধার, ধৃত তিন

মাদারিহাট, ২৯ অক্টোবর : হরিণের চামড়া সহ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীদের হাতে ধরা পড়ল তিন দুষ্কৃতী। বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানালেন, ধৃতদের কাছ থেকে হগ ডিয়ার প্রজাতির হরিণের চামড়া ও একটি প্যাঙ্গোলিনের খুলি পাওয়া গিয়েছে।

এই তিনজন একটি ছোট গাড়িতে করে এগুলি পাচারের চেষ্টা করছিল বলে খবর। ধৃতরা হল স্বপন রায়, পাপাই সাহা এবং শান্ত রংদার। স্বপন ও পাপাইয়ের বাড়ি অসমের ধুবড়ি জেলার বিলাসীপাড়ায়। শান্ত অসমের গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হবে। নজর এড়াতে চোরাকারবারিরা অত্যাধুনিক গাড়ি, ট্রেনের প্রথম শ্রেণিতে যাতায়াত করছে।

প্রচারে শুভেন্দু

মাদারিহাট, ২৯ অক্টোবর : উপনির্বাচনের প্রচারে ২ নভেম্বর মাদারিহাটে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। এই খবরে বিজেপি নেতা, কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা বলেন, 'আমরা বিরোধী দলনেতার আসার অপেক্ষায় রয়েছি।'

বিষয়টিকে পাত্তা দিতে নারাজ ঘাসফুল শিবির। শুভেন্দুর নির্বাচনি প্রচার নিয়ে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক কটাক্ষ করে বলেন, 'এমনিতেই বিজেপির প্রচারে লোক আসছে না। শুভেন্দুকে এনেও কোনও লাভ হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নই আমাদের হাতিয়ার। আমরা সবসময়ই মানুষের পাশে থাকি এবং থাকব।'

ভাওয়াইয়া নিয়ে গবেষণা জলপাইগুড়ির সুমধুরার

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছোট থেকে। তার থেকেও বেশি নতুন কিছু করার এবং জানার। সেই আগ্রহকে সঙ্গী করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরলেন নিজের সম্প্রদায়ের ওপর করা গবেষণা। বাংলার জনপ্রিয় লোকসংগীত ভাওয়াইয়ার কথা উঠে এসেছে তাঁর গবেষণাপত্রে। তিনি জলপাইগুড়ির বৌবাজারের সুমধুরা রায়।

জলপাইগুড়ি শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল থেকে পড়াশোনা। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লি পাড়ি দেন ওই তরুণী। দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট উপাধি পেয়ে এখন একটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা হলেও নিজের সম্প্রদায়কে ভুলে যাননি।

'সিংগিং সেল্ফ, সিংগিং কমিউনিটি, ফর্ম অ্যান্ড সাবজেকটিভিটি ইন দ্য রাজবংশী ফোক সংগস অফ নর্থবেঙ্গল', এই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসংগীত ভাওয়াইয়া গান নিয়ে তিনি পিএইচডি করেছেন।

কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে? ভাওয়াইয়া গানের কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে তার অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন। গানের মধ্যে ফুটে ওঠা রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলাদের বিরহ, ইচ্ছে, সংস্কৃতি সহ খাওয়াদাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, সবটাই তুলে ধরেছেন সুমধুরা। উদাহরণ হিসেবে তিনি বললেন 'ও কী ও কাজল ভ্রমরা' গানটির কথা। কোনও মহিলার স্বামী ভিনরাজ্যে কাজ করতে গেলে সেই মহিলার বিরহ, অপেক্ষা, সবের সুর বাঁধা রয়েছে এই গানের মধ্যে। গানের পাশাপাশি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ডাকলক্ষ্মী পুজো, আকাশপ্রদীপ, তিস্তাবুড়ি, ভান্ডানি ইত্যাদির কথাও বলা হয়েছে।

পুরস্কৃত ডঃ সুমধুরা রায়। ছবি : সংগৃহীত

> বরাবরই সাহিত্যচর্চা করতে ভালোবাসি। অনেক খুঁজে, বিভিন্ন বই পড়ে জানতে পারলাম, রাজবংশী সম্প্রদায়কে নিয়ে এই ধরনের রিসার্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হলেও ইংরেজি ভাষায় হয়নি।
>
> **-সুমধুরা রায়**

দীপাবলির ছুটিতে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন সুমধুরা। তিনি বলেন, 'বরাবরই সাহিত্যচর্চা করতে ভালোবাসি। অনেক খুঁজে, বিভিন্ন বই পড়ে জানতে পারলাম, রাজবংশী সম্প্রদায়কে নিয়ে এই ধরনের রিসার্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হলেও ইংরেজি ভাষায় হয়নি। আমার মনে হয়, আমিই প্রথম রাজবংশী ভাষার গান ভাওয়াইয়া নিয়ে ইংরেজিতে রিসার্চ করেছি।' সাউথ আফ্রিকায় কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন। সামনের বছর ফিলাডেলফিয়ায় যাওয়ার কথা রয়েছে।

তিনি জানান, এই বিষয়ের উপর গবেষণা করার মূল উদ্দেশ্যই হল, নিজের সম্প্রদায়কে জানা। এখনকার প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি এই ঐতিহ্যের ব্যাপারে না জানতে পারে, তাহলে একদিন হয়তো সব হারিয়ে যাবে। তাঁর কথায়, 'এখন আমরা যারা শহরে থাকি, বেশিরভাগই রাজবংশী ভাষায় কথা বলি না। বাংলা ভাষাতেই বেশি সাবলীল। যা আগে ছিল না।' তাঁর এই গবেষণার পর ভাওয়াইয়া সংগীত সহ রাজবংশী ভাষা নিয়ে আগ্রহ দেখা যাবে বলে বিশ্বাস। মেয়ের এই সাফল্যে খুশি বাবা রবীন্দ্রনাথ রায় এবং মা মাধুরী রায়।

রাস্তা পারাপারের সময় ক্যামেরাবন্দি হরিণ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৯ অক্টোবর : জঙ্গলের মাঝে জাতীয় সড়ক পারাপার করছে পূর্ণবয়স্ক হরিণ। হরিণের জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ডুয়ার্সের একাধিক জঙ্গলের বুক চিরে বেরিয়ে গিয়েছে রাস্তা, রেললাইন। যে কারণে মাঝেমধ্যে সেই রাস্তা ও রেললাইনের ওপর চলে আসে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। সোমবার রাতে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি জঙ্গলের ভিতরে জাতীয় সড়কের উপর চলে আসে হরিণ। বাতাবাড়ি থেকে লাটাগুড়িমুখী জঙ্গলের এই সড়কে হাতির দেখা পাওয়া যায় মাঝেমধ্যেই। অনেক সময় দিনেরবেলাতেও হাতি সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এবার সড়কের ওপরে হরিণের পার হওয়ার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হল।

সোমবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ মেটেলি ব্লকের মাথাচুলকার বাসিন্দা মোকসেদুল হক সহ বেশ কয়েকজন একটি ছোট গাড়িতে করে ক্রান্তির চেকেন্দা ভাণ্ডারীর মেলা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। জঙ্গলের মাঝে রাস্তায় গাড়ির হেডলাইটের আলোয় একটি হরিণকে রাস্তা পারাপার করতে দেখেন তাঁরা। গাড়ির ভিতর থেকেই সেই ভিডিও মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করেন।

বর্তমানে ডুয়ার্সে বিভিন্ন এলাকার পর্যটকরা রয়েছেন। হরিণের রাস্তা পারাপারের এই ছবি স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকদের জন্য ভালো খবর বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

''তুমি রেখে গেলে কত নূপুর-তবলার স্পন্দন, তোমার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তোমার পরিজন ও 'নিক্কন'।''

স্বর্গীয় শুভেন্দু বিশ্বাস (গৌর) স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণসভা। আগামী ২রা নভেম্বর, ২৪, শনিবার, বেলা ১১:৩০ টায়, স্থান-প্রয়াস হলরুম, জলপাইগুড়ি পৌরসভা, জলপাইগুড়ি। সকল শুভানুধ্যায়ীর আমন্ত্রণ রইল। ইতি **শুভেন্দু বিশ্বাসের পরিবার।**

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন চেন্নাই-এর এক বাসিন্দা

17.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91G 37457 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "অল্প বয়সে একজন কোটিপতি হওয়া যে কোনো মানুষের কাছে সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি খুবই ভাগ্যবান যে ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। আমি যখন ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ অর্থ জেতার কথা জানতে পারলাম তখন আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

তামিলনাড়ু, চেন্নাই - এর একজন বাসিন্দা রবি কিরণ হীরানি - কে

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय : राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE : DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयकर आयुक्त का कार्यालय : सिलीगुड़ी / OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, SILIGURI
आयकर भवन : माटीगाड़ा : सिलीगुड़ी 734010-/ AAYAKAR BHAWAN : MATIGARA : SILIGURI-734010

पुराने निपटान हेतु निविदा आमंत्रण सूचना
फर्नीचर/स्क्रैप/ई-कचरा/पुराने अनुपयोगी कागज
NOTICE INVITING TENDER FOR DISPOSAL OF OLD FURNITURE/SCRAP/ E-WASTE/OLD UNSUEABLE PAPERS

प्रधान आयकर आयुक्त, सिलीगुड़ी और भवन प्रभारी, आयकर भवन, माटीगाड़ा, सिलीगुड़ी आयकर भवन, विंग-ए, परिबहन नगर, माटीगाड़ा, सिलीगुड़ी से संबंधित निम्नलिखित वस्तुओं के निपटान के लिए अनुभवी फर्मों से कोटेशन / बोलियां आमंत्रित करते हैं।

The Principal Commissioner of Income Tax, Siliguri & Building-in-Charge, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri invites Quotations/Bids from experienced firms for disposal of following articles belonging to Aayakar Bhawan, Wing-A, Paribahan Nagar, Matigara, Siliguri.

Sl.No.	Description of Articles	Quantity
01	Unserviceable E-waste	Detailed in BID document
02	Old unserviceable & very old Income Tax Returns /files/ records/old Books / periodicals / Acts / Rules / not usable papers etc	
03	Old/broken/unsuable office furniture	

बोलियां 05 नवंबर 2024 को दोपहर 12.30 बजे खोली जाएंगी। अनुबंध के नियम और शर्तों के साथ निविदा प्रपत्र www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पूर्ण कोटेशन फॉर्म/बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04 नवंबर, 2024 शाम 05.00 बजे तक है।

Bids will be opened on the day 05th November, 2024 at 12.30 PM. The Tender Forms along with Terms & Conditions of the contract can be downloaded from www.incometaxindia.gov.in. The last date for receipt of completed quotation form / bid is 04th November, 2024 till 05.00 PM.

(लोबसँग तेनजिंग/Lobsang Tenzing)
आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) सिलीगुड़ी / DCIT, Hqrs Slg.
कृते प्रधान आयकर आयुक्त, सिलीगुड़ी / For Pr. CIT, Slg.

জঙ্গলের গাছ অবাধে পাচার

লাটাগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : লাটাগুড়ি ও রামশাইয়ের জঙ্গলে অবাধে গাছ কেটে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রায় প্রতিদিনই পাচারকারীরা জঙ্গল থেকে বহু মূল্যবান গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। কাঠ চুরি ও জঙ্গলে অবাধ প্রবেশ আটকাতে বনকর্মীরা হেঁটে পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি গাড়ি করেও লাগাতার টহলদারি চালান। তবে এই নজরদারি আদৌ কোনও কাজে আসছে কি না তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে

লাটাগুড়ি ও রামশাই

অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। গাছ চুরি রুখতে লাগাতার নজরদারি চলে বলে জানিয়েছেন রামশাইয়ের রেঞ্জ অফিসার সর্বাশিস বর।

লাটাগুড়ির জঙ্গলের লাটাগুড়ি বিট ও রামশাইয়ের জঙ্গলের কালামাটি বিট থেকে প্রতিদিন গাছ চুরি হচ্ছে। জ্বালানি কাঠের নাম করে জঙ্গলে ঢুকে লাগোয়া বিভিন্ন বনবস্তির মহিলারা গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। বনকর্মীদের একাংশের মদতেই অবাধে জঙ্গল থেকে গাছ কাটা চলছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিদিনই লাটাগুড়ি থেকে রামশাইগামী তিস্তা ক্যানাল পার করে দিনের বেলা গাছ পাচার হচ্ছে। লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া আপ্পু চা বাগানকে করিডর করে অবাধে পাচার চলছে। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মনের কথায়, 'জঙ্গলে গাছ কাটার ফলে বন্যপ্রাণীরা প্রতিদিন লোকালয়ে বেরিয়ে আসছে। বারবার বন দপ্তরের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।' বিষয়টি খোঁজ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি।

রামশাই রেঞ্জের কালামাটি বিটে একটি চেকপোস্ট দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। এতে অবাধে গাছ পাচার করতে সুবিধা হচ্ছে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের বক্তব্য, 'যে হারে গাছ পাচার হচ্ছে তাতে জঙ্গলের ভেতর প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।'

সাইরানির মৃত্যুতে উপবাসে গ্রামবাসী

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৯ অক্টোবর : রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানির মৃত্যুতে চাকুলিয়া থানার বিনারদহ গ্রামে শোকের ছায়া। তাঁকে সম্মান জানাতে উপবাস রাখলেন গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা। মঙ্গলবার এমনই চিত্র দেখা গেল বিনারদহে। ১৯৬০ সালে ২ ফেব্রুয়ারি এই গ্রামে জন্মেছিলেন সাইরানি। রাজ্যের মন্ত্রী হলেও গ্রামের মানুষের কাছে তিনি আজীবন 'মাস্টার মশাই' নামেই পরিচিত ছিলেন।

সম্প্রতি সাইরানির ক্যানসার ধরা পড়ে। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। দিনকয়েক আগে তাঁকে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার দুপুরে তিনি প্রয়াত হন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে। প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে প্রচুর মানুষের ভিড় হতে পারে। তা আঁচ করে রাস্তার সংস্কার করছেন বাসিন্দারা। এদিন কথা হচ্ছিল সাইরানির ছোটবেলার বন্ধু মিরশাদ আলমের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'জমিদার পরিবারে জন্ম হলেও ওঁর অহংকার ছিল না। একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার পরও গ্রামে এলে অসহায় মানুষের খোঁজ নিতেন। বিপদে পড়লে সাহায্য করতেন।' মিরশাদের সংযোজন,

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী সাইরানির জন্মস্থান বিনারদহ গ্রামের ছবি।

'গত সোমবার আমি বাড়ির বাইরে ছিলাম। খবর পেলাম সাইরানি প্রয়াত হয়েছেন। চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। ওঁর আত্মার শান্তি কামনায় উপবাস রেখে শোকপালন করছি। শুধু আমি একা নই। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই উপবাস রেখেছে।'

গ্রামের বাসিন্দা মহেন্দ্র সাদার বক্তব্য, 'আমার মতো এলাকার কয়েকশো গরিব মানুষকে তিনি নিজের জমিতে বসার জায়গা করে দিয়েছিলেন। ওঁর ঋণ আমরা কীভাবে ভুলতে পারি বলুন।' ভুঁইধর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল বাসেদের সংযোজন, 'ওঁর জন্যই ভুঁইধর গ্রামকে মন্ত্রীর গ্রাম বলা হয়ে থাকে। ওঁর মৃত্যুতে ভুঁইধর ও বিনারদহ গ্রামের মানুষ শোকস্তব্ধ।'

চাকুলিয়া হাইস্কুলে চাকরির সুবাদে এক সময় বিনারদহ গ্রাম ছেড়ে চাকুলিয়া বাজারে চলে এসেছিলেন হাফিজ আলম সাইরানি। চাকুলিয়া হাট সংলগ্ন এলাকায় তাঁর বাড়ি রয়েছে। যদিও মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁকে বেশিরভাগ সময় কলকাতায় থাকতে হত। চাকুলিয়ায় এলে থাকতেন এই বাড়িতে। তাঁর মৃত্যুতে চাকুলিয়া বাজারের বাসিন্দাদের মধ্যেও শোকের ছায়া। তাঁর সর্বকালের সঙ্গী ছিলেন হরিশংকর ঝা। তাঁর কথায়, 'আমি দীর্ঘদিন ওঁর সঙ্গে থেকে রাজনীতি করেছি। বাইরে থাকলেও সবসময় আমার খোঁজ নিতেন। এরকম মানুষকে হারানো কষ্টের।'

অভিযানের পরিকল্পনা

ইসলামপুর, ২৯ অক্টোবর : পুরসভাকে সঙ্গে নিয়ে ইসলামপুর শহরে যৌথ অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ। মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন ইসলামপুর মহকুমার ফুড সেফটি ইনস্পেকটর পপি রায়। তিনি বলেন, 'উত্তর দিনাজপুর জেলার একাধিক শহর ও ব্লক স্তরে এধরনের অভিযান হয়েছে। ইসলামপুরে আমরা খাবারের দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ করি। তবে খুব তাড়াতাড়ি যৌথ অভিযানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি।' এপ্রসঙ্গে ইসলামপুর পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথের আশ্বাস, 'খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ সহযোগিতা চাইলে আমারা হাত মেলাতে প্রস্তুত।'

ইসলামপুর শহরবাসীর বরাবরের অভিযোগ, ফুড সেফটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোনও দপ্তর খুব বেশি সক্রিয় নয়। এখন উৎসবের মরশুম। প্রচুর নতুন খাবারের দোকান খুলছে। সেসবের পাশাপাশি স্থায়ী ও পুরানো মিষ্টির দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁয় সম্প্রতি খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের বড় কোনও অভিযান চোখে পড়েনি। এ নিয়ে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবের বক্তব্য, 'খাদ্য সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশাসন সমঝোতা করবে না। সাধারণ মানুষের স্বার্থে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

ধনতেরাসের কেনাকাটার ভিড়। মঙ্গলবার মহাবীরস্থানে। ছবি : সূত্রধর

ফের সম্পাদক কাজল

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অক্টোবর : বিধাননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডে গঠিত নতুন বোর্ডে ফের সম্পাদক হলেন কাজল ঘোষ। গত বোর্ডেও তিনি একই দায়িত্বে ছিলেন।

মঙ্গলবার বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সম্মতিতে চেয়ারম্যান হয়েছেন মণিরুদ্দিন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন গুণানন্দ সিংহ। প্রথম দিনই একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সমিতির নির্বাচিত সদস্য পীযূষ সিং। সূত্রের খবর, বোর্ড গঠনের পর মিটিং শুরু হতেই বেরিয়ে আসেন তিনি। যদিও সেই কথা অস্বীকার করে কাজল দাবি করেছেন, 'মিটিং শেষে স্বাক্ষর করে তারপরই বেরিয়ে যান পীযূষ।' পীযূষের যুক্তি, 'বোর্ড গঠনের দিনই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এটা নিয়মবিরুদ্ধ।'

জমিজটে আটকে রাস্তা সম্প্রসারণ

আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ ফুলবাড়িতে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : কয়েক বছর আগে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে ফোর লেনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু জমিজটের কারণে ফোর লেনের কাজ আটকে রয়েছে ফুলবাড়ি ব্যারেজ থেকে জটিয়াকালী পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার। কবে শেষ হবে রাস্তার কাজ? মঙ্গলবার ফের এই প্রশ্নে সরগরম ফুলবাড়ি এলাকা।

এদিন জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের সমীক্ষা করতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ইউনিটের আধিকারিকদের একটি দল ফুলবাড়িতে আসে। দলে ছিলেন প্রোজেক্ট ডিরেক্টর প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত। বিষয়টি টের পেয়ে সেখানে স্থানীয়রা ভিড় জমিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভের মুখে পড়ে শেষমেশ স্থানীয়দের সঙ্গে সেখানেই আলোচনায় বসেন আধিকারিকরা। ঘণ্টাখানেক চলে কথোপকথন। কিন্তু সমস্তটাই বৃথা গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আলোচনা শেষে প্রোজেক্ট ডিরেক্টর প্রদ্যুৎ বলেছেন, 'এই জায়গায় কাজ আটকে রয়েছে। তাই সমস্যা মেটাতে সমীক্ষায় এসেছিলাম।' বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সরাসরি কিছু না বললেও উপস্থিত জনতার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর মন্তব্য, 'ওঁরা ক্ষতিপূরণের কিছু টাকা পাবে। সেই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।' এদিন এলাকায় উত্তেজনা শুরু হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের পরিদর্শনে প্রশাসনের আধিকারিকরা।

হাইকোর্টে মামলা

- ফুলবাড়ি ব্যারেজ থেকে জটিয়াকালী পর্যন্ত প্রায় চার কিমি রাস্তা এখনও সংকীর্ণ
- কয়েক বছর আগে রাস্তার জন্য প্রশাসনের তরফে জমি অধিগ্রহণ হয়
- সেই সময় ওই এলাকার কয়েকশো মানুষ জমি দান করেন
- জমিদাতাদের অভিযোগ, তাঁরা এখনও ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি
- বর্তমানে হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলা চলছে

জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে ফোর লেনের রাস্তা তৈরির জন্য প্রশাসনের তরফে জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল। সেই সময় এই এলাকার কয়েকশো মানুষ রাস্তার জন্য জমি দান করেন। কিন্তু ক্ষতিপূরণের বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এমনকি মামলাও হয়। গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত।

এদিন মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী অরুণকুমার কুন্ডা বলেন, 'আমি নিজেও একজন জমিদাতা। আমরা প্রাপ্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ এখনও পাইনি। বহুবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বসেও সমস্যা মেটেনি।' একই অভিযোগ মহম্মদ ইব্রাহিম, নির্মল ওঝার মতো জমিদাতাদের।

জটিয়াকালীর বাসিন্দা মহম্মদ ইয়াসমিন বলছিলেন, 'বর্তমানে ওই চার কিমি রাস্তা সংকীর্ণ। প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করে। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তায় উড়তে থাকা ধুলোয় আমরা অতিষ্ঠ।' সূত্রের খবর, প্রায় ৬০০ জনের সঙ্গে জমি নিয়ে জটিলতা রয়েছে প্রশাসনের। জট কাটিয়ে কবে শুরু হবে রাস্তা সম্প্রসারণ? দিনের শেষে প্রশ্নটা রয়েই গেল।

ইসকনে গোবর্ধনপুজো

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : গত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে ধুমধাম করে গোবর্ধনপুজো আয়োজিত হতে চলেছে। খাওয়াদাওয়া এবং কীর্তনের মধ্য দিয়ে আগামী ২ নভেম্বর পুজো অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস। এই পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তসমাগম হয়। সারাদিন ধরে চলে পুজো।

আজ টিভিতে

রাঁধুনিতে অভিষিক্তা সেনগুপ্ত রাঁধবেন চিনেস শাকে সবজি ভাতে। **আকাশ আটে** দুপুর ১.৩০ মিনিটে

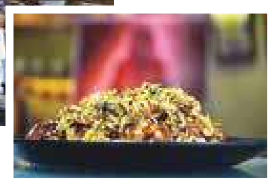

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ পাগলু ২, বিকেল ৪.৪০ ঘাতক, সন্ধ্যা ৭.৫০ কুলি, রাত ১১.০৫ গুরু

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ শপথ নিলাম, দুপুর ২.১০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.৩০ শত্রুমিত্র, রাত ৮.৩০ অগ্নিপথ, রাত ১১.৫৫ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আক্রোশ, দুপুর ১.০০ কর্তব্য, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ বাদশা – দ্য ডন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ

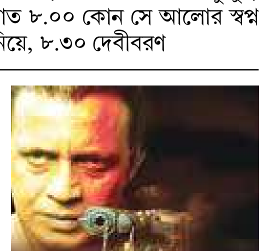

তুলকালাম সন্ধ্যা ৭টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

অগ্নিপথ রাত ৮.৩০ মিনিটে জি বাংলা সিনেমায়

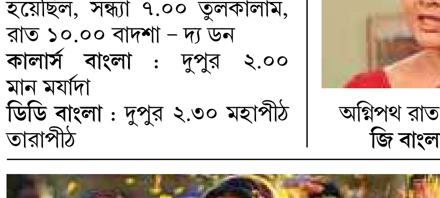

চেন্নাই এক্সপ্রেস সন্ধ্যা ৬.৫৬ মিনিটে কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে

কিডনি চাই

কিডনি চাই, A+, বয়স - 30-40, পুরুষ বা মহিলা, অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন ফোন নম্বর - 8016140555. (C/113243)

Affidavit

I Koushik Saha, S/o. Lt. Chitta Ranjan Saha Residing at Shibtali Complex, Balurghat, South Dinajpur shall henceforth be known as Kaushik Saha as declared before the Notary Public vide affidavit No 98AB583531. Dated 29.10.2024 Koushik Saha and Kaushik Saha, both are same and Identical Person. (C/113244)

কর্মখালি

One of the leading Business House located in Siliguri is looking for a female candidate (Min qualification: Graduate) for the role of Telecaller in the sector of Water Treatment Solutions. Salary is 15k. Pls submit your resume in mail- biswajitsales@gmail.com (C/113045)

ইপিএবিএক্স পদ্ধতির বিস্তৃত রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. আরএন-এসটি-১৪-২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৫-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরএন-এসটি-১৪-২০২৪-২৫। কাজের নামঃ বঙ্গাইগাঁও ডিভিশনাল এক্সচেঞ্জে ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ইপিএবিএক্স সিস্টেম মডেল নং. কোরেল-III ফ্লেক্সিকম ৫০০০ এর বিস্তৃত রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৬৪,২৫৩.৪৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২০-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Jalpaiguri Municipality
Corrigendum Notice

The Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites Corrigendum Notice of NIT WBMAD/JAL/AMRUT 2.0/eNIT-2/2024-25 & Tender Id. 2024_MAD_757481_1 Bid submission End Date extended upto: 12-11-2024 05:00 P.M.
Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality.

Office of the Block Development Officer
Gazole Development Block
Gazole : Malda
email- gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No **BDO/GZL/NIET- 04(e) of 2024-25, Dated-29.10.2024**

BDO, Gazole Development Block, Malda, invites E-tender for various development works under IMDP 2024-2025 from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature.
Details of e-tender notice will be available in website **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in**

Sd/- Block Development Officer
Gazole Development Block
Gazole, Malda

কর্মখালি

EILCS-এর সহযোগিতায় এবং Satmile Satish Club O Pathagar (Coochbehar)-এর তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং (AWD) প্রোজেক্ট এর জন্য ১ জন ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর (বি. এ পাশ এবং কৃষি নিয়ে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে) ৪ জন ব্লক কো-অর্ডিনেটর (বি. এ পাশ এবং কৃষি নিয়ে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে) ১জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (১ বছরের প্রোজেক্ট করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে) ১ জন ডাটা অপারেটর/অ্যাকাউন্টেন্ট (কমার্স/অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার এবং এক্সেল নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে) এবং মাধ্যমিক পাশ এবং apps চালানো অভিজ্ঞ সম্পন্ন ১২৫ জন ভলেন্টিয়ার (কমপক্ষে ৩০% মহিলা) নিয়োগ করা হবে গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, কুশমন্ডি, তপন এবং হিলি ব্লক থেকে। ইন্টারভিউ হবে Punobhava Agro Fpc-, কিষান মান্ডি, গঙ্গারামপুর। তারিখ এবং সময় : ৫ নভেম্বর ২০২৪, সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত। যোগাযোগ- ৯৭৩৩৪-৬৫৬৯৯ / ৭০২৯১-৪৪৭০০

e-Tender Notice

E-Tenders are invited for :
1. Supply, installation & commissioning of Power Backup (Inverter & battery), UV water purifier & room heater at AYUSH Branch, CMOH Office, Kalimpong. (3rd Call) (Tender ID : 2024_HFW_765932_1) (Last Date: 07.11.2024) within 02:00 P.M. For details visit : **www.wbtenders.gov.in**
The CMOH Office, Kalimpong.
Email : **cmohkalimpong1@gmail.com**

Sd/-
CMOH & Member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong.

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআই আর/ইএনজিজি./৪৫ অব ২০২৪, তারিখঃ ২৪-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার - কাটিহারে - ৩৫ এম দৈর্ঘের কভার শেড ও সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ এবং ১৪০ টি ক্রেনের জন্য সহযোগী কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৩৩,৮১,৪২২.২৯ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ২,৬৬,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সুকনা-দার্জিলিং-কাটিহার ডিভিশনের ডিএইচআর (এনজি) সেকশনে রিটেইনিং ওয়াল/ব্রেস্ট ওয়াল নির্মাণ এবং স্লপ সুরক্ষার কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৩১,৭২,০৯৬.৮৫ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ১০,১৫,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উৎপাদন, সরবরাহ, লাইডার সার্ভে, ব্রিজের কাজ ইত্যাদি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/১৩/২০২৪/এমএলজি, তারিখ: ২৫-১০-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল২৯২০২৪এমএলজি; কাজের নাম ঃ ডেপুটি সিই/ব্রিজ/লাইন -এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে প্লেট এবং কম্পোজিট গার্ডার ব্রিজে, পিএসসি গার্ডার ব্রিজে মানুষের আশ্রয়ে পাথওয়ে উৎপাদন, সরবরাহ এবং স্থাপন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ৪৪,২৩,৩৫,১৭৮.৮৯/- টাকা; বায়না মূল্য : ২৩,৬১,৭০০/- টাকা;

টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল২২২০২৪এমএলজি; কাজের নাম ঃ ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও -এর অধীনে ট্রেইন ভিত্তিক এ আই ব্যবহারের সাথে সেতুর তথ্য বিশ্লেষণ করতে সেতু, উপ-কাঠামো এবং সুপার স্ট্রাকচারের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এয়ারবর্ন গ্রাউন্ড সারফেস সার্ভে, অপটিক্যাল ফটোগ্রামমেট্রি ইনফার্ড ম্যাপিং এবং গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার সহ লাইডার সমীক্ষা পরিচালনা করা। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ২,০০,০৩,৩৫৯.৪১/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৫০,০০০/- টাকা;

টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল৩০২০২৪এমএলজি; কাজের নাম ঃ প্রাসঙ্গিক রেলওয়ে কোড অনুযায়ী ইনস্ট্রুমেন্টেশন এবং আরইএম বিশ্লেষণ করে ০৮টি বড় সেতুতে (বিআর নং. ৪৪আপ, ৭৩আপ, ৩২আপ, ২আপ, ৪০আপ, ৩আপ, ৫৯ ডাউন আর ১৪৩ আপ) ফ্যাটিগ লোড মূল্যায়ন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ৪,৮৩,০৬,৬৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৯২,৫০০/- টাকা;

টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল৩১২০২৪এমএলজি; কাজের নাম ঃ ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড পিএসসি স্লাব আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড সহ পিয়ার এবং অ্যাবাটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ৫,১৪,৭৩,৫১৫.৬০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪,০৭,৪০০/- টাকা;

টেন্ডার নথি গ্রহণ করা হবে ১৮-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ১৮-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০৫ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাব।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিদ্যুতের পরিবর্তন, বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডেপুটি সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৬/২০২৪; তারিখ ঃ ২৪-১০-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং: ইএল-সি-এনজে-এসএ-৩-২৪-২৫-এনজেপিডব্লিউসিএস; কাজের নাম ঃ ইপিসি চুক্তি ব্যতীত বিশ্বমানের হিসাবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের বড় উন্নয়ন/পুনউন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত (ফেজ অনুযায়ী) আলোর ব্যবস্থার জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিবর্তন, বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১২,৫৯,২৬,৩৯৬.৬০ টাকা; বায়না মূল্য: ৭,৭৯,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২০-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডেপুটি সিইই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিউ বঙ্গাইগাঁও এ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৩৩বি তারিখঃ ২৫-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা (এম/সি এসআর. নং. এসএডব্লিউএল-৬৯, মেকঃ মেসার্স এইচওয়াইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পেনি প্রাইভেট লিমিটেড, কমিশনের তারিখঃ ০৯-০৭-২০১০)। টেন্ডার রাশিঃ ৫৫,৬২,৫৭১.৬১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,১১,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ০৬ অফ ২০২৪-২৫/বিজিপি, তারিখ ঃ ২৫.১০.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/ভাগলপুর, ইশাচকের নিকটে, পুলিশ লাইন থানার পশ্চাতে, ভাগলপুর-ভাগলপুর, পিন-৮১২০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং ঃ বিজিপি০৬ অফ ২০২৪-২৫ (ওপেন)। কাজের নাম ঃ ডেপুটি [illegible] টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ৮,০৫,৫০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ০৯ মাস। বন্ধের তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৪ বিকেল ৩টে। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

CON-67/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেসের লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৩/পিটি.III, তারিখ ২৮.১০.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১-এর মাধ্যমে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল-এর মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৬টি এসএলআর-এর ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। www.ireps.gov.in-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। এই ই-নিলামের জন্য দরপ্রস্তাব www.ireps.gov.in-এর ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। ই-নিলামে অংশ নিতে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারও গ্রহণ করতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিশদঃ অকশন ক্যাটালগ নং পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৪-XIবি। ট্রেন ঃ ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৬টি এসএলআর। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১১.১১.২০২৪ দুপুর ১টা।

HWH-375/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.- 12 (2024-25) Memo no. 3896/BDO, dated-24/10/2024 & eNIT No- 13 (2024-25) Memo no. 533/PS, dated- 28.10.2024 of Block Development officer & Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 12/11/2024. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of west Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO
&
E.O
Blg. PS

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৯৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের চেষ্টাতে চাকরি পেয়ে আনন্দ। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। **বৃষ :** দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কোনও প্রকল্প আজ চালু করতে পারেন। পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **মিথুন :** গাড়ি খুব সাবধানে চালান। সাংসারিক খরচ বাড়বে। **কর্কট :** প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। **সিংহ :** কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ। **কন্যা :** পেটের কারণে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ থাকবে। বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। **তুলা :** নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য সারাদিন ব্যস্ততায় কাটবে। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** বাড়ির কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বাবার পরামর্শে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন। **ধনু :** ব্যবসা নিয়ে আজ নতুন চিন্তাভাবনা। বোনের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে। **মকর :** আগুন ও বিদ্যুৎ থেকে সাবধান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসা পাবেন। **কুম্ভ :** কম খাওয়ার চেষ্টা করুন। কেউ অকারণেই অপমান করতে পারে। **মীন :** সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৩ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৮ কার্তিক, ৩০ অক্টোবর ২০২৪, ১৩ কাতি, সংবৎ ১৩ কার্তিক বদি, ২৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৫, অঃ ৪।৫৮। বুধবার, ত্রয়োদশী দিবা ১।১। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১০।২৪ বৈধৃতিযোগ দিবা ১০।৪১। বণিজকরণ দিবা ১।১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।১৫ গতে শকুনিকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১০।২৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১।১ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৩৩ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৩ গতে ৪।৯ মধ্যে। যাত্রা – নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্দশীর সপিণ্ডন। দিবা ১।১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ১।১ গতে ভূতচতুর্দশীকৃত্য। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মা-কে সাজাচ্ছেন মা।।

শিলিগুড়ির সূর্যনগর মাঠের কাছে। মঙ্গলবার। ছবি : অরিন্দম চন্দ

সব জেনেও মুখে কুলুপ কর্তৃপক্ষের

আবাসনে জুয়ার আসর মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আবাসন দখল করে বসছে জুয়ার ঠেক। সেখানে ছুটছে মদের ফোয়ারা। অভিযোগ, জুয়া থেকে ওঠা লক্ষ লক্ষ টাকার কিছু অংশ ক্যাম্পাসের কালীপুজোর খরচ হিসেবে দেওয়া হয়। বাকি টাকা কয়েকজনের মধ্যে ভাগ হয়। অভিযোগ, সবকিছু জেনেও কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চুপচাপ বসে রয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'হাসপাতাল চত্বরে কোনও পুজোর অনুমতি আমরা দিইনি। জুয়ার খবর পেয়েই পুলিশকে জানানো হয়েছে।'

কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার বক্তব্য, 'চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের আবাসনে জুয়ার আসর বসার অভিযোগ আমার কাছেও এসেছে। আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করবে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'পুলিশ অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই আবাসনে অভিযান চালাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বেশ কিছু আবাসন দীর্ঘদিন ধরে জবরদখল হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের আবাসনগুলির অধিকাংশই বহিরাগতদের দখলে। অভিযোগ, অনেক আবাসনেই দীর্ঘদিন ধরে মদ ও জুয়ার আসর সহ অন্য অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। হাসপাতাল কর্তাদের বক্তব্য, আবাসনগুলি দখলমুক্ত করতে একাধিকবার তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কোনও নির্দেশ না আসায় ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। তবে, অসামাজিক কাজকর্ম যে চলছে, তা স্বীকার করেছেন হাসপাতাল সুপার।

হাসপাতালের প্রসূতি বহির্বিভাগ সংলগ্ন নতুন তৈরি কোভিড ব্লকের (বর্তমানে আইসোলেশন বিভাগ) উলটো দিকে একটি কালীপুজো হচ্ছে। হাসপাতালের গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের উদ্যোগে এই পুজো হয়। অভিযোগ, পুজোর খরচ জোগানোর বাহানায় বহিরাগতদের এনে প্রতিদিন আবাসনে জুয়ার আসর বসানো হচ্ছে। সেখানে জুয়ার পাশাপাশি মদের আসরও বসছে। একইভাবে মেডিকেল কলেজের মর্গের রাস্তায় একটি আবাসন দখল করে সেখানেও মদ, জুয়ার আসর বসানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অথচ সবকিছু জেনেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে পুলিশ- সকলেই চুপ। হাসপাতাল চত্বরে পুজোর অনুমতি দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কলেজ অধ্যক্ষ এই পুজো দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে বলে দাবি করলেও সুপারের বক্তব্য, 'হাসপাতালের ভিতরে কীভাবে পুজো হচ্ছে জানি না। আমরা এই পুজোর কোনও অনুমতি দিইনি।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে প্যান্ডেল লাগোয়া এই আবাসনে জুয়ার আসর বসছে।

শব্দবাজি নিয়ে সচেতনতা প্রাথমিক স্কুলে

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শব্দবাজির ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করলেন শিক্ষকরা। দীপাবলি উপলক্ষ্যে সাজোসাজো রব শহরজুড়ে। দেদার বিকোচ্ছে শব্দবাজি। শব্দবাজি পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর, সেই সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি প্রদীপ কিংবা মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসবে শামিল হওয়ার পরামর্শ দিলেন দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা।

মঙ্গলবার ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বলেন, 'উৎসবে আনন্দে মেতে উঠতে চায় সবাই। কিন্তু দীপাবলির সময় ছোটরা না বুঝে হাতে বাজি ফাটিয়ে জখম হয়। তারা যাতে বাজি না ফাটায়, সেই ব্যাপারে সচেতন করা হয়েছে।' আরও বললেন, 'কেন বাজি ফাটানোর পরিবর্তে প্রদীপ কিংবা মোমবাতি জ্বালিয়ে আলোর উৎসবে শামিল হওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও বোঝানো হয়েছে পড়ুয়াদের।'

পরিবারের সঙ্গে মোমবাতি কিংবা প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়ুয়ারা যাতে আনন্দে মেতে ওঠে, সেই ব্যাপারে এদিন লেকটাউন প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা জানান, শব্দবাজি কীভাবে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী এবং ভুল করে হাতে ফেটে গেলে তা কতটা ভয়ানক হতে পারে, তা নিয়ে পড়ুয়াদের বোঝানো খুব দরকার।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় জানিয়েছেন, প্রাকদীপাবলি পর্বে পড়ুয়াদের সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে স্কুলগুলি।

হাতির হানায় মৃত্যু জওয়ানের

বাগডোগরা, ২৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল সেনা জওয়ানের। বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানিয়েছেন, মৃত কৌশল ছেত্রী মণিপুরে কর্মরত ছিলেন। এদিন সন্ধ্যায় সামরিক বিভাগের ফাইভ এফওডি ইউনিটের পিছনে বন বিভাগের ত্রিহানা ব্লকের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় হাতি হামলা চালায় ওই জওয়ানের ওপর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জওয়ানের। বাগডোগরা থানার পুলিশ এবং বনকর্মীরা গিয়ে দেহ উদ্ধার করেন। পুলিশ জানিয়েছে, বাগডোগরার কাছে গঙ্গারামের বাসিন্দা ছিলেন কৌশল।

খাসজমি পুনরুদ্ধারে নামবে জেলা প্রশাসন

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : দখল হয়ে যাওয়া খাসজমি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের রিভিউ মিটিং হয়। সেখানে মহকুমা এলাকার বিভিন্ন ব্লকে খাসজমি দখল হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। অভিযোগ, নকশালবাড়ির সেবদেল্লাজোত, উত্তর বাগডোগরা, মাটিগাড়া, শিবমন্দির সহ বেশ কিছু জায়গায় খাসজমি দখল করে খতিয়ান বের করা হয়েছে। এই সমস্ত কিছু নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সেই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন জেলা শাসক।

> যে খাসজমিগুলি সম্ভব, সেগুলি দ্রুত এক নম্বর খতিয়ানে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে জেলা শাসক নির্দেশ দিয়েছেন। বেশ কিছু জায়গায় খাসজমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসন পদক্ষেপ করছে।
>
> -আনন্দ ঘোষ *সভাপতি, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি*

এদিন বৈঠকে ছিলেন নকশালবাড়ির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ। তিনি বলেন, 'যে খাসজমিগুলি সম্ভব, সেগুলিকে দ্রুত এক নম্বর খতিয়ানে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে জেলা শাসক নির্দেশ দিয়েছেন। বেশ কিছু জায়গায় খাসজমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসন পদক্ষেপ করছে।'

নদীতে বেআইনিভাবে খনন নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। বালাসন, মহানন্দায় অবৈধ খননের অভিযোগ উঠছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু জেলা প্রশাসনের তরফে তা বন্ধ করার ব্যাপারে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। এতে প্রশাসনের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অবৈধ নদীখনন বন্ধ করার বিষয়টি দেখার জন্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক।

মহকুমার চারটি ব্লকে অনেকজনকে পাট্টা দেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। সে বিষয়ে আনন্দ বলেন, 'দ্রুত সমীক্ষা করে যাতে পাট্টা দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। আবাস যোজনার সমীক্ষা ৩০ অক্টোবর শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই বিষয়টি দেখে নিয়ে পাট্টা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।' পাশাপাশি জাতীয় সড়ক নির্মাণের কারণে যাঁদের ভিটেমাটি ছাড়তে হয়েছে, তাঁদের দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে।

রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ প্রধাননগরে

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছে হিন্দি সুরক্ষা সমিতি। এবার তাদের প্রথম বর্ষের পুজো। প্রথমবারেই পুজোর বাজেট ১২ লক্ষ টাকা। প্রধাননগরের বাঘা যতীন কলোনিতে ইতিমধ্যেই তোরজোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষকে রাম মন্দির দর্শন করানোর পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের প্রচারের লক্ষ্যে এই থিম। মাথাভাঙ্গা থেকে শিল্পীরা এসে মণ্ডপ তৈরি করছেন। প্রতিমা শিল্পী শিলিগুড়ির। পুজো উপলক্ষ্যে ভারতীয় পুরাণ নিয়ে একদিন ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা পবন সরকার বলেন, 'আমরা প্রতিবছর কালীপুজোয় অন্য জায়গায় প্রতিমা দর্শনে বের হই। তবে এবার প্রধাননগরে এত ভালো পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। তাই আমরা প্রচণ্ড উৎসাহী।' শহরের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই এই পুজোর ফেস্টুন, বোর্ড লাগানো হয়েছে। উদ্যোক্তা অর্ণব সরকারের কথায়, 'এটা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আশা করছি মানুষের এই উদ্যোগ ভালো লাগবে।'

যুব সংঘের থিম পুতুলনাচ

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অক্টোবর : বিধাননগরে একাধিক বড় বাজেটের কালীপুজো হতে চলেছে। এর মধ্যে অন্যতম যুব সংঘের পুজো। ১০ লক্ষ টাকা বাজেট রয়েছে এবছরের পুজোয়। সেইসঙ্গে প্রতি বছরের মতো এবারও চারদিন বাউল সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুল মাঠে সাতদিনব্যাপী মেলা বসবে।

ক্লাবের সভাপতি কাজল ঘোষ বলেন, '৬৪তম বর্ষে পা দিতে চলেছে এই পুজো। এবছর হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ এলাকার পুতুলনাচ তুলে ধরা হচ্ছে মণ্ডপসজ্জায়।' বাউল কমিটির সম্পাদক শংকর সরকার জানিয়েছেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাউল উৎসব হবে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসবে।

অন্যদিকে, বিধাননগরের সুকান্তপল্লিতে ৩৪তম বর্ষে পা দিতে চলেছে নীহারিকা সংঘের কালীপুজো। পুজো কমিটির সভাপতি শিবেশ ভৌমিক জানিয়েছেন, মণ্ডপসজ্জায় থাকবে বাঁশের নানা কারুকার্য।

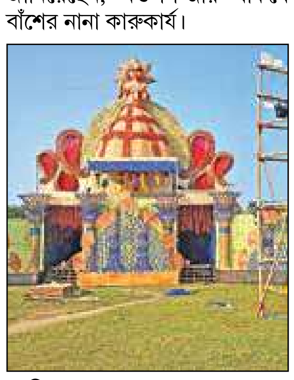

বিধাননগরে যুব সংঘের মণ্ডপ।

কয়েকদিন বাদে ছটপুজো। ডালা তৈরির ব্যস্ততা ময়নাগুড়িতে। মঙ্গলবার। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

হাসপাতালে ভাঙা কল, তীব্র জলকষ্ট

ইসলামপুর, ২৯ অক্টোবর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পানীয় জল পরিষেবা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভেঙেছে হাসপাতালের সামনে থাকা জলের ট্যাপকলের মাথা। ফলে ট্যাংকে এখন আর জল ভরা যাচ্ছে না। চিকিৎসা করাতে আসা রোগী এবং তাঁর পরিজনরা আশপাশের দোকান থেকে জল কিনে খাচ্ছেন।

এই পরিস্থিতির জন্য সংলগ্ন হোটেল এবং ফাস্ট ফুড বিক্রেতাদের দায়ী করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'হাসপাতালের বাইরে যে জলের প্ল্যান্ট রয়েছে, সেখানে হোটেলের বাসনপত্র ধোয়া হয়। বারবার টানাহ্যাঁচড়ার ফলে ট্যাপকলের মাথা ভেঙে যাচ্ছে। পূর্ত দপ্তরকে এব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। প্ল্যান্টটি ঠিক করার পাশাপাশি লোহার জাল লাগাতে বলা হয় তাদের। যাতে জল নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বোতল অথবা গ্লাস ব্যবহার করা যায়।'

কয়েকবছর আগে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে হাসপাতালের ভেতরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলেও সেটা এমন জায়গায় বসানো হয়েছে যে, রোগী বা তাঁদের পরিজনদের সহজে নজর পড়ে না। যাঁরা এ সম্পর্কে জানেন না, তাঁরা বাইরে এসে জলের খোঁজ করছেন।

মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি বিহার থেকেও এখানে অনেকে আসেন চিকিৎসা করাতে। অনেককে ভর্তি থাকতে হয়। পরিস্রুত পানীয় জলের সুব্যবস্থা না থাকায় বিপাকে পড়েন তাঁরা। রামগঞ্জের বাসিন্দা ইসিলা খাতুনের কথায়, 'আমার শাশুড়ি হাসপাতালে ভর্তি। পানীয় জলের বন্দোবস্ত নেই। তাই কিনে খাচ্ছি। খুব সমস্যা হয় সকলের। কর্তৃপক্ষ যদি এই ইস্যুতে নজর দেয়, তবে উপকার হবে আমাদের।' জয়নাল আলি নামে আরেকজন বললেন, 'মেয়েকে ভর্তি রেখে বাইরে জল কিনতে এসেছি। রোজ এজন্য ১০০ টাকা খরচ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সমাধান প্রয়োজন।'

বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে চিঠি

বালাসনের পাশে অবৈধ ক্র্যাশার

বাগডোগরা, ২৯ অক্টোবর : ইকো সেনসিটিভ জোন হিসেবে চিহ্নিত লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত ধিমাল সংসদের ৪ নম্বর নয়াবস্তিতে বালাসনের পাশে অবৈধভাবে ক্র্যাশার বসানোর অভিযোগ উঠল। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধিমাল সংসদের সদস্য শিবলপ সিংহ মঙ্গলবার জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও, বাগডোগরা থানা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়ে ক্র্যাশার বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। শিবলপের অভিযোগ, প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নদীর পাশে ক্র্যাশার বসানো হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, গত কয়েকমাস ধরে ক্র্যাশারটি এভাবে রয়েছে, অথচ কারও নজরে পড়ছে না? গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমার কাছে এনওসির জন্য কেউ কোনও আবেদন করেনি।'

বিডিও প্রণব চট্টরাজের কথায়, 'অভিযোগ পেয়েছি। আমি বিএলঅ্যান্ডএলআরও-কে জানিয়েছি। তিনি ক্র্যাশারের নথি চেয়ে পাঠিয়েছেন। গোটা বিষয়টি তিনি তদন্ত করবেন।' এদিকে বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস বলেছেন, 'নতুন করে কোনও ক্র্যাশার বসানোর অনুমতি দেওয়া হবে না।'

এদিকে শিবলপের অভিযোগ, 'যেখানে ক্র্যাশার বসানো হয়েছে, সেই এলাকাটি ইকো সেনসিটিভ জোন হিসাবে চিহ্নিত। মাটিগাড়ার এক ব্যক্তি সেখানে ক্র্যাশার বসিয়েছেন। ওই এলাকায় বসতি রয়েছে। রয়েছে স্কুল। এখানে নদী থেকে বোল্ডার তুলে গুঁড়ো করলে পরিবেশ এবং মানবজীবনে ভয়ানক প্রভাব পড়বে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি এর আগেও প্রশাসচিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হয়নি। তাই আবার চিঠি দিলাম।' পার্শ্ববর্তী তারাবাড়িতেও একটি ক্র্যাশার চলছে। সেখানকার বাসিন্দা সন্তোষ সিংহ বলছেন, 'বালাসন থেকে বোল্ডার এনে ক্র্যাশারে ভেঙে ডাম্পারে পাচার করে। অনেকদিন ধরে এই কারবার চলছে। তারাবাড়িতে দুজন পার্টনার মিলে ক্র্যাশার চালাচ্ছে। এনওসি নেওয়া হয়নি বলেই জানি।'

জেলার খেলা

দপ্তর পেল ক্রীড়া পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাপূরণ হল। মঙ্গলবার মহকুমা পরিষদের ভবন চত্বরে ক্রীড়া পর্ষদ নিজেদের দপ্তর পেল। উদ্বোধন করলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। নতুন ভবন পাওয়ার পরই ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য ঘোষণা করলেন, 'পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললে সভাধিপতি কাপ ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করব আমরা। বিদ্যালয় পর্যায়েই এই দুই প্রতিযোগিতা ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে আয়োজন করা হবে। সভাধিপতি সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।' এদিন দপ্তর উদ্বোধনের পরই ক্রীড়া পর্ষদের কর্মকর্তারা সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন রায়, ডিআই রাজীব প্রামাণিক প্রমুখের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতা আয়োজন নিয়ে আলোচনায় বসেন।

সভাধিপতি কাপ নিয়ে আলোচনা।

ডোনিলের ৫৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : আন্তঃজেলা টি২০ ক্রিকেটে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি বিকাশ ৭ উইকেটে জলপাইগুড়ি রাইনোসোরার্সকে হারিয়েছে। সিউড়িতে টসে হেরে জলপাইগুড়ি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। গোকুল রায় ৩৫ রান করেন। ভাস্কর রায়ের অবদান ১৯। রাজকমল প্রসাদ ১২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সোনুকুমার সিং (৪৪/২)। জবাবে শিলিগুড়ি ১৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ডোনিল দত্ত ৩৪ বলে অপরাজিত ৫৬ রান করেন। অধিনায়ক রাজকমলের অবদান ২১। বুধবার বীরভূমের বিরুদ্ধে জিতলে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যাবে শিলিগুড়ি।

বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অক্টোবর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে একটি ট্র্যাক্টর আটক করল পুলিশ। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুরে চেঙ্গা নদী থেকে বালি তোলা হচ্ছিল। সেই সময় ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ হানা দিতেই চালক ট্র্যাক্টর ফেলে পালায়। ট্র্যাক্টরে বালি বোঝাই করা হয়েছিল। সেটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। মামলা রুজু করার পাশাপাশি চালকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

ক্ষোভ বাড়ছে চোপড়ার কয়েকটি এলাকায়

জল জীবন মিশনে ঢিলেমি

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৯ অক্টোবর : জল জীবন মিশন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে চোপড়ায়। ২০২৪ সালের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা থাকলেও ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় প্রকল্পের কাজ বিশবাঁও জলে। এদিকে, জমিজটের কারণে মাঝিয়ালি ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও কাজ শুরু করা যায়নি। পিএইচই দপ্তর সূত্রে খবর, জমি চিহ্নিত করা হলেও পরবর্তীতে স্থানীয়ভাবে জমি বদল নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। পরিষেবা তো দূরের কথা এলাকার অধিকাংশ জায়গায় পাইপলাইনের কাজ বাকি রয়েই গিয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দপ্তরের তরফে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কিছু কাজের ক্ষেত্রে সময় বাড়তে পারে। এদিকে, পানীয় জল তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে পাইপলাইনের কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার বাড়ি বাড়ি ট্যাপকল বসলেও পরিষেবা অমিল।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ মণ্ডলের বক্তব্য, 'জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজে কিছু জায়গায় টেকনিকালি সমস্যা হচ্ছে। সমাধানের চেষ্টা চলছে।'

সদর চোপড়া এলাকার বাসিন্দা কমল রায় বলেন, 'মাসতিনেক আগে পাইপ পাতা হয়েছে, তবে এখনও পরিষেবা মেলেনি।' সাধুরামগছ গ্রামের বাসিন্দা গীতা সিংহের কথায়, 'বাড়িতে ট্যাপকল থাকলেও জল পড়ছে না।' কুমোরটুলি এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ রফিকের অভিযোগ, 'অত্যন্ত ধীরগতিতে কাজ হওয়ায় এখনও অর্ধেক লোকের বাড়িতে পাইপলাইন পৌঁছায়নি।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলছেন, 'পিএইচই-র কাজে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এধরনের সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছে।' চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির তরফে জানানো হয়েছে, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে দুটি ও জেলা পরিষদের অধীনে একটি পাম্পের কাজ শুরু হয়েছে।

চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনেশ্বর মাঝি বলেন, 'এলাকায় একাধিক জলাধার রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমানের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক জায়গায় জলাধার ও পাম্প রয়েছে। কিন্তু কোথাও ঠিকঠাকভাবে পরিষেবা মিলছে না। বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের স্থানীয় অফিসে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

চোপড়ায় জলের পাইপ পাতা হচ্ছে।

কারখানায় বাজি তৈরির পরিমাণ কম

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ অক্টোবর : একরাশ হতাশা বুকে নিয়ে এবছর তুবড়ি ও রংমশাল তৈরিতে ইতি টানলেন উত্তরবঙ্গের একমাত্র বাজি কারখানার শ্রমিকরা। চিকন সিং, মহম্মদ আবুল, শিউলি মণ্ডলদের জন্যে এবার আলোর উৎসব যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন।

গতবছর 'গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকারস' অর্থাৎ সবুজ বাজির নির্দেশ আসে। সেই অনুযায়ী অনুমোদনের জটিলতা কাটিয়ে সরকারি নির্দেশিকা মেনে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাতিরামজোতের এই কারখানায় বাজি তৈরি শুরু হয়। এবছর প্রায় তিন সপ্তাহে সামান্য পরিমাণ বাজি তৈরি হয়েছে বলে খবর।

হাতেগোনা কয়েকজন শ্রমিক মিলে এই বাজি তৈরি করেছেন বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে। সেখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজি সরবরাহ করা যাবে না বলে জানালেন লিউসিপাকড়ি সংলগ্ন ওই বাজি কারখানার কর্ণধার জয়ন্ত সিংহ রায়। তাঁর কথায়, 'মজুত করার জায়গার অভাবে অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে সামান্য পরিমাণ সবুজ বাজি তৈরি করা হয়েছে।'

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একাধিক নিয়মের কারণে কারখানায় বেশি পরিমাণে বাজি তৈরি করা যায়নি। বিগত বছরগুলোতে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এবছর কাজ পাননি। ফলে আলোর উৎসবের নেপথ্যে থাকা কারিগরদের দিন কাটছে আঁধারেই।

মন ভার শ্রমিকদের

হাতিরামজোতের কারখানায় শেষদিন বাজি তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা।

কারখানার শ্রমিক চিকন বলেন, 'বাজি মজুত করার জায়গা নেই। মঙ্গলবার অবধি বাজি তৈরি হয়েছে। মালিকপক্ষ আপাতত কাজ বন্ধ রাখছে।' কারখানা সূত্রের খবর, যতটুকু বাজি এ বছর গত কয়েক সপ্তাহে তৈরি হয়েছে, সমস্তটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিছু বাজি রয়েছে সেগুলি জায়গার অভাবে শুকোনো যায়নি। অবশিষ্ট বাজি শুকিয়ে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এদিন বিষণ্ন মনে ঘরে ফিরেছেন শ্রমিকরা।

কর্ণধার জয়ন্ত বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার কালীপুজো। এখন বাজি বানালে আর বিক্রি করা যাবে না। সে কারণে আর বাজি তৈরি করা হবে না।' ১৯৯৮ সালে হাতিরামজোতে ওই কারাখানা শুরু হয়। মূলত গ্রামের মহিলারা বাজি তৈরি করতেন। তাঁরা বছরের এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। কিন্তু এবছর তাঁদের মুখে একটুও হাসি নেই।

বুধবার, ১৩ কার্তিক ১৪৩১, ৩০ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৬০ সংখ্যা

দীপাবলিতেও কত আঁধার

আলো চাই, আলো! এ প্রার্থনা সর্বব্যাপী। জীবনে আঁধার অনেক। দীপাবলি আসন্ন। আলোর উৎসব। বর্ণময় ছটার উদযাপনের সময় সমাগত। জীবনের আলো কোথায়? সেই যে চিকিৎসক-কন্যাটি হারিয়ে গেলেন। তাঁর খুনের বিচার এখন আইন-আদালতের জালে জড়িয়ে। খুনি কে? কত না বিভ্রম! পরিকল্পিত খুনের ধারণা ছড়াল। যাতে একের বেশি লোক না জড়িত থাকলে সম্ভব নয়। সিবিআইয়ের চার্জশিটে মাত্র একজনের নাম। কলকাতা পুলিশের ইঙ্গিত তাই ছিল।

শোকে, ক্ষোভে অনেকে উৎসব থেকে দূরে থাকার পণ করলেন। কারও আবার মনগত ইচ্ছা হল, উৎসবে থাকব, বিদ্রোহেও। সময় শোকের ওপর আস্তরণ ফেলে। নাজিম হিকমতের কবিতায়, মানুষের শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর। বিদ্রোহের ওপরেও আস্তরণ পড়ল। লক্ষ্যচ্যুতির আস্তরণ। বিভ্রান্তির মায়াজালে ফিকে হল প্রতিবাদ। অসন্তুষ্টির প্রতিকার না হলেও অনশন উঠে গেল। আন্দোলনের চরম পর্যায় অনশন। তা সরে গেলে লড়াই মার খায় বৈকি!

কেউ জেদ ধরে বলতেই পারেন, রাজপথেই আছি। বিদ্রোহ শেষ হয়নি। চলতেই থাকবে। আজ এখানে মিছিল, কাল সেখানে অনশন। কিংবা বাড়ি বাড়ি জ্বালাও আলো। শুধু তাতে কি ধরিত্রীতে আলো জ্বলবে? প্রশ্নগুলি কুরে-কুরে খায়। অনেক স্লোগান, দৃপ্ত প্রত্যয় শোনা গেল। আর আরজি করের আঁধার নয়। এবার আলো জ্বেলে দাও। স্লোগান দিলেই কি মনের আঁধার ঘোচে। ঘুচল না!

আরজি করের পর কুলতলি হল, পটাশপুর হল, শিলিগুড়ি হল, জয়গাঁ হল। প্রতিবাদে লাগাম পরতে শুরু করেছে। কল্যাণী মেডিকেলে প্রতিবাদ কনভেনশনের অনুমতি মেলেনি। সদ্য জয়গাঁর মহিলারা আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের দপ্তরে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। জমায়েত হল আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে। মিছিল আর হল না। শাসকের অপছন্দ যে। তৃণমূলের আপত্তিতে ভেস্তে গেল প্রতিবাদ। মহিলারা ফিরলেন জয়গাঁয়। হতাশায় নিভে গেল আলো জ্বালানোর সম্ভাবনা।

তবুও আলোর মরীচিকার পিছনে ছোটার বিরাম নেই। আলো ছড়াচ্ছে ধনতেরাস। স্বর্ণমূল্য আকাশছোঁয়া। তাতে সোনা কেনায় ভাটা নেই। স্বর্ণবিপণীর লোভনীয় ছাড়ের বিজ্ঞাপন চতুর্দিকে। কোথায় শোক! কোথায় ন্যায়বিচারের জন্য দৃঢ় সংকল্প, মনন! ভোগের আয়োজনকে আলো বলে বিভ্রম বোধ করছি আমরা। সোনার পাশাপাশি ধনতেরাসে ঝাঁটার কদর থাকে। কিন্তু মনের আবর্জনা সাফাইয়ে ঝাড়ু দেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়ে না। মনে জমে থাকে কুসংস্কার, নারীর অমর্যাদা, অন্ধ ক্ষমতালিপ্সা, সংকীর্ণতা। মনের জঞ্জালের দীর্ঘ তালিকা।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা না পুড়িয়ে আলো জ্বালানোর উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। চারদিকে দীপাবলির আয়োজন। ধনতেরাসের স্বর্ণচ্ছটায় বৈভবের প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। পুঁজির কৌশল, শাসকের ইচ্ছায় রকমারি প্রদীপ জ্বলে উঠবে। যে প্রদীপের নীচে ঘন, গাঢ় অন্ধকার। হিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতা, ব্যক্তি কিংবা অনৈতিকতার স্বার্থের আঁধার ছেয়ে আছে দিকে দিকে। মশাল মিছিল হচ্ছে অনেক। সেই মশালের আগুনে সংকীর্ণতা, অন্যায়কে পুড়িয়ে মারার লক্ষ্যটাই শুধু থাকছে না।

মশালের আগুনের আলোয় ভালো ছবির প্রদর্শনী যেন বড় লক্ষ্য হয়ে উঠছে। মিছিল শেষে ফিরে গেলে মশালের সাময়িক আগুনের মতো মনের বিদ্রোহ মিইয়ে যায়। লক্ষ্য ভুলে কখনও মিছিল গিয়ে উপস্থিত হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। কখনও সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে গায়ের জ্বালা মেটানোর উদযাপন চলে। তাতে আর যাই হোক মনের অন্ধকার ঘোচে না।

জীবনের উজ্জ্বল তারারা থেকে যায় অনেক আলোকবর্ষ দূরে। যতই আলো জ্বালানো হোক, দীপাবলি সেই তারাদের কাছে আনতে পারছে না। হাজার আলোর রোশনাইয়েও ষড়রিপুর আঁধার থেকে মুক্তির পথ অজানা। ঝাঁটা হাতে ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের আনাচকানাচে জমে থাকা আবর্জনা সাফাই করতে পারলেই শুধু সার্থক উদযাপন হবে ধনতেরাসের, দীপাবলির।

অমৃতধারা

যা মানুষকে সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি ও মুক্তিলাভ সমর্থ করে তা-ই ধর্ম। সাধারণ লোকের ধর্ম বলে যা বিশ্বাস করে ও মেনে চলে – সেসবের মধ্যে ধর্মের আসল ভাব নেই। ওসব হচ্ছে কতকগুলো যুক্তিহীন প্রথা ও আচার নিয়ম। সাধারণ লোকেদের মধ্যে আসল ধর্ম নেই- আছে ধর্মের নামে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও দলাদলি। ধর্ম ও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা কখনোই এক জিনিস নয়। ধর্ম হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করা। সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসের নামে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচার-নিয়মে অভিভূত হয়ে থাকা। ধর্মকে জানতে হলে চাই ষোলআনা সাধন-ভজন। মনের ভেতরে কুভাব, কুচিন্তা, হিংসা থাকলে ধর্মলাভ শুধু কথার কথা। সত্য ও অসত্য গোঁজামিল দিয়ে ধর্ম হয় না।

—শ্রীশ্রী স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

উপনির্বাচনে জোটে কংগ্রেস থাকলে ভালো হত। তবে কংগ্রেসের সভাপতি পালটেছে। তাদের সঙ্গে যে আলোচনা শুরুর কথা ছিল, সেটা খাপে খাপ হয়নি। ঠিক সময়ে দান খেলতে হত, একটু দেরি হয়েছে। এখানে কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই। ভবিষ্যতে আমরা একসঙ্গে আবার লড়তে পারি।

- মহম্মদ সেলিম

ভাইরাল

এগিয়ে যাওয়াই জীবন। বিশেষভাবে সক্ষম এক ডেলিভারি বয়ের ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। পরনে লাল শার্ট, চোখে চশমা। স্কুটি চালিয়ে খাবার ডেলিভারি করছেন। ডেলিভারি বয়ের দুটো হাতই নেই। তা সত্ত্বেও স্কুটি নিয়ে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন খাবার। মুগ্ধ নেটনাগরিকরা।

আজ

১৮৮৭

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন দিয়েগো মারাদোনা।

সোজা-সাপটা

দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন। ৫৫ শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়াবাড়ি। অসুস্থ শরীর, তা সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর জন্য মন কাঁদছিল তাঁর। ঠাকুর জেদ ধরলেন। অমাবস্যার রাতে তিনি কালীপুজো করবেন। কিন্তু কেমন মূর্তি কেনা হবে, কীভাবে মায়ের পুজো হবে, সে ব্যাপারে তিনি একেবারেই চুপ।

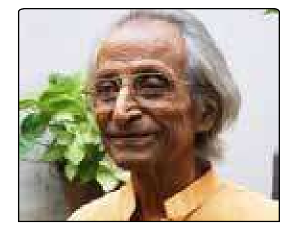

কালীপুজোয় নিজেকেই পুজো করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ?

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

‘রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারণ বিচিন্ত্য’- এই মন্ত্রে পূজারি চতুর্দিকে জল ছড়ালেন। আসনে যে পূজারি বসে আছেন তিনি সামান্য নন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। অঙ্গন্যাস করন্যাস পুজোর সমস্ত অঙ্গ তিনি একে একে সম্পন্ন করছেন। সাধারণের থেকে তফাত এই- শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন তাঁর সর্ব অঙ্গে সমস্ত মন্ত্রবর্ণ যথাযথ স্থানে উজ্জ্বল অগ্নিরেখায় ফুটে উঠেছে। দেখছেন সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথে ধীরে ধীরে সহস্রারের দিকে উঠছে।

ঠাকুরের একান্ত অনুরাগী ভাগিনেয় হৃদয় আড়াল থেকে দেখছেন মাতুলের পুজো। মন্দিরের আরও অনেকে আছেন। তাঁদের গা ছমছম করছে, ভয় করছে। আসনে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে তখন আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে অদ্ভুত একটা তেজ, অদ্ভুত একটা তাপ, অদ্ভুত একটা জ্যোতি বেরোচ্ছে।

মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হল দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণের দাদা রামকুমার হলেন প্রথম পূজারি। কয়েক মাসের মধ্যেই মথুরবাবু ধরে ফেললেন তরুণ গদাধরকে। সদাই ভাবে বিভোর। কারও ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসতে চান না। শুধু দেখেন, বাগান, ফুল, গঙ্গা, মন্দির। মথুরবাবু বললেন, তুমি হবে মায়ের বেশকার। তুমি শিল্পী, কবি, ভাবুক।

তখনও পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে এইটুকুই চেনা গেছে, ধরা গেছে। রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মায়ের মন্দিরের পূজারি। আর রামকুমার নিলেন রাধাগোবিন্দের অপেক্ষাকৃত সহজ পুজোর ভার। গদাধর দাদার কাছে কালীপুজো শিখেছিলেন। ‘রামকুমার তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রী কালিকামাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পুজো প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ওই রূপে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্তব্য তাহা অচিরে শিখিয়া লইলেন।’ শাক্ত দীক্ষা না নিলে দেবীপুজোর অধিকারী হওয়া যায় না। প্রবীণ শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে শক্তিমন্ত্রে যথাবিহিত দীক্ষা দিলেন। সাধক ভট্টাচার্য মহাশয় কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে থাকতেন। মথুরবাবু ও রামকুমারের পরিচিত। কালীবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। সম্মানিত ব্যক্তি। কানে বীজমন্ত্র পড়ামাত্রই গদাধর সমাহিত। গুরু সেই দিন এই বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্য সাধারণ মানুষ নন।

গদাধর মায়ের পূজারি হলেন। বিধিসম্মত পুজোর আড়াল থেকে প্রকাশিত হতে থাকল অলৌকিক পুজো। চাল-কলা-বাঁধা পুরোহিতরা সে পুজোর মর্ম বুঝবেন না। সে পুজো বিধি মানে না। ভাবের পথে চলে। পাষাণ প্রতিমা জীবন্ত হয়। বেদি থেকে নেমে এসে সাধকের সঙ্গে খেলা করেন। কথা বলেন। আবদার করেন। গদাধর মায়ের নাকের কাছে তুলো ধরে দেখেছেন, শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। মথুরবাবু, রানি রাসমণি বুঝে গেলেন, মায়ের কৃপায় মন্দিরে এক মহাসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। তন্ত্রমন্ত্রের অক্ষরমালা ছেড়ে মা বেরিয়ে আসবেন। কালী, ভয়ংকরী, রহস্যময়ী- এই ভয়, এই ভীতি ভেঙে যাবে। অনন্তের বিস্তৃত অঙ্গনে জীবকে মায়াপাশে বেঁধে জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলছেন অনন্ত-রূপিণী কালী। গদাধর গান গাইছেন, ‘কে জানে মা কালী কেমন/ ষড়দর্শনে না পায় দরশন।’ গদাধর গাইছেন, ‘মা ত্বং হি তারা- কুড়ি থেকে পঞ্চাশ- তিরিশ বছরের একটি জীবন বেরিয়ে এল, যার মধ্যে গোটানো রইল ‘তিন কাল’। সর্বকালের ‘শব-সাধনা’ নয় ‘সব-সাধনা’র একটি ‘কমপ্যাক্ট ডিস্ক’ তৈরি হল পঞ্চবটীতে এই সাধকের সাধনায়।

মথুরবাবু বললেন, বাবা, আমি যে তোমাকে চিনেছি- তুমিই শিব, তুমিই কালী, আমি তোমার সাধক। বৈধী পুজো তোমাকে আর করতে হবে না। কালীপুজো নয়, কালী-সাধো। তোমার সাধনায় লেগে থাকুক আমাদের ছিন্ন চিহ্ন। তুমি স্টিমার আমরা ‘গাধাবোট’। মায়ের মন্দিরে পূজারি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই রামতারক। তাঁর আরেক নাম হল হলধারী। হলধারী একদিন সন্ধ্যা করতে বসেছেন। হঠাৎ দেখছেন, মা ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন-‘আমার পূজা তোকে করতে হবে না, করলে সেবাপরাধে তোর ছেলের মৃত্যু হবে।’ হলধারী ভাবলেন, এ তাঁর মাথার খেয়াল। এই দর্শন, এই সাবধানবাণীকে তিনি পাত্তা দিলেন না। পুজো যেমন করছিলেন, সেই রকমই করতে লাগলেন। হঠাৎ দেশ থেকে এল পুত্রের মৃত্যুসংবাদ। তিনি মায়ের পুজো ছেড়ে শ্রীশ্রী রাধাকান্তের পুজোয় চলে এলেন। বলতে লাগলেন, কালী তামসী, তমোগুণময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণকেও সেকথা বললেন। ঠাকুর খুব দুঃখ পেলেন। ছুটলেন, কালীঘরে মায়ের কাছে। মা কালী তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন, খেলা করতেন, মান-অভিমান করতেন, আদর-আবদার করতেন।

ঠাকুর মাকে বলছেন, দু’চোখ জলে ভরা, মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সে তোকে তমোগুণময়ী বলে, তুই কি সত্যিই তাই?

মা হাসলেন, বুঝিয়ে দিলেন তাঁর স্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটছেন, কোথায় সেই হলধারী! ওই যে বসে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাঁধে চেপে বসলেন, তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব- ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী। হলধারী বিষ্ণুঘরে পুজোর আসনে বসেছিলেন, তিনি দেখছেন গদাধর নয়, স্বয়ং মা কালী তাঁর কাঁধে চেপেছেন। তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

‘১৮ অক্টোবর, ১৮৮৪। শনিবার। আজ কালীপূজা। রাত আটটা। মাস্টারমশাই মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করছেন। উদ্যানমাঝে মাঝে মাঝে দীপ- দেবমন্দির আলোকে সুশোভিত। মাঝে মাঝে রোশনচৌকি বাজিতেছে। কর্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরের এই স্থান হইতে ওই স্থানে যাতায়াত করিতেছেন। গ্রাম হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা বহু সংখ্যক লোক ঠাকুর দর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে।’

বিকেলে নাটমন্দিরের চণ্ডীর গান হল- রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর। ছোট খাটটিতে বেশ গুছিয়ে বসে আছেন। নহবতে মা রয়েছেন। আলোর মালায় ঘেরা। মানুষের স্রোত বইছে। ঠাকুরের সামনে মেঝেতে বসে আছেন ভক্তমণ্ডলী। সারাটা বিকেল চণ্ডীর গান শুনছেন, সেই গানের রেশ মাথায় ঘুরছে।

একটু একটু করে আরও গান, আরও আরও গান। দেবালয়ে ব্যস্ত পুজোর আয়োজন। মধ্যরাত এগিয়ে আসছে, এদিকে ঠাকুরের ভাব জমছে। প্রেমানন্দে নাচছেন আর গাইছেন কমলাকান্তের গান, মজল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।

রাত এগারোটা। মহানিশা। মিশকালো আকাশ। কালোর দাপটে তারারাও ক্ষীণপ্রভ। জোয়ার এসেছে। গঙ্গা তরতরিয়ে ছুটছে উত্তরমুখো। নিঃশব্দে আলোয় উদ্যান, গঙ্গার ধার, মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁঝাঁ করছে। এত আলো, এত মানুষ, তবু কেমন যেন সব থমথমে। তীরের আলো তরতরে গঙ্গায় পড়ে চপলা হয়েছে।

আর কয়েক মিনিট পরেই বারোটা বাজবে। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল পূজারির সাজে ঘরে এলেন। আজকের পূজারি তিনি। স্মৃতি ভিড় করে আসছে। মথুর নেই। মথুরের সময় আরও বোলবোলা ছিল। আরও আলো, যাত্রা, গান। বড় বড় লুচি, কচুরি, দই, মিষ্টি, পায়েস।

সেবার মনে আছে। মথুর বনহুগলির এক ব্রাহ্মণকে তন্ত্রসাধক হওয়ার জন্য বলেছিলেন। তিনি এলেন রাত এগারোটায়। মথুর রেগে গিয়ে বললেন, ক’টার সময় আসার কথা ছিল! ব্রাহ্মণ বললেন, আমি তিনটে কালীপুজো সেরে এলুম তো, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

মথুর ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা! শুনছ, এ মাকে বলে কিনা তিনটে! টে! মা আমার টে?

তাকে পুজো করতে দিলেন না মথুর। পাওনা দিয়ে বিদায় করে দিলেন। সেবার তন্ত্রসাধক হল হৃদয়।

রামলাল ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন- তবে আমি আসি!

ঠাকুর বললেন, ওঁ কালী, ওঁ কালী। সাবধানে পুজো কোরো। সাবধানে, খুব সাবধানে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে ঠাকুরের এইবার বিদায় নেবার পালা। শেষ পুজো। রামলাল পূজারি, ঠাকুর দর্শক। ওই আসন, ঘণ্টা, কোষাকুষি, পঞ্চপ্রদীপ, চামর কত নেড়েছেন, ঘুরিয়েছেন তিনি।

এইবার বলির সময়।

সুস্নাতে, মাল্যভূষিত ছাগশিশু হাড়িকাঠের সামনে মৃদু মৃদু ডাক ছাড়ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে চলেছেন নিজের ঘরে। বলির দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না।

৬ নভেম্বর, ১৮৮৫। শুক্রবার। দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন। ৫৫ শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়াবাড়ি। গলার রোগ ধরার পরে সেই বাড়িতে আনা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে। চিকিৎসার জন্য। অসুস্থ শরীর, তা সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর জন্য মন কাঁদছিল তাঁর। ঠাকুর জেদ ধরলেন। অমাবস্যার রাতে তিনি কালীপুজো করবেন। কিন্তু কেমন মূর্তি কেনা হবে, কীভাবে মায়ের পুজো হবে, সে ব্যাপারে তিনি একেবারেই চুপ। সন্ধে থেকে নিজের বিছানাতেই বসে।

স্থান শ্যামপুকুর বাটী। সব আয়োজন সমাপ্ত। ভক্তগণ বিমূঢ়। পট কোথায়? ঘট কোথায়? প্রতিমা কোথায়? ভক্তরা চিন্তায়। শরৎ, শশী, রাম দত্ত, গিরিশ ঘোষ, চুনিলাল, মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্ত, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন- সবার মন আনচান। গিরিশ ঘোষরা ঠিক করলেন ঠাকুরকেই কালীজ্ঞানে পুজো করবেন। ধ্যানস্থ ঠাকুরকে সামনে রেখেই শুরু হল পুজো। অঞ্জলি দেওয়ার মুহূর্তে ভাবসমাধি থেকে জেগে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভবতারিণীর মতোই তখন তাঁর দু’হাতে বর ও অভয় মুদ্রা। স্তম্ভিত ভক্তমণ্ডলী। এ যে অলৌকিক রূপ! ঠাকুরের ‘বরাভয় লীলা’। আসনে উপবিষ্ট পূজারি শ্রীরামকৃষ্ণ। নিজেকেই নিজে পুজো করছেন।

পূজ্য পূজক এক হল।

কালীর ছেলে কালী হল।

কালকে পরাস্ত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

জনমন জনমত

নারীর প্রতি মর্যাদার শিক্ষা

নারীকে সম্মান, শ্রদ্ধা করার অভ্যাস তৈরি করতে হয় বাড়িতেই। একদিনে তৈরি হয় না। মনে রপ্ত করলে এটা মানুষের ব্যবহারে আসে। ছোটবেলা থেকে সন্তানদের সেই শিক্ষা দিলে মেয়েদের উপর নির্যাতনে লাগাম পরানো যেতে পারে। এই ভাবনা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে এই সংক্রান্ত বিষয় থাকা দরকার।

খবরের কাগজ খুললেই ধর্ষণের মতো জঘন্য খবর পড়তে হচ্ছে। মেয়েদের যেমন সম্মান দেওয়া হয় না, তেমনই মেয়েরাও অনেক সময় নিজেদের শক্তির কথা ভুলে যায়। তাছাড়া হাতে হাতে মোবাইলের কারণে ফেসবুক, ইউটিউব বাহিত অশালীন ভিডিও ছেলেমেয়ে উভয়ের মগজকে প্রভাবিত করছে। নারী-নির্যাতন বাড়ার এটাও একটা কারণ। শুধু মোমবাতি জ্বেলে রাত দখল করলে ধর্ষণ-হত্যার মতো এই ভয়ংকর ব্যাধি দূর হবে না। দোষীদের ফাঁসি দিলেই মেয়েটার যে ক্ষতি হয়, তা তো পূরণ হবে না।

সাম্প্রতিককালে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁয় যে ঘটনা ঘটল, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। নিন্দা করার ভাষা নেই। কিন্তু ঘটনা হল, এরকম পরিস্থিতি দেশজুড়ে অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে। বাংলার বিভিন্ন শহরে, ভারতেরও বিভিন্ন শহরে। এর কি কোনও শেষ নেই? এই প্রশ্নটা বারবার ভাবিয়ে তুলছে আমাদের।

উত্তম দে রায়
চৌপথি, আলিপুরদুয়ার।

বাজিতে পশুপাখির বিপদ বাড়াবেন না

বাঙালিয়ানায় উৎসবের সমারোহ লেগেই থাকে। বারো মাসে তেরো পার্বণ বাক্যবন্ধে আমরা তাই সবাই পরিচিত। দেখতে দেখতে চলে এল সেই তেরো পার্বণের অন্যতম দীপাবলি ও কালীপুজো। দীপাবলি মানে আলোর উৎসব। কালীপুজোয় বাজি-পটকা ফাটানো। উৎসবে আনন্দ সবসময় কাম্য। কিন্তু কিছু অবিবেচক মানুষের কারণে অনেক সময়ে করুণ পরিণতি হয় পথকুকুর, বিড়াল ও পাখিদের। অনেকে আনন্দে এইসময়ে রাস্তায় মাত্রাহীন শব্দে বাজি-পটকা ফাটান। কেউ কেউ আবার পটকায় আগুন লাগিয়ে ছুড়ে দেন পথকুকুরদের গায়ে।

অবোলা প্রাণীরা এই শব্দবাজিতে ভয় পেয়ে যায়। পালিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে চায় বা খাওয়া ছেড়ে দেয়। কখনো-কখনো সমস্যাটি তাদের পক্ষে প্রাণঘাতী হয়। অথচ তাদের কী দোষ বলুন! পশুপ্রেমীরা ও প্রশাসন অনেক সময় সচেতনতার কর্মসূচি করে। কিন্তু কিছু কিছু বিবেকহীন মানুষ তাতে কর্ণপাত করে না। কারও আনন্দ এভাবে হয় না। মানুষ অন্যান্য প্রাণীর নিরানন্দের কারণ হয়ে ওঠে যা একেবারে কাম্য নয়।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

অবাধে পাখি শিকার বরুণা গ্রামে

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে পাখি শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিছু উঠতি বয়সের ছেলে হামেশা দল বেঁধে কালিয়াগঞ্জের বরুণা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিলওয়ালপুর এলাকায় গুলতি দিয়ে যথেচ্ছ ডাহুক, ঘুঘু, কানা বক ইত্যাদি শিকার করে চলেছে। ওইসব পাখির মাংস চড়া দামে বিক্রি করছে হোটেল ও রেস্তোরাঁয়! এরকম বেপরোয়া পাখি শিকারে জীববৈচিত্র্যের বিনাশ ঘটছে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। পাখি শিকারিদের কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বন দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার মনে হয় এই ধরনের ছবি শুধু কালিয়াগঞ্জের নয়, অন্য অনেক শহরেই দেখা যায়। রায়গঞ্জে কুলিক পক্ষীনিবাসে প্রচুর লোক আসে। তারা বিশ্রি ধারণা নিয়ে ফেরে।

ভীমনারায়ণ মিত্র,
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

গরিবকে খাদ্য জোগানোর প্রকল্প

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে ইসকন মন্দির শহরের অন্যতম বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান। এই মন্দিরে হামেশাই কোনও না কোনও উৎসব চোখে পড়ে। যেখানে শুধু স্থানীয় বা দেশের নয়, বিদেশের ভক্তসমাগম হয়। এই মন্দিরে নিষ্ঠার দৃশ্যে সত্যিই মন জুড়োয়। যেটা সবসময় চোখে পড়ে না, সেরকম একটা পরিষেবা একদিন চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হল। পরিষেবাটির নাম ‘ফুড ফর লাইফ’। ওই কর্মসূচিতে সপ্তাহে একদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানের জাতিধর্মনির্বিশেষে আড়াইশো থেকে তিনশো গরিব মানুষের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে থাকে ইসকন। এজন্য মন্দিরে আগত জনসাধারণের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি ইসকন কর্তৃপক্ষ ‘ফুড ফর লাইফ’-এর কার্যক্রমের আরও প্রসার ঘটিয়েছে। শিলিগুড়িতে ইসকনের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষের অনেক উপকার হয় পরিষেবায়।

যিশুতোষ সেন
ইসকন রোড, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭৪

পাশাপাশি : ২। পড়াশোনার উদ্দেশ্যে যে বাড়িতে পড়ুয়ারা থাকে ৫। বড়া খাওয়ার উপযুক্ত পটলের পাতা ৬। ধর্মাচরণের আড়ালে ভক্ত ব্যক্তি ৮। গণিতের অনুপাত, দুর্গও হতে পারে ৯। স্ত্রী বা পত্নী, সহধর্মিণী ১১। গোরু তাড়াবার মোটা লাঠি ১৩। যে মালভূমি পৃথিবী ছাদ ১৪। খুব বিপদে বা সংকটে পড়া।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত তৈলাক্ত ২। রোদ-বৃষ্টিতে যে আচ্ছাদন মাথার ওপর থাকে ৩। কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হয়ে আচরণ ৪। চড়াই পাখি ৬। আকারে একেবারে ছোট নয় ৭। ধ্রুপদ গানের তাল ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। চোয়াল ও চিবুকের লোম ১০। কর্ণের পালক পিতা ১১। পা রাখার জায়গা ১২। রেশম ও তুলো মিশিয়ে তৈরি বস্ত্র ১৩। নদীর কিনারা।

সমাধান ■ ৩৯৭৩

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। চিতল ৯। দিকচক্রবাল ১২। সামন্ত ১৩। পিচকিরি।

উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। চিল ৮। লশকরি ৯। দিৎসা ১০। চক্রান্ত ১১। বাতাপি।

বিন্দুবিসর্গ

ভোটের মুখে ফের রামভক্ত মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : ঢাকঢোল পিটিয়ে অযোধ্যার অর্ধসমাপ্ত মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেও ভোটে কলকে পাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অযোধ্যা যে কেন্দ্রের অন্তর্গত সেই ফৈজাবাদ লোকসভা আসনে এবার ইন্ডিয়া জোট সমর্থিত সপা প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। তারপর থেকে রামলালার নাম খুব একটা শোনা যায়নি মোদি কিংবা বিজেপির শীর্ষনেতাদের মুখে। কিন্তু মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোট এবং উত্তরপ্রদেশের উপনির্বাচনের আগে ফের নিজের রামভক্ত অবতার হাজির করলেন মোদি। মঙ্গলবার রোজগার মেলায় চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আপনাদের সবাইকে ধনতেরাসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর দু-দিন পরই দীপাবলি। এবারের দীপাবলি একটু স্পেশাল। ৫০০ বছর পর ভগবান রাম অযোধ্যায় তাঁর দিব্যমন্দিরে বিরাজ করছেন। ওই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম দীপাবলি উদযাপন। অযোধ্যায় এবারও প্রতিবারের মতো ধুমধামের সঙ্গে দীপোৎবের আয়োজন করা হচ্ছে। ৩০ অক্টোবর গোটা শহরকে ২৫ লক্ষ মাটির প্রদীপ দিয়ে আলোকিত করে তোলা হবে। মায়ানমার, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবেন।

প্যালেস্তাইনকে সাহায্য ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : এক বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে প্যালেস্তাইনের। ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪৩ হাজার মানুষের। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পাশে দাঁড়াতে ফের মানবিক সাহায্য পাঠাল ভারত।

সোমবার সকালে প্রায় ৩০ টন জীবনদায়ী ওষুধ সহ ক্যানসার প্রতিরোধকারী একাধিক সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। বাদ যায়নি শুকনো খাবারও।

মঙ্গলবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, 'প্যালেস্তাইনের মানুষের পাশে সবসময় রয়েছে ভারত। আপাতত ৩০ টন ওষুধ রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ কর্মসূচি সংস্থার মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। আশা করি, এই ওষুধ তাঁদের কাজে লাগবে।'

এলওসিতে দেওয়ালি পালন সেনাদের। কাশ্মীরে। - এএফপি

শেষের পথে ইন্দো-চিন সেনা প্রত্যাহার পর্ব

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) উত্তেজনা কমাতে সমঝোতায় পৌঁছেছে ভারত ও চিন। সেই সমঝোতা অনুযায়ী স্পর্শকাতর এলাকাগুলি থেকে সেনা প্রত্যাহার করছে দুই দেশ। সূত্রের খবর, সেই প্রক্রিয়া এখন শেষের পথে। ইতিমধ্যে পূর্ব লাদাখের ডেপসাং ও ডেমচেক থেকে সরে গিয়েছে ভারতীয় এবং চিনা বাহিনী। সূত্রটি জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী ২৯ অক্টোবরের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শেষ করার কথা ছিল। সেই সময়সীমা মেনেই বাহিনী সরিয়ে নিয়েছে দু-পক্ষ।

হামলায় হত ৩৪

জেরুজালেম, ২৯ অক্টোবর : পশ্চিম এশিয়ার প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ইজরায়েল মঙ্গলবার ভোরে উত্তর গাজায় এক আবাসিক ভবনে হামলা চালায়। তাতে মারা গিয়েছেন অন্তত পক্ষে ৩৪ জন। মৃতদের বেশিরভাগ মহিলা ও শিশু। একটি সূত্র জানিয়েছে, পাঁচ তলার ভবনটিতে বাস্তুচ্যুত প্যালেস্তিনীয়রা আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ঘটনায় ইজরায়েলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কয়েক দিন আগে বেইত লাহিয়াতেও আক্রমণ হেনেছে আইডিএফ।

উৎসব দুই ছবি, দুই প্রজন্ম

বৃন্দাবনে রঙ্গোলিতে মগ্ন বিধবারা। নীচে, কলকাতায় হ্যালোউইনের সাজে তরুণী। - পিটিআই ও আবির চৌধুরী

আজ ফের সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান

আরেকটি সংগঠন জুনিয়ার ডাক্তারদের

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচার চেয়ে এবং নিজেদের সরকারপন্থী একমাত্র সংগঠন বলে দাবি করল 'প্রোগ্রেসিভ জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন' বা পিজেডিএ। একইসঙ্গে গত শনিবার 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন' নামে জুনিয়ার ডাক্তারদের নতুন যে সংগঠনের জন্ম হয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁরা। ওই সংগঠনকে 'থ্রেট কালচার'-এ অভিযুক্তদের সংগঠন বলেও মন্তব্য করা হয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের পর জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট' তৈরি করে। শনিবার জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন' নামে পালটা একটি সংগঠন তৈরি করে।

নতুন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল ঋতুপর্ণা কয়াল জানান, ২০১৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে 'প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন' বা পিডিএ'র জন্ম হয়। তার জুনিয়ার ডাক্তার শাখা হল এই 'প্রোগ্রেসিভ জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'। ঋতুপর্ণার দাবি, একমাত্র পিডিএ'কেই সরকারপন্থী সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে তাঁরা বলেন, পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ডাক্তারদের আন্দোলন পুলিশ দিয়ে তুলিয়ে দিয়েছিলেন। ওড়িশায় নার্সদের বিরুদ্ধে এসমা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসব না করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। আন্দোলনরত জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ, অভয়ার মৃত্যু নিয়ে আন্দোলনকে হাত করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছে ওই সংগঠন। বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলিকেও একহাত নিয়েছেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া, মিম তৈরি করার তীব্র নিন্দা করেন। জানানো হয়, খুব শীঘ্রই ধর্মতলায় একটি প্রতিবাদ সভা করা হবে। সেই সমাবেশ থেকেই আগামী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এ বিষয়ে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষে ডাক্তার আরিফ আহমেদ লস্কর বলেন, 'এই সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের পার্থক্য হল, এই সংগঠনের সদস্যরা আসেন বিভিন্ন হাসপাতালের জিবি বৈঠকের মাধ্যমে। এটি অরাজনৈতিক সংগঠন।' তিনি জানান, বুধবার সিবিআই তদন্তে ঢিলেমির প্রতিবাদে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত এক মশাল মিছিল করা হবে ফ্রন্টের ডাকে। পিজেডিএকে ফ্রন্টের 'বি' টিম বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শ্রীশ চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, 'ফ্রন্টের টাকাতেই এই সংগঠন তৈরি হয়েছে।' তার পালটা পিজেডিএ'র পক্ষে ডাক্তার রৌনক হাজারি বলেন, 'অ্যাসোসিয়েশনের জন্মের বহু আগেই আমাদের সংগঠন তৈরি হয়েছিল।'

একনজরে

বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১২

জয়পুর, ২৯ অক্টোবর : যাত্রীবাহী বাস কালভার্টে ধাক্কা খাওয়ায় অন্ততপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হল। ২০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে রাজস্থানের সিকর জেলার লক্ষ্মণগড়ে ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের লক্ষ্মণগড়ের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের সুপার ১২ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। বাসটি সালাসর থেকে লক্ষ্মণগড়ে যাচ্ছিল।

বাজিমেলায় জখম ৫৪

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ অক্টোবর : কেরলের নীলেশ্বরমের কাছে একটি মন্দিরে আতশবাজি প্রদর্শনীর সময় বাজির গুদামে আগুন লেগে আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। এই ঘটনায় ১৫৪ জনেরও বেশি মানুষ জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত দশজনের অবস্থা সংকটজনক।

বিমানে বোমাতঙ্ক

নাগপুর, ২৯ অক্টোবর : ভুয়ো হুমকিবার্তা পাঠিয়ে দেশের বিমান পরিষেবাকে অস্থির করার চেষ্টা চলছেই। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সেই তদন্তের সূত্র ধরে মঙ্গলবার একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, জগদীশ উকি নামে ওই ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত একটি বইয়ের লেখক। এর আগেও তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

শা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবিবারই উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল সীমান্তে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। জেলায় ১৩ নভেম্বর দুটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন রয়েছে। আদর্শ আচরণবিধি চলাকালীন এই অনুষ্ঠান বিধি লঙ্ঘন করেছে বলে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানাল তৃণমূল। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এই নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে চিঠি দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রে নবাবি জল্পনা

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর : রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর এনসিপির নেতা নবাব মালিককে ঘিরে হঠাৎ জল্পনা ছড়াল মহারাষ্ট্রের রাজ্য রাজনীতিতে। মঙ্গলবার তিনি মানখুর্দ শিবাজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি মনোনয়ন জমা দেন। একটি এনসিপি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী)-র প্রার্থী হিসেবে, অপরটি নির্দল হিসেবে। পরে অবশ্য নবাব দাবি করেন, তিনিই এনসিপির প্রার্থী। অজিত পাওয়ার, প্রফুল প্যাটেল এবং সুনীল তৎকারেকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।

রাগার নিশানায় মোদানি

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচকে ঘিরে যাবতীয় অভিযোগের আড়ালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শিল্পপতি গৌতম আদানির ঘনিষ্ঠ আঁতাতের অভিযোগে আরও একবার শান দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। আদানিগোষ্ঠী, সেবির মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপির মধ্যে বিপজ্জনক আঁতাতের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এখন দেশে মোনোপলি বাঁচাও সিন্ডিকেট চলছে।

এদিন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বুচ কাণ্ডে তৃতীয় দফার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন রাহুল। সেখানে কংগ্রেসের মিডিয়া এবং পাবলিসিটি দপ্তরের প্রধান পবন খেরার সঙ্গে আদানিগোষ্ঠীর সংস্থা আদানি ডিফেন্স কীভাবে বিদেশি অস্ত্রকে শুধুমাত্র নতুন নাম দিয়ে দেশে আমদানি করে কোটি কোটি টাকা আয় করছে, সেই সম্পর্কে কথা বলেছেন রায়বেরেলির সাংসদ।

জোটের রাস্তা বন্ধ করলেন না সেলিম

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন। এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়নি সিপিএমের। তবে সিপিআইএমএল(লিবারেশন) ও আইএসএফের সঙ্গে আসনরফা করে লড়াই করছে বামেরা। তবে কংগ্রেস যেমন সিপিএমের সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে জোটের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়নি, তেমনই সিপিএমও জোট নিয়ে ভবিষ্যতে আশার কথা শুনিয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জোট না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'জোটে কংগ্রেস থাকলে ভালো হত। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি বদল হয়েছে। দায়িত্বে নতুন একজন এসেছেন। যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। তাছাড়া দেরিও হয়ে গিয়েছিল। ফলে আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় মেলেনি।' তবে ভবিষ্যতে যে জোটের সম্ভাবনা রয়েছে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে সেলিম বলেন, 'এখানে কোনও ভুল বোঝাবুঝি নেই। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের কথা হয়েছে। আগামী দিনে যাতে আমরা একসঙ্গে লড়াই করতে পারি, সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই করা হবে।'

আগেই কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে জোটের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়নি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'বামেরা যেমন ইন্ডিয়া জোটে আছে, তেমনই তৃণমূলও আছে। অতীতে আমাদের সঙ্গে বামেদের জোট হয়েছিল। এবার হয়নি। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য একটাই, বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও লড়াই করে তাদের হারানো। সেই প্রয়োজনে বামেদের সঙ্গে ভবিষ্যতে জোট হবে না, তা বলতে পারা যায় না।' কংগ্রেস অবশ্য উপনির্বাচনেও শেষ মুহূর্তে জোটের চেষ্টা চালিয়েছিল। কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপালের নির্দেশে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে সিপিএমের সঙ্গে সিপিআইএমএল(লিবারেশন) ও আইএসএফের আসনরফা প্রায় চূড়ান্ত। তাই সেই জোট আর এগোয়নি। নতুন প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অবশ্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে রণংদেহি মূর্তি এখনও দেখাননি। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাই তখন তৃণমূলও কংগ্রেসকে যতটা আক্রমণ শানিয়েছে এখন তুলনামূলকভাবে অনেক নরম তারা।

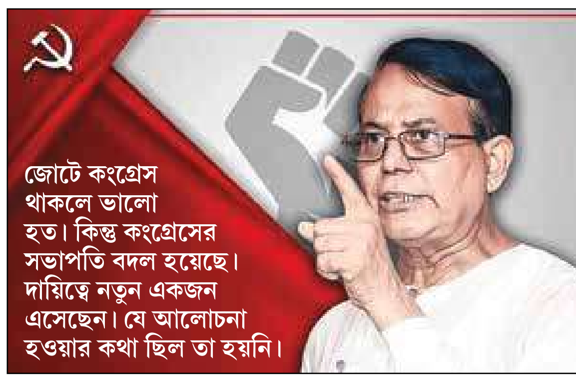

এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে রুখতে কংগ্রেস বামেদের ওপর কতটা ভরসা রাখবে তা নিয়েও সন্দিহান অনেকেই। কিন্তু প্রকাশ্যে কংগ্রেস ও সিপিএমের শীর্ষনেতৃত্ব ভবিষ্যতে জোটের রাস্তা বন্ধ করতে রাজি নন।

গ্লাভসে রক্ত নেই, জানালেন হাসপাতাল সুপার

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : আরজি করের ট্রমা কেয়ার বিভাগে রক্তমাখা গ্লাভস নিয়ে কিছুদিন আগেই শোরগোল তুলেছিলেন জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের ডাক্তাররা। মঙ্গলবার হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় জানান, গ্লাভসে যে লাল দাগ মিলেছিল তা রক্তের নয়। হাসপাতালের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের গবেষণাগারে পরীক্ষার পর তার প্রমাণ মিলেছে। তবে ওই লাল দাগ কীসের তা জানতে গ্লাভস দুটিকে ফরেন্সিক বিভাগের গবেষণাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

নির্যাতিতার মৃত্যুর তদন্তের দাবি করে জুনিয়ার ডাক্তারদের ফ্রন্ট প্রথমদিন থেকেই আন্দোলনে নেমেছেন। হাসপাতালের অনিয়ম নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ তাঁদের। এরই মধ্যে ইন্টার্ন ডাক্তার দেবারুণ সরকার এক এইচআইভি রোগীর রক্তপরীক্ষার সময় গ্লাভস চাওয়ায় তাঁকে ওই রক্তমাখা গ্লাভস দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে ধর্মতলার অনশনমঞ্চেও তীব্র ধিক্কার জানান আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তাররা। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। এরপরেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বায়োকেমিস্ট্রি গবেষণাগারে সেটি পরীক্ষার জন্য পাঠান। সেই রিপোর্টের ফলই এদিন জানান হাসপাতাল সুপার।

বিচারকের সঙ্গে হাতাহাতি আইনজীবীর

লখনউ, ২৯ অক্টোবর : জামিনের আবেদন নিয়ে বচসা। বচসা থেকে হাতাহাতি, ভাঙচুর, লাঠিচার্জের ঘটনায় মঙ্গলবার রণক্ষেত্র হয়ে উঠল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের জেলা দায়রা আদালত।

মঙ্গলবার একটি জামিনের আবেদন নিয়ে বিচারকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এক আইনজীবী। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আদালতের অন্যান্য আইনজীবী পৌঁছে যান বিচারকের চেম্বারে। বিক্ষোভ ও স্লোগানে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়।

অভিযোগ, বিচারককে ঘিরে ধরে মারমুখী হয়ে ওঠেন আইনজীবীরা। চেয়ার, টেবিল ভাঙচুর করা হয়। চলে ধস্তাধস্তি। এই সময় বিচারকের ফোন পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে পুলিশ। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিল না তারা। শেষে আরও পুলিশ ডাকা হয়। নামানো হয় আধাসেনাও।

চিকিৎসার নামে ধর্ষণ, ধৃত ডাক্তার

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : চিকিৎসার নামে দিনের পর দিন এক মহিলাকে ধর্ষণ করছিলেন ডাক্তার। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার অভিযুক্ত ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের বরুণহাটে। ধৃত ডাক্তারের নাম নুর আলম সর্দার। এক মহিলা অভিযুক্ত ডাক্তারের চেম্বারে চিকিৎসার জন্য যান। তখনই তাঁকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে ওই ডাক্তার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এমনকি সেই ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মহিলাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হয়।

চিকিৎসকদের 'বিড়াল' বললেন শুভেন্দু

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : 'আন্দোলন করা জুনিয়ার ডাক্তাররা আসলে বিড়াল। তাঁদের বাঘ বানিয়েছে প্রচারমাধ্যম।' সিজিও কমপ্লেক্সে অভিযানের ডাক দিয়েছে জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্ট। সেই প্রসঙ্গে এই মন্তব্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে সিবিআই-এর কাছে জবাব চাইতে বুধবার সিবিআই দপ্তরে অভিযান করবে জুনিয়ার ডাক্তাররা। সেই কর্মসূচিকে মঙ্গলবার তীব্র সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, 'সিজিও কমপ্লেক্সে অভিযান হোক কিন্তু নবান্ন অভিযান কবে হবে? সুপ্রিম কোর্টে অভিযানই বা কবে করবে ওরা? কিছু লোকের ব্যামো চেপেছে। টক শো'তে বসতে হবে। পরিচিতদের কাছে টিভির পর্দায় নিজেদের দেখাতে এসব করছে ওরা।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে প্রচারমাধ্যম বাড়াবাড়ি করেছে বলে এখন মনে হচ্ছে বিরোধী দলনেতার। সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'গত ২ মাসে বিড়ালকে বাঘ বানিয়ে দিয়েছেন, এত কাণ্ড করে ২ মাস ধরে ভস্মে ঘি ঢেলেছেন আপনারা।'

এখন জয়ের আশা দেখছেন না দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : বিজেপির 'চাণক্য' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সদ্য বঙ্গ বিজেপির নেতা-কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন। তবু রাজ্যের ৬টি বিধানসভার উপনির্বাচনে দলের জয়ের আশা দেখছেন না বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর ধারণা, লড়াই হবে সর্বত্রই, তবে তাতে দলের পক্ষে জয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব হবে না। দলের জয়ী আসন আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট আসনটিও এবার কতটা ধরে রাখা সম্ভব হবে, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি।

দলের দক্ষ সংগঠক দিলীপ সোমবার বলেন, 'লড়ব আমরা সব আসনেই। সেক্ষেত্রে দলের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা তো দরকার। সেটা কোথায়? রাজ্যস্তরে দলের নেতৃত্বের মধ্যে উপনির্বাচন নিয়ে এখনও কোনও বৈঠক হয়নি। দলের রাজ্যস্তরের পদাধিকারী নেতারা উপনির্বাচনের প্রচারের কর্মসূচি ঠিক করছেন। সেই অনুযায়ী জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই সূচিমতো আগামী ৫ ও ৬ নভেম্বর আমার উত্তরবঙ্গের সিতাই ও মাদারিহাটে দলের প্রার্থীর প্রচারে যাওয়ার কথা। ৭ নভেম্বর নৈহাটি ও ৮ নভেম্বর হাড়োয়ায় দলের প্রচারে যাব আমি। পরের দু'দিন মেদিনীপুরে প্রচারে থাকব।'

তাঁর পুরোনো বিধানসভা কেন্দ্র মেদিনীপুরে সব শেষে তাঁর প্রচার কেন? এই প্রশ্নে অবশ্য তাঁর সাফ জবাব, 'আরও তো সবাই আছেন। আমি তো মেদিনীপুরে মাঝেমধ্যেই যাই। নতুন করে আর কত প্রচার হবে? অন্যরাও যাচ্ছেন। আমিও যাব।' তবে দিলীপের গলায় যেন হতাশার সুর। আসলে বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে রদবদল নিয়ে দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়া কিছুটা তাঁকে হতাশার মধ্যেই রেখেছে। নিজেই জানিয়েছেন, 'এই নিয়ে সবাই অপেক্ষা করে রয়েছে অনেকদিন। পার্টিকেও তো তা ভাবতে হবে। অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কী হয়।'

দিলীপের এই প্রসঙ্গে মন্তব্য, 'দলকেন্দ্রিক নয়, বঙ্গ বিজেপি এখন নেতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। রাজ্য নেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে খামতি তো একটা রয়েছেই। পার্টির শীর্ষনেতৃত্বের মাথায় তা নিশ্চয়ই আছে। পার্টির ভালো তাঁরাই বুঝবেন। ব্যবস্থাও নেবেন আশা করছি আমরা।'

আবার রাজ্যের উপনির্বাচন প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে দিলীপ সোমবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, এমনিতে উপনির্বাচনে শাসকদল কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। যা মোকাবিলায় বিরোধীদের আরও বেশি সংঘবদ্ধ ভূমিকা দরকার। ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের পক্ষেই যা সম্ভব। আমাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ বিষয়ে খামতি একটা থেকেই গিয়েছে। উপনির্বাচনের ভোটে আমরা লড়ব ঠিকই, তবে সাফল্য কতটা আসবে তা নিয়ে সংশয় থেকে যায় বৈকি। মাদারিহাট আসন ধরে রাখতে লড়াই হবে জোর। আমরা তো লড়বই।

কলকাতার কালীপুজোর মণ্ডপেও আরজি করের নির্যাতিতার ছবি।

কেন্দ্রকে জমি না দেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : অনুপ্রবেশের জন্যই রাজ্যের জনবিন্যাস দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অথচ জেনেশুনে সীমান্ত সুরক্ষা ও অনুপ্রবেশ বন্ধে কোন উদ্যোগই নিচ্ছে না রাজ্য। মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের ৭২টি সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ বন্ধে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি দিচ্ছে না রাজ্য। তার ফলে অনুপ্রবেশ আটকানো যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে দ্রুত বদলে যাচ্ছে রাজ্যের জনবিন্যাস। শুভেন্দুর দাবি, বিগত বাম সরকারের আমলে এই বদল শুরু হলেও বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে তা আরও গতি পেয়েছে। এরই ফলে একসময় রাজ্যের মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের তিনটি জেলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত থাকলেও এখন তা বেড়ে হয়েছে ৯টি।

তবে শুভেন্দুর অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, সীমান্ত অনুপ্রবেশ আটকানো বিএসএফ - এর কাজ। বিএসএফ - কে পরিচালনা করে অমিত শা-র দপ্তর। রাজ্যের এতে কোন ভূমিকা নেই। জমির বিষয়টি দুই সরকারের বিষয়। এটা নিয়ে মাঠে - ময়দানে কথা বলে বাজার গরম করতে চাইছেন শুভেন্দু।

'সওয়াল' কল্যাণের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : ওয়াকফ বোর্ড ইস্যুতে জেপিসির তৃতীয় বৈঠকও শাসক-বিরোধী তরজায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সাসপেনশনের কারণে জেপিসির গত বৈঠকে ছিলেন না কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারের বৈঠকে অবশ্য উপস্থিত ছিলেন তিনি। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান অশ্বিনী কুমারের সংশোধনী বিল সমর্থনের তীব্র প্রতিবাদ জানান বিরোধী দলগুলি সাংসদেরা।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কটূক্তি এবং ব্যক্তিগত আক্রমণে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তাঁর দাবি, গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন, যা তাঁকে রাগিয়ে তোলে। বৈঠকের প্রথমদিকে জেপিসি সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল উপস্থিত ছিলেন না। পরে এসে তিনি গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন কল্যাণ।

সবচেয়ে মোটা মার্জারের মৃত্যু

মস্কো, ২৯ অক্টোবর : বিশ্বের সব থেকে মোটা বিড়াল ক্র্যাম্বসের ওজন বাড়তে বাড়তে ১৭ কিলোগ্রাম হয়ে যাওয়ায় তাকে ডায়েটিংয়ে রাখা হয়। শনিবার তার মৃত্যু হয়েছে। তার দেহ উদ্ধার হয়েছে রাশিয়ার এক

হাসপাতালের বেসমেন্ট থেকে। স্যুপ, হুইস্কি, বিস্কুটের সঙ্গে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পড়ে থাকা এঁটোকাঁটা এন্তার খেত ক্র্যাম্বস। এত খেয়ে তার মৃত্যু হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

শিবমন্দিরে থানার পুলিশি প্রস্তাব

পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্তে একমত স্থানীয় বাসিন্দারাও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : রাজ্যজুড়ে থানার এলাকা পুনর্বিন্যাসে জোর দিয়েছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে শিবমন্দির থানার দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবির প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এবার শিবমন্দিরের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কি না, তা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি অভ্যন্তরীণ হওয়ায় কেউ মন্তব্য করতে চাইছেন না।

এদিকে, পুলিশ মহল থেকে সাধারণ মানুষ- অধিকাংশের মতে, ‘শিবমন্দির থানা হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হবে।’ এক পুলিশকর্তার কথায়, ‘রাজ্যের কাছে প্রস্তাব দেওয়া রয়েছে। এখন দেখা যাক কী হয়।’

ভাস্কর ঘোষ নামে স্থানীয় ব্যবসায়ীর ব্যাখ্যায়, ‘যদি শিবমন্দির থানা হয়, তাহলে সেটা খুশির খবর। এখানকার জনসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। তাছাড়া সেতুতে সমস্যা হওয়ার পর থেকে মাটিগাড়া থানায় যাতায়াতে বাড়তি সময় খরচ হয়। থানা গঠন হলে সবদিক থেকে সুবিধা।’

কোন কোন জায়গা নিয়ে এই পরিকল্পনা? পুলিশ সূত্রে খবর, মূলত আঠারোখাইকে নিয়ে শিবমন্দির থানা তৈরির প্রস্তাব গিয়েছে উর্ধ্বতন মহলে। সেখানে কদমতলা এবং বাগডোগরার কিছু অংশও রাখা হয়েছে।

বিপাশা সিংহ রায় বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। এই ইস্যুতে তাঁর প্রতিক্রিয়া, ‘গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হলেও শিবমন্দির বিভিন্ন দিক দিয়ে এখন অনেক উন্নত। মল থেকে নার্সিংহোম, স্কুল সবই খুলেছে। তাই আলাদা থানা প্রয়োজন।’

কেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ মাটিগাড়া থানাকে ভেঙে আরেকটি তৈরি করতে চাইছে? আয়তনের দিক দিয়ে মাটিগাড়া থেকেও বড় থানা এলাকা রয়েছে। এর যুক্তিতে অবশ্য মাটিগাড়া থানা এলাকা দিনদিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে। কথা হচ্ছিল পুলিশের এক কর্তার সঙ্গে। বললেন, ‘ওই এলাকায় এখন একাধিক মল, নার্সিংহোম। এখানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। সবমিলিয়ে এটা এখন হাইপ্রোফাইল থানাগুলোর মধ্যে অন্যতম।’

বর্তমান পরিস্থিতিতে থানা এলাকার পুনর্বিন্যাস হলে নিরাপত্তাজনিত দিক দিয়ে আরও লাভ হবে বলে মনে করে পুলিশ-প্রশাসন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ভোরের আলো থানার নামও ছিল। সেটা আগে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হিউম্যান অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটসের ন্যাশনাল কনভেনার পিন্টু ভৌমিক বলছিলেন, ‘শিবমন্দির থানা ভীষণভাবে জরুরি। বিগত কয়েকবছরে বাইরে থেকে বহু মানুষ এখানে এসেছেন।

এদিকে, দিনদিন ক্রাইম বাড়ছে। আলাদা থানা হলে যে কোনওধরনের অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ।’

কতটা প্রয়োজন

- মূলত আঠারোখাইকে নিয়ে শিবমন্দির থানা তৈরির প্রস্তাব উর্ধ্বতন মহলে
- অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে কদমতলা, বাগডোগরার কিছু অংশ
- মাটিগাড়া থানা এলাকায় একাধিক মল, নার্সিংহোম আর স্কুল
- রয়েছে মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়

মঙ্গলবার জয়গাঁয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা।

ক্ষতিপূরণের কথায় বিক্ষোভ

জয়গাঁয় শিশু সুরক্ষা কমিশন

জয়গাঁ, ২৯ অক্টোবর : এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। গত অগাস্ট মাসের আরজি করের ঘটনার কথা কেউ ভোলেননি এখনও। সেই তরুণী চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করামাত্রই রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিল। মঙ্গলবার ঠিক সেটাই হল জয়গাঁর সেই নাবালিকার ক্ষেত্রেও। তবে এখানে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী নয়, ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস। তারপরেই শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ। সেইসঙ্গে স্থানীয়দের মুখে উঠে আসে সিবিআই তদন্তের দাবিও।

তুলিকা ও তাঁর সঙ্গে আসা উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এলাকা ছাড়ার আগেই স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সেই মেয়েটির প্রতিবেশীরা। তাতে এলাকার মহিলাদের পাশাপাশি শামিল হন স্থানীয় তরুণরাও। ‘১০ লক্ষ টাকা কখনোই একটা মেয়ের জীবনের দাম হতে পারে না।’ একটাই কথা শোনা গেল তাঁদের মুখে।

এদিন বিকেলে এলাকায় আসেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি ও পুলিশ। সেই ভিড় দেখে এক-এক করে এগিয়ে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। তখন থেকেই কানাঘুষো শুরু হয়ে যায়। স্থানীয়রা বলতে থাকেন, এই প্রতিনিধিরা এলে কিছুই হবে না। মেয়েটির পরিবার বিচার পাবে তো আদৌ? এসবের মাঝেই রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা, অনন্যা চক্রবর্তী ও পুলিশ ঢোকে মেয়েটির বাড়িতে। তাঁরা আধ ঘণ্টা ধরে কথা বলেন মেয়েটির মায়ের সঙ্গে। এরপর বেরিয়ে এসে চেয়ারপার্সন তুলিকা বলেন, ‘একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা হয়েছে। তার তদন্ত কেমন চলছে না চলছে, সেব্যাপারে রিপোর্ট নিতে এবং তা বিশ্লেষণ করতে আমরা এসেছি। নাবালিকার বাড়িতে এসে দেখলাম তার বাবা বিশেষভাবে সক্ষম। তাই তাঁর জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। নাবালিকার ভাইয়ের পড়াশোনায় সহযোগিতা করা হবে।’ আর তারপরেই তিনি বলেন, ‘রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী এমন ঘটনায় ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, সেটাও দেওয়া হবে।’

ব্যাস তারপরেই যেন আগুনে ঘি পড়ে। আরজি কর কাণ্ডের মতোই এখানেও ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথা শুনে খেপে ওঠেন এলাকাবাসী। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা চলেই যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁদের পেছনে পেছনে জটলা করতে শুরু করেন এলাকার মহিলারা। শুরু হয় বিক্ষোভ। মৃতা নির্যাতিতার এক প্রতিবেশী মহিলা বলেন, ‘সাত বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর খুন করা হল। তার জীবনের মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। এই টাকা দিয়ে দিলে কী মেয়েটির মা তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পাবেন? আমরা ক্ষতিপূরণ চাইনি। আমরা শুধু দোষীদের ফাঁসি চাই।’ যদিও এলাকা ছাড়ার সময় তুলিকা ও তাঁর দলবলকে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি।

জয়গাঁর এই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় এখনও অবধি ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত সেই মেয়েটিরই এক পারিবারিক বন্ধু, যাকে সে কাকু বলে ডাকত। গত সোমবার এলাকার মহিলারা প্রথমে ঠিক করেছিলেন আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে জমায়েত করে দোষীদের শাস্তির দাবি তুলবেন। যদিও তা ভেস্তে যায়। সেই ক্ষোভ এখনও মেটেনি তাঁদের।

স্থানীয়রা বলেন, পুলিশের উপর তাঁরা বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। পুলিশ বা প্রশাসন বা কোনও রাজনৈতিক দল কেন তাঁদের বিক্ষোভ আটকাবে? এদিনের জটলা থেকে সেই প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

সোনাদায় ধৃত ২ শ্রমিক নেতা

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : বন্ধ লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে অনশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সোনাদার দুই চা শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। বুধবার সোনাদার মার্গারেটস হোপ চা বাগানে তাঁদের প্রতীকী অনশনে বসার কথা। অভিযোগ, সেই অনশনকে ভেস্তে দিতে পুলিশ ওই দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করে। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা শমীক চক্রবর্তী বলেন, ‘সাদা পোশাকের পুলিশ শ্রমিক নেতা সুমিত দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ রাইকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের মঙ্গলবার রাতেই সোনাদা থেকে দার্জিলিংয়ে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। জোর করে পুলিশ আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে।’

দুই শ্রমিক নেতার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড রাতেই দার্জিলিং সদর থানায় উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ‘দুজনকে ছাড়া না হলে রাতভর থানার সামনে অবস্থান করব।’ যদিও আন্দোলনের নামে পাহাড়ের চা বাগান অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে পালটা অভিযোগ করেন জিটিএ’র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা। তাঁর কথায়, ‘লংভিউকে সামনে রেখে পাহাড়ের চা বাগানে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই কারণে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।’

কিশনগঞ্জে মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : ৮১০ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করল কিশনগঞ্জের আবগারি দপ্তর। মঙ্গলবার সকালে ৩২৭ই জাতীয় সড়কের গলগলিয়া আবগারি চেকপোস্টে একটি পিকআপ ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে ওই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় দুই মদ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম নন্দকিশোর সাহানি ও বিকাশ কুমার। তারা জেরায় জানিয়েছে, ওই মদ উত্তরবঙ্গের বিধাননগর থেকে বিহারে পাচার করা হচ্ছিল।

কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানা এলাকার ধনপুরা ফাঁড়ির পুলিশ মঙ্গলবার রাতে একটি ছোট চারচাকার গাড়ি থেকে ২৭৭ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্য সড়কে ধনপুরা গ্রামের কাছে নাকা চেকিং চলাকালীন একজন মদ পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।

গ্রেপ্তার এক

কিশনগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : কিশনগঞ্জে সেক্সটরশনের মামলায় অভিযুক্ত এক মহিলাকে মঙ্গলবার রামপুর চেকপোস্ট থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেক্সটরশনে অভিযুক্ত আরও একজন মহিলা ও পুরুষ এদিনই কিশনগঞ্জ আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। অন্য অভিযুক্তদের ধরতে এসআইটি অভিযান চালাচ্ছে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানিয়েছেন।

থ্রেট কালচারের প্রতিবাদে গণ কনভেনশন

মালদা, ২৯ অক্টোবর : গণ কনভেনশনে থ্রেট কালচারের প্রতিবাদ জানালেন কলকাতার চিকিৎসকরা। উঠে এল মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচনের ভয়ংকর স্মৃতি। রাজনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন চিকিৎসক বক্তারা।

মঙ্গলবার মালদা মেডিকেল কলেজের অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত হল গণ কনভেনশন। থ্রেট কালচারের ইতিহাস, রাজনৈতিক প্রভাব সহ নানা বিষয় উঠে এসেছে কনভেনশনে। আরজি করের বিচারের দাবিতে আগামীদিনে চিকিৎসকদের কণ্ঠস্বর আরও বাড়তে চলেছে, তা এদিনের অনুষ্ঠান থেকে স্পষ্ট।

এই গণ কনভেনশনে কলকাতা থেকে এসেছিলেন চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ, হীরালাল কোনার, অর্জুন দাশগুপ্ত, পবিত্র গোস্বামী, অর্ণব সেনগুপ্ত, অতিশ হালদার, রাজীব পান্ডে প্রমুখ। আরজি কর মেডিকেলের নৃশংস ঘটনার বিচারের দাবি সহ থ্রেট কালচারের প্রতিবাদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয় এই কনভেনশনে।

চিকিৎসক অর্জুন দাশগুপ্তের বক্তব্যে উঠে এসেছে মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচনে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলছেন, ‘শাসকদলের প্রার্থীদের জিতিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভোটের দিন থেকে শুরু করে গণনার দিনেও হুমকি, হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপরেই সন্দীপ ঘোষ, অভীক দে, বীরুপাক্ষের মতো লোকেদের আমরা চিনেছি। আমাদের হুমকি দিয়ে বদলি পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছিল। চারিদিকে থ্রেট কালচার ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে জুনিয়ার চিকিৎসকরা এই কালচার বন্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। আমরা সব সময় জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে আছি।’

চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণের বক্তব্য, ‘আজ বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধি এই কনভেনশনে যোগ দিয়েছেন। প্রায় আড়াই মাস ধরে যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে আজকের আলোচনা। জুনিয়ার ডাক্তার ফ্রন্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, আগামীকাল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের দপ্তর থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মশাল মিছিল আয়োজিত হবে। এই আন্দোলন এখন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ৮০টির বেশি সংগঠনকে নিয়ে আমরা অভয়া মঞ্চ তৈরি করেছি। এই অভয়া মঞ্চ জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে থাকবে।’

চাকা গড়াল না মিতালির

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : মিতালি এক্সপ্রেসের চাকা আপাতত গড়াচ্ছে না। মঙ্গলবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশে ট্রেনটির রওনা দেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে বুধবার ট্রেনটি এনজেপি থেকে ছাড়বে না। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে এদিন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, ঢাকা থেকে ২৯ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর এবং এনজেপি থেকে ৩০ অক্টোবর ও ৩ নভেম্বর মিতালি এক্সপ্রেস চলবে না।

পরবর্তীতে ট্রেনটি কবে চলবে, তা স্পষ্ট করেনি রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, ‘পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে ট্রেন চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ উল্লেখ্য, কোটা বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠার সময় থেকেই সেদেশে পড়ে রয়েছে মিতালি এক্সপ্রেস।

পুজোর সামগ্রী গড়তে ব্যস্ত। কোচবিহারের বাণেশ্বরে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

আবাসে তৃণমূল নেতার নিদান

চোপড়া, ২৯ অক্টোবর : ‘আবাস যোজনার ঘর পেতে হলে দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে যেতে হবে, নইলে ঘর করতে দেব না।’ সোমবার রাতে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের বুথ সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি জিয়ারুল হক। তাঁর এই মন্তব্যে বিতর্ক ছড়িয়েছে। দাসপাড়ায় আবাস যোজনার প্রাথমিক তালিকায় অনেকের নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ। এরপর বঞ্চিতরা ‘দিদিকে বলো’তে ফোন করে নিজেদের নাম তালিকায় তোলেন। বিরোধীদের বক্তব্য, যাঁরা দিদিকে বলোর নম্বরে অভিযোগ জানিয়ে তালিকায় নাম তুলেছেন, ঘরের জন্য তাঁদের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে যাওয়ার নিদান দিয়েছেন জিয়ারুল। নইলে ঘর করতে দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস, সিপিএম।

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ অবশ্য বলেন, ‘দলের কে কোথায় কী মন্তব্য করেছেন, জানা নেই।’ অন্যদিকে, জিয়ারুলের সাফাই, ‘আবাসের জন্য ফের গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রশাসনের কাছে কাগজপত্র জমা দিতে হচ্ছে। সে কারণেই আমি ওই কথা বলেছি।’

চাঁদার জুলুম রুখতে মামলা

কোচবিহার, ২৯ অক্টোবর : চাঁদার জুলুমবাজির বাড়বাড়ন্ত রুখতে রাজ্যের তরফে কড়া বার্তা দেওয়া হলেও কোচবিহারজুড়ে অন্য ছবি। কোচবিহারের এক কালীপুজো কমিটির বিরুদ্ধে চাঁদা আদায়ে জোর করার অভিযোগে মামলা রুজু করল পুলিশ। তোর্ষার বাঁধের রাস্তায় বেশ কয়েকদিন ধরেই স্বাধীন সংঘ নামের ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে রাস্তা আটকে রীতিমতো জোর করে চাঁদা তোলার অভিযোগ। মঙ্গলবার পুলিশ অভিযান চালালে আয়োজকরা পালিয়ে যায়।

জয়ী দুই প্রার্থী

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শেষপর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের দুই প্রার্থী প্রেমবাহাদুর রাই এবং ড্যানিয়েল রাই। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার দুই প্রার্থী আদিত্য গোলে এবং সতীশচন্দ্র রাই। যথারীতি সোরেন-চাকুং এবং নামচি-সিনঘিসাং বিধানসভা কেন্দ্রে আর উপনির্বাচন হচ্ছে না।

দুটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আগেই তিন নির্দল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল। মঙ্গলবার ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের দুই প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আদিত্য এবং সতীশকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

যানজট সামলাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

কখনও আবার যানজটে আটকে পড়া মানুষজনই নিজেদের তাড়ায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এগিয়ে আসেন।’

শহরবাসীর অধিকাংশেরই মত, ট্রাফিক ব্যবস্থা ইদানীং একেবারে ভেঙে পড়েছে। এতটা খারাপ পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের যুক্তি, ‘মূল রাস্তা ছাড়াও শহরের ভেতরে কিছু মোড় রয়েছে, যেগুলো যানজটপ্রবণ। তবে, সব জায়গা আমাদের কভার করা সম্ভব হয় না। তাই আমরা চিহ্নিত কিছু মোড়ে যানজটপ্রবণ সময় চিহ্নিত করে ট্রাফিককর্মী দিই। সবসময়ের জন্য যাতে সেখানে ট্রাফিককর্মী দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করব।’

যানজট পরিস্থিতি নিয়ে কম লেখালেখা হয়নি উত্তরবঙ্গ সংবাদে। পুলিশের তরফে আশ্বাসও মিলেছে প্রতিবার। কিন্তু পরিস্থিতি যে এতটুকুও বদলায়নি বরং বিগড়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পথে নামলেই। ধনতেরাসের কেনাকাটা সেরে ভুটিয়া মার্কেট হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন অনিন্দিতা রায়। ক্ষোভের সুরেই তিনি বললেন, ‘উৎসব শুরুই হল না। তাতেই এই যানজট। দীপাবলি, কালীপুজোয় কী হবে, ভাবতেই পারছি না।’

প্রতিদিন একই দৃশ্য দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন ভুটিয়া মার্কেট এলাকার বাসিন্দা পবিত্র দাস। তিনি বলছিলেন, ‘মাঝেমধ্যে দিনেরবেলা দেখা যায় এই রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছে। যদিও বাস্তবে সেসব কেউই মানে না। আর বিকেলের পর থেকে তো পুলিশকর্মীও দেখা যায় না। সবকিছুই ভগবানের নামে চলে।’

ট্রাফিক বিভাগে পুলিশকর্মীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু একই জায়গায় অপ্রয়োজনে একাধিক ট্রাফিককর্মী থাকছেন বলে অভিযোগ উঠছে শহরবাসীর তরফেই। হায়দরপাড়ার অলোকনিতাই সামন্ত যেমন বলছিলেন, ‘হাসপাতাল মোড় সহ অনেক জায়গায় দেখি পাঁচ-ছয়জন পুলিশকর্মী পিওএস মেশিন নিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। বাইকচালকদের জরিমানা করা ছাড়া ওঁদের আর কোনও কাজ নেই ওখানে। পুলিশ তো চাইলে ওঁদের ওখান থেকে সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে দায়িত্ব দিতে পারে।’

বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশ কিছু চারমাথার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল জরুরি বলে মনে করছেন সীমা দাস, সুপর্ণা চক্রবর্তীরা। ভারতনগরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ চৌধুরী আবার বলছেন, ‘ট্রাফিক পুলিশের উচিত, যানজটপ্রবণ মোড়গুলিতে সবসময় নজর রাখা। অন্তত যানজটের খবর পেয়ে এগিয়ে আসা। সেটা পর্যন্ত আসে না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষকেই তখন পথে নামতে হয়।’

কিন্তু এভাবে আর কতদিন, প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

শোয়ার ঘরে তরুণীর দেহ

তুফানগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : মাত্র আট মাস আগে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের ঠিক তিন মাসের মাথায় স্বামীর ‘আবদার’ শুরু হয়। স্ত্রীর কাছে সাত লক্ষ টাকা ও একটি মোটরবাইক চেয়েছিলেন স্বামী। তা মেটাতে না পারায় মারধর করে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাপের বাড়িতে। সোমবার রাতে বাপের বাড়ির শোয়ার ঘর থেকে উদ্ধার হল ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনার পরেই স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকজনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবারের লোকজন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই গা-ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সকলে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার বয়স ২০ বছর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

বিতর্কে পুরনিগম

প্রথম পাতার পর

কখনও আবার সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ বাকি তৃণমূল কাউন্সিলারদের কথা কাটাকাটি হয়েছে। এদিন শরদিন্দু শহরে মশার উৎপাত নিয়ে বলতে গেলে কটাক্ষ করেন ডেপুটি মেয়র। শরদিন্দুর অভিযোগ, তাঁকে রীতিমতো ধমকেছেন রঞ্জন। পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পর মেয়র বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠ করে শোনান। সেই প্রস্তাবগুলির মধ্যেই জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরীর আলোচিত প্রস্তাবটি ছিল। এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরই বিতর্ক শুরু হয়।

সিপিএম ও বিজেপি কাউন্সিলাররা একযোগে বলতে শুরু করেন, ‘ক্ষমতার দম্ভে যা ইচ্ছে, তাই করা হচ্ছে। জনগণ সব দেখছে। এর বিচার ঠিক হবেই।’

চমকের অপেক্ষা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধার বিগ বাজেটের পুজো বলতে প্রথম সারিতে যে ক্লাবগুলি জায়গা করে নেয় সেগুলি স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে যুক্ত তিনটি ক্লাব। চ্যাংরাবান্ধা এশিয়ান হাইওয়ে বরাবর বিবেকানন্দপাড়ায় পরপর এই তিনটি ক্লাবের থিম দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে।

একটি মেখলিগঞ্জ বিডিও অফিস সংলগ্ন চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব। তাদের ৪৫তম বর্ষের থিম ‘উড়তে মোদের মানা।’ ক্লাবের সম্পাদক শান্ত ঘোষের বক্তব্য, থিমে একটি প্রতীকী পাখিকে দেখানো হয়েছে।

আবাসে দিল্লির শর্ত

প্রথম পাতার পর

বিধানসভার বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার সেই বার্তা দিয়েছেন। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছেন, ‘আবাস যোজনার জন্য সমীক্ষা করতে গেলে আধিকারিকদের দলকে বিক্ষোভ দেখান, আটকে রাখুন।’ তবে শারীরিক নিগ্রহ করতে না করেছেন তিনি। আইন হাতে না তুলে সমীক্ষক দলকে আটকে রেখে তাদের জন্য চা-জলের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

তাঁর বক্তব্য, ‘আপনার এলাকায় তালিকায় কোনও অবৈধ নাম থাকলে তাঁদের নাম, ঠিকানা ই-মেল করে অভিযোগ নথিভুক্ত রাখুন। যাতে আদালতে মামলা হলে কাজে লাগানো যায়।’ বিজেপি মনে করছে, দুর্নীতি, আরজি কর থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে অস্বস্তিকর অবস্থায় আবাস যোজনার মাধ্যমে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। শুভেন্দু বলেন, ‘বঞ্চিতদের আন্দোলনে আবাস যোজনা এই সরকারকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলবে।’

আয়ুষ্মান ভারতে নেই

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘আয়ুষ্মান ভারত শুনতে একরকম। কিন্তু কারা পাবে? কী পাবে? অর্ধেক মানুষ পাবে না। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে পরিবারের সবাই অন্তর্ভুক্ত। অনেক বেশি নিশ্চিত। বিজেপির জোড়াতালি, ফাঁকফোকরে ভরা প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রীকে বলব, নাটকীয় বিবৃতি দিয়ে বিভ্রান্ত করার আগে শর্তাবলিগুলি একটু জোরে বলুন।’

কুণালের সুর আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের মুখেও। তিনি বলেন, ‘সত্যিটা জানা দরকার। বাড়িতে ফ্রিজ, বাইক, প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা আয় হলে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাওয়া যাবে না। দিল্লিতে আমরা ভুল করেও প্রকল্পটি চালু করলে একজনও তার লাভ পাবেন না।’ তাঁর উলটে অভিযোগ, ‘আয়ুষ্মান ভারতে কত বড় প্রতারণা হয়েছে, সেটার তদন্ত হলে প্রধানমন্ত্রী মুখ দেখাতে পারবেন না। অথচ দিল্লিতে আমাদের সরকারের মহল্লা ক্লিনিক নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হচ্ছে।’

বাইকে তরুণী

প্রথম পাতার পর

এখন সোনার যা দাম তা উৎসব করে বিক্রি করা ছাড়া ব্যবসায়ীদের আর উপায় নেই। তিনি বলছিলেন শিলিগুড়িতে ধনতেরাসে বাঙালিদের জড়িয়ে পড়ার ঘটনা বড়জোর ৮-১০ বছরের ব্যাপার।

ভাবুন, অত্যাধুনিক পোশাকে সজ্জিত বাঙালি তরুণী পাঁজাকোলা করে তিন-চারটে ঝাঁটা নিয়ে বাইকের পেছনে বসে সেবক রোড ধরে ছুটছেন। মধ্যবিত্তের কোনও ছেলে বা মেয়ে হাজার বললেও বাজার থেকে ঝাঁটা কিনে আনবে না। লজ্জা পাবে। কিন্তু ধনতেরাস আমাদের সেই লজ্জা মুছে দিয়েছে।

টেন্ডারে বেশি দর দিতে

প্রথম পাতার পর

ভিড়তে দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে যে সমস্ত কাজ হয় সেগুলিও বাইরের এজেন্সিই বরাত পাচ্ছে। শিলিগুড়ির একটি এজেন্সির কর্তার কথায়, ‘আমাদের বছরে খুব বেশি হলে ১৫-২০ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার কাজ কোচবিহার, রায়গঞ্জের নির্দিষ্ট কয়েকটি এজেন্সি পাচ্ছে।’

এজেন্সি সূত্রের খবর, আগে এক কোটি টাকার কাজের টেন্ডার হলে কোনও এজেন্সি ১০ শতাংশ কমে, কেউ ৯.৫ শতাংশ কমে আবার কেউ ১৫-২০ শতাংশ কম দরে কাজ নিতে সম্মতি জানিয়েই টেন্ডারে অংশ নিত। নিয়ম অনুযায়ী, যে এজেন্সি সবচেয়ে কমে কাজ নিতে চাইছে তাকেই কাজের বরাত দেওয়ার কথা। কিন্তু দপ্তরের সিন্ডিকেট দেখেছে, এজেন্সি এত কম দরে কাজ নেওয়ায় বাকি টাকা সরকারের ঘরে ফেরত যাচ্ছে। কিন্তু সরকার এত কম দরে কাজ করাতে বলে না। ফলে পুরো টাকায় টেন্ডার করলেও আপত্তি নেই। এখান থেকেই বাড়তি কাটমানি রোজগারের ভাবনা শুরু।

একাধিক ঠিকাদারের অভিযোগ, কোন এজেন্সি কাজ পাবে তা টেন্ডার আপলোড হওয়ার আগেই নির্ধারিত হয়ে যায়। সেই এজেন্সির কর্তাকে বলে দেওয়া হচ্ছে, ২৫ শতাংশ কমে এই কাজ করতে হবে। কিন্তু তিনি যেন ৫-৬ শতাংশ কমে কাজ করতে রাজি, এভাবেই টেন্ডার জমা করেন। যেমন কথা, তেমন কাজ। এজেন্সি কাজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০ শতাংশ বাড়তি বরাদ্দের টাকা সিন্ডিকেটকে দিয়ে দিতে হচ্ছে।

এ তো গেল বাড়তি বরাদ্দের কাটমানি। এরপরেও শীর্ষস্থানীয় কর্তা থেকে শুরু করে পাড়ার তৃণমূলের দাদা, প্রত্যেককেই শতাংশ হিসাবে কাটমানি দিতে হচ্ছে। সূত্রটি জানাচ্ছে, দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কর্তা প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকা এভাবে রোজগার করেন।

প্রশ্ন উঠেছে, এই পুকুরচুরি বন্ধ করতে কি আদৌ কেউ ব্যবস্থা নেবে সরকার? ঠিকাদারদের একাংশের মতে, নেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কেননা কলকাতা পর্যন্ত মাসে মাসে বড় অঙ্কের টাকা পাঠিয়েই উত্তরকন্যায় এই পুকুরচুরির কারবার জাঁকিয়ে বসেছে। নচেৎ অনেক আগেই সবকিছু বন্ধ হয়ে যেত।

এক মন্দিরে দুই পুজোয় বিতর্ক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : কালীমন্দিরের নামে থাকা ১২ বিঘা জমি সেবাইতের পরিবারের দখলে থাকবে নাকি গ্রামবাসীরা কমিটি করে দেখভাল করবে, তা নিয়ে আট বছর ধরে বিরোধ চলছে। এবার কালীপুজো আসতেই সেই বিরোধ চরম আকার নিয়েছে। প্রশাসনের তরফে দু’পক্ষকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হলেও কেউ কাউকে মানছেন না বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে পুজোর জন্যে গ্রামের তরফে একটি প্রতিমা এবং সেবাইতের পরিবারের তরফে আরেকটি প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে। একই মন্দিরে দুটি প্রতিমা আলাদা করে পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রামবাসী ও সেবাইতের পরিবার। ঘটনাটি রায়গঞ্জ ব্লকের বীরঘই অঞ্চলের দেওখণ্ডা গ্রামের।

কালীপুজোর আগে ‘শ্রী শ্রী কালীমাতা ঠাকুরানির মন্দির’-এর দখল নিয়ে বিরোধ চরম আকার নিয়েছে দেওখণ্ডা গ্রামে। সেবাইতের পরিবারের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে কমিটি করে দেওয়ার পর সবাই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এক তৃণমূল নেতা এসে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রামের সবাইকে উসকে দিয়েছে। তাঁদের পূর্বপুরুষরা এই মন্দিরের সেবাইত হলেও গ্রামের লোকজন তা এখন মানতে চাইছেন না।

অন্যদিকে, গ্রামবাসীর একাংশের দাবি, সেবাইতের পরিবার মন্দিরের ৫২ বিঘা জমির মধ্যে ৪০ বিঘা বিক্রিবাট্টা করে দিয়েছে। বাকি জমিও বিক্রির চেষ্টা করেছিল। তাই গ্রামের সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে ওদের বাদ দিয়ে মন্দিরের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এবার প্রশাসনের তরফে কমিটি করে দিলেও তাঁরা গায়ের জোর দেখাচ্ছেন।

সেবাইতের উত্তরসূরি মানিক বর্মন বলেন, ‘আমাদের বাবা, জ্যাঠারা এই মন্দিরের সেবাইত ছিলেন। আমরা তাঁদের বংশধর হিসাবে দায়িত্ব সামলে আসছিলাম। কিন্তু স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার উসকানিতে আমাদের সরিয়ে দিয়ে গ্রামবাসী নিজেরা সব দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রশাসনের তরফে কমিটি করে দিলেও মানা হচ্ছে না।’

গ্রামের হাড়িয়া বর্মনের বক্তব্য, ‘সেবাইতের পরিবার মন্দিরের জমি বিক্রি করে দিয়েছে। তাই গ্রামের সবাই জোট বেঁধে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে। এবার প্রশাসনের তরফে কমিটি করে দিলেও গায়ের জোর দেখাচ্ছেন তাঁরা। তাই আমরা যে প্রতিমা তৈরি করেছি, সেটিতেই পুজো হবে।’ রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কৈলাস বর্মনের দাবি, ‘দু’পক্ষকে বসিয়ে আলোচনা করে প্রশাসনের তরফে শান্তিপূর্ণভাবে কমিটি করে দেওয়া হলেও দু’একজনের উসকানিতে সবটা ভেস্তে গেল।’

ছোট তারা

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সুমন দাস স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে। প্রথম শ্রেণির এই পড়ুয়ার প্রতিভায় গর্বিত তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

সুপারের ওপর ভরসা নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের

বারবার আলাদা তদন্ত কমিটি গঠন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : একের পর এক ঘটনায় মুখ পুড়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ তদন্তে আস্থা রাখতে না পেরে স্বাস্থ্য দপ্তর পরপর দুটি ঘটনার তদন্তে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। কড়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক।

তবে জেলা হাসপাতালে অতীতে কোনও ঘটনার তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নজির নেই, এমনই বলছেন চিকিৎসকদের একাংশ। কিন্তু সবকিছু যাতে ধামাচাপা পড়ে না যায়, সেই দাবি তুলছেন সাধারণ মানুষ। দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সম্পাদক অমিত সরকার বলেছেন, 'আমরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনে চিঠি দিয়ে ঘটনার তদন্ত দাবি করেছি। হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে দেখা করেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছি।'

১৭ অক্টোবর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের দোতলার লেবার রুম থেকে সদ্যোজাতের মরদেহ উধাও হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ, দোতলার ওই করিডরে সবসময় কুকুর, বেড়াল ঘুরে বেড়ায়। কুকুর মুখে করে দেহ নিয়ে গিয়েছে, এমনই আশঙ্কা। ঘটনার প্রতিবাদে মৃতের পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান। হাসপাতাল কর্তাদের বক্তব্য ছিল, 'কুকুর দেহ খুবলে খেয়েছে, এই আশঙ্কা সত্যি নয়। তবে মরদেহ হলুদ প্লাস্টিকে মুড়ে রাখা হয়। সাফাইকর্মী ভুলবশত সেই প্লাস্টিকটিও ময়লা ভেবে নিয়ে চলে গিয়েছেন।'

এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। সুপার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছিলেন। জমা পড়ার পরই তা স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে সূত্রের খবর, এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তরকে খুশি

প্রশ্নে ভূমিকা

- সদ্যোজাতের দেহ খুবলে খাওয়ার পর সুপার তদন্ত কমিটি গঠন করেন
- সূত্রের খবর, রিপোর্টটি দপ্তরকে খুশি করতে পারেনি
- ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদমর্যাদার আধিকারিককে মাথায় রেখে ফের তদন্ত কমিটি গঠন হয়
- অন্য একটি শিশুমৃত্যুর পর সুপার তিন সদস্যের কমিটি তৈরি করেন তদন্তের জন্য
- পুলিশকে পৃথক তদন্ত করতে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর
- পাশাপাশি তদন্তের নির্দেশ সিএমওএইচ-কে

করতে পারেনি। এরপরই একজন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদমর্যাদার আধিকারিককে মাথায় রেখে ফের তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেই কমিটি এখনও তদন্ত করছে।

এরই মধ্যে গত রবিবার ফের অঘটন জেলা হাসপাতালে। সেদিন সাত বছরের একটি শিশুকে জরুরি বিভাগে নিয়ে এসেছিলেন পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ, চিকিৎসক শিশুটির পরীক্ষা না করেই বাড়ি ফেরত পাঠান। ডাক্তারের কথা শুনে বিভাগের বাইরে আসার পর শিশুটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাকে ফের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক অন্তর্বিভাগে ভর্তির পরামর্শ দেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে শিশুটি মারা যায়। এরপর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি গ্রামের লোকজন হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান।

ঘটনার পর হাসপাতাল সুপার তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও সুপারের তদন্তে ভরসা রাখতে পারছে না স্বাস্থ্য দপ্তর। পুলিশকে দিয়ে পৃথক তদন্ত করানোর পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিককেও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো তিনি তিনজন স্বাস্থ্য আধিকারিককে দিয়ে পৃথক তদন্ত শুরু করেছেন।

তুলসী বলেন, 'হাসপাতালে একের পর এক ঘটনা ঘটছে। কোথায় সমস্যা, কার গাফিলতিতে বারবার এসব হচ্ছে তা খতিয়ে দেখছি।' তাঁর সংযোজন, 'আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেছি। সুপার নিজের মতো করে একটা তদন্ত কমিটি তৈরি করেছেন। আমরাও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করছি। তদন্ত রিপোর্ট পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অন্যদিকে, হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষকে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

দীপালিকায় জ্বালাও আলো

ধনতেরাসে দোকানে দোকানে উপচে পড়ল ভিড়। আশ্রমপাড়ার সোনার দোকানে (ওপরে)। বিধান মার্কেটে রকমারি লাইট বিক্রি। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

সুকান্ত সংঘের নির্মীয়মাণ পুজোমণ্ডপ। ইসলামপুরে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

ইসলামপুরে থিমের লড়াই

দুই ক্লাবে প্রকৃতির কথা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৯ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরে কালীপুজো আয়োজনে প্রতিবছর চমক দেয় রবীন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাব এবং মিলনতীর্থ সংঘ। থিমের ছোঁয়া লেগেছে এবছরও। রবীন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাবের থিম, 'ফুল বাগান'। অন্যদিকে, মিলনতীর্থ সংঘের ভাবনা, 'পক্ষীরালয়'। জোরকদমে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। আলোকসজ্জার জন্য রাস্তায় বাঁশের কাঠামো বানিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের আলো লাগিয়েছে। তৈরি হয়েছে আলোর গেট।

২৭তম বর্ষে রবীন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপটি সেজে উঠবে কৃত্রিম ফুল এবং ঘাস দিয়ে। ভেতরে ঢুকে দর্শনার্থীদের মনে হবে যেন কোনও ফুল বাগানে এসেছেন। কালীর পাশাপাশি দেখা মিলবে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমা। পুজো কমিটির সম্পাদক চিরঞ্জিৎ দেবনাথ বলছেন, 'আগের বছরগুলোর তুলনায় এবার আলোকসজ্জায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুজোর দিনে সমাজসেবামূলক নানা কর্মসূচি চলবে। হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।' তিনি জানালেন, এবার ক্লাবের বাজেট সাড়ে চার লক্ষ টাকা।

দর্শক টানতে ভাবনায় নতুনত্ব এনেছে ব্লক পাড়া মিলনতীর্থ সংঘ। গ্রাম্য পরিবেশে পাখিদের মুক্ত জীবন নিয়ে বার্তা দেবে থিম 'পক্ষীরালয়'। মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে ধানের খড়, বাঁশের কঞ্চি, পাটকাঠি, গাড়ির টায়ার এবং প্লাইবোর্ড। যাঁরা পাখিদের খাঁচায় বন্দি করে পোষ্য বানিয়ে রাখে, তাঁদের সচেতন করাই মূল উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে বোঝানো হবে যে, মানুষের মতো পাখিদেরও মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার রয়েছে।

মিলনতীর্থ সংঘের সম্পাদক সুমন পালের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ৪০তম বর্ষে তাদের বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের এই থিমের মাধ্যমে যদি একজন মানুষও সচেতন হন, সেটাই আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি।'

ঝোঁক বেড়েছে গ্রাহকদের

সিম ভেন্ডিং মেশিন বসাচ্ছে বিএসএনএল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : বেসরকারি টেলিকম সংস্থার রিচার্জ মূল্য বাড়ার পরই ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)-এর প্রতি মানুষের ঝোঁক অনেকটাই বেড়েছে। বিএসএনএলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তিন মাস আগে যেখানে দিনে ১৫-২০টি সিম বিক্রি হত, সেই সংখ্যাটা এখন দৈনিক ১০০-র গণ্ডি ছাড়িয়েছে। হিসাব বলছে কেবলমাত্র শিলিগুড়ি অপারেশন এলাকার মধ্যে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা) গত তিন মাসে বিএসএনএলের সিম বিক্রির পরিমাণ ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অনেক সময় গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ। এর পিছনে যে কারণ রয়েছে, সেটি হলে চাহিদামতো এসে না পৌঁছানো। এই সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়িতে সিম ভেন্ডিং মেশিন বসাতে চলেছে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ।

বিএসএনএলের শিলিগুড়ির অপারেশন এরিয়ার সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (কাস্টমার সার্ভিস) অমল রায় জানালেন, শিলিগুড়িতে আগামী মাসের মধ্যে সিম ভেন্ডিং মেশিন আসার কথা রয়েছে। এই মেশিন চলে এলে গ্রাহকরা ২৪ ঘণ্টা সিম কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। কেওয়াইসি আপডেটও এই মেশিনের দ্বারা তাঁরা নিজেরাই করতে পারবেন।

সিম কার্ডের বিক্রি নিয়ে বিএসএনএলের শিলিগুড়ির অপারেশন এরিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (কনজিউমার ফিক্সড অ্যাক্সেস) সন্দীপন ভট্টাচার্য বলেন, 'শিলিগুড়ি অপারেশন এরিয়ার কাউন্টার থেকে গত তিন মাসে ৯ হাজারের বেশি সিম কার্ড বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি শহরে বিএসএনএলের দুটি বেসরকারি ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকেও সিম কার্ড বিক্রি হচ্ছে। চাহিদা বেড়েই চলেছে। সেই অনুযায়ী পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।'

সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি অপারেশন এলাকায় মঙ্গলবার নতুন তিন হাজার সিম কার্ড এসে পৌঁছেছে। এই সিম কার্ড আসার আগে সিম নিতে আসা গ্রাহকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল বলে খবর। বিষয়টি নিয়ে বিএসএনএলের শিলিগুড়ি বিজনেস এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার কেকে সিনহার বক্তব্য, 'প্রাক দীপাবলির মধ্যে সিমের সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। নেটওয়ার্ক নিয়েও কাজ চলছে। আমরা ভালো পরিষেবা দিতে লাগাতার কাজ করে চলেছি।'

জানা গিয়েছে, বিএসএনএল বেসরকারি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে থ্রিজি নেটওয়ার্কের পরিকাঠামোকে ফোরজি-তে রূপান্তরিত করার কাজ করছে। তবে তারপরও কিছু ক্ষেত্রে

> শিলিগুড়ি অপারেশন এরিয়ার কাউন্টার থেকে গত তিন মাসে ৯ হাজারের বেশি সিম কার্ড বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি শহরে বিএসএনএলের দুটি বেসরকারি ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকেও সিম কার্ড বিক্রি হচ্ছে। চাহিদা বেড়েই চলেছে। সেই অনুযায়ী পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।
>
> **আনন্দ বর্মন** *বিএসএনএল কর্তা*

নেটওয়ার্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রত্যন্ত এলাকাতেও বিএসএনএলের নতুন ফোরজি টাওয়ার বসানো হচ্ছে। তবে নেটওয়ার্ক সমস্যা সমাধানে কিছুটা সময় লাগবে বলে খবর।

শিলিগুড়ির বিএসএনএল অফিসে নতুন সিম নিতে এসেছিলেন পল্লব সরকার, কৌশিক চাকিরা। তাঁদের কথায়, 'একটা সময় বিএসএনএল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতাম। অন্য সংস্থাগুলি রিচার্জ প্ল্যান বাড়িয়ে দেওয়ায় পুনরায় বিএসএনএলে ফিরছি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নেটওয়ার্কের কাজ চলছে। ভিডিও দেখার সময় যাতে বাফারিং না হয় সেটাই চাই।'

স্বপ্নাদেশের কালীপুজো ৫৮ বছরে

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ির মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির পুজোর এবার ৫৮তম বর্ষ। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন মন্দিরটিতে সারাবছরই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে। তবে অনেকেই অপেক্ষা করে থাকেন কালীপুজোর জন্য। ইতিমধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি সাড়া হয়েছে। শহরের বাসিন্দা দেবজ্যোতি কর্মকারের দাদু দিলীপকুমার মহন্তর হাত ধরে পুজোর সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে পুজোর দায়িত্ব দেবজ্যোতির কাঁধে।

মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে প্রায় ৫৮ বছর আগে এই মন্দির তৈরি করেছিলেন দিলীপকুমার মহন্ত। তারপর থেকে শহরবাসীর ভক্তির অন্যতম স্থান এই মন্দিরটি। শুধু শিলিগুড়িই নয়, আশপাশের বহু জায়গা থেকে মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। প্রায় প্রতিদিনই ভক্তদের লম্বা লাইন দেখা যায় মন্দিরের বাইরে। কালীপুজোর দিনও বহু মানুষের সমাগম হয়। সারারাত ভিড় থাকে মন্দিরে।

শহরের বাসিন্দা প্রীতম সরকার এদিন মন্দিরে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন যাতায়াতের পথে একবার হলেও মায়ের দর্শন করে যাই। এই মন্দিরের সঙ্গে সকলের আবেগ, আস্থা জড়িয়ে রয়েছে।'

সুতপা পাল জানালেন, প্রতিবছর কালীপুজোর রাতটা মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়িতেই কাটে। তাঁর কথায়, 'পুজোর দিনটি প্রতিবছর এই মন্দিরে থাকি। সারাদিন উপোস থাকার পর মায়ের পুজো দিই।' অন্যদিকে দেবজ্যোতি বলছেন, 'আমার দাদুর হাত ধরে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। অন্যবারের মতো এবারও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুজোর আয়োজন প্রায় শেষ।'

বাজি সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার হল মঙ্গলবার। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এদিন সকালে স্থানীয় বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে শহরের মিলনপল্লিতে শব্দবাজি নিয়ে অপেক্ষা করছিল অভিজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হাজির হয় পুলিশ। উদ্ধার হয় কয়েক হাজার টাকার শব্দবাজি। অভিজিৎকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দর্শকদের সুবিধা দেখল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : পুজো দেখতে বেরিয়ে দর্শনার্থীদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার শহরের বেশ কয়েকটি পুজোমণ্ডপের ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখল পুলিশ। এবছর প্রতিটা কালীপুজো কমিটির জন্য কিছু নিয়ম কার্যকর করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। সেগুলো মানা হচ্ছে কিনা, খতিয়ে দেখতে এদিন ডিসিপি (জোন-১) রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে কমিশনারেটের আধিকারিকরা পরিক্রমায় বের হন।

পরে ডিসিপি বলেন, 'শহরে প্রচুর কালীপুজো হয়। তবে কয়েকটি মণ্ডপে ভিড় হয় বেশি। সবদিক খতিয়ে দেখতে আমরা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলাম। আশা করছি, সাধারণ মানুষ এবং দর্শনার্থীদের অসুবিধা হবে না।'

মণ্ডপে ঢোকা এবং বের হওয়ার আলাদা পথ রাখতে বলা হয়েছে উদ্যোক্তাদের। এছাড়া সিসিটিভি ক্যামেরা, অগ্নিনির্বাপণ, পার্কিং ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে হবে। বড় পুজোর ক্ষেত্রে আপৎকালীন বেরোনোর পথ তৈরির নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। শহরের বেশ কয়েকটি মণ্ডপের কাছে পার্কিংয়ের আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।

গোটা বিষয়টি পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ দেখাশোনা করবে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের বাইরে এবং জনবহুল এলাকায় উইনার্স বাহিনী ও সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকছে। এদিন ভক্তিনগর থানা, শিলিগুড়ি থানা সহ শহরের বেশ কিছু এলাকার মণ্ডপ ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা।

শব্দবাজি আর ডিজে বর্জনের আহ্বান

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : আলোর উৎসব দীপাবলিতে শব্দবাজি এবং ডিজে এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ অটোল্যারিঙ্গলজিস্টস অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি শাখার তরফে মঙ্গলবার একটি প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, শব্দবাজি এবং ডিজের শব্দে যে কোনও মানুষ শ্রবণশক্তি হারাতে পারেন।

সংগঠনের সম্পাদক রাধেশ্যাম মাহাতো বলেছেন, 'অতিমাত্রায় শব্দবাজি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে যাঁরা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের শারীরিক অবনতি ঘটে। তিনি আরও বলেন, 'প্রসূতি, শিশু, বয়স্ক সকলের কথা ভেবে দীপাবলিতে শব্দবাজি এবং ডিজে দূরে সরিয়ে রেখে আলোর উৎসবে মেতে ওঠা উচিত।'

সুবর্ণ জয়ন্তীতে জোড়া চমক

ইসলামপুর, ২৯ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরের আমবাগান ক্ষুদিরাম বয়েজ ক্লাব এবং সুকান্ত সংঘ ক্লাবের কালীপুজো এবছর ৫০ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে জাঁকজকমপূর্ণ আয়োজন করছে দুই ক্লাব। শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। দুই ক্লাবের পুজোকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে।

দুটি ক্লাবই ভিন্ন ধারার আয়োজন করে নজর কাড়ে প্রতিবছর। ৫০ তম বর্ষে আরও বড় চমক থাকছে। বিগত ২৫ বছর ধরে ২১ হাত কালী প্রতিমার পুজো করে ক্ষুদিরাম বয়েজ ক্লাব। এবছর ওই ক্লাবের কর্মকর্তারা ২১ হাত কালীর পরিবর্তে দেবী সতীর ৫১টি শক্তিপীঠের রূপ ফুটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ৫১টি প্রতিমার মধ্যে ২২টি তৈরি হচ্ছে শিলিগুড়িতে, ২৩টি ইসলামপুরে এবং চোপড়ার কালাগছে বাকি ৬টি।

আমবাগান ক্ষুদিরাম বয়েজ ক্লাবের সম্পাদক নির্মল বিশ্বাসের কথায়, 'সকলের পক্ষে ৫১টি শক্তিপীঠে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমরা এবছর ৫১ শক্তিপীঠে থাকা দেবীর রূপ এক জায়গায় দর্শনার্থীদের দেখানোর চেষ্টা করছি।' তাঁর কথায়, '২৫ তম বর্ষ থেকে আমরা ২১ হাত উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করছি। তবে এবার দর্শনার্থীদের নতুন চমক দিতে এই সিদ্ধান্ত।' জানা গিয়েছে, এবছর তাদের বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

অন্যদিকে, সুকান্ত সংঘের পুজো কমিটির সদস্যরা জানালেন, ৫০ বছরে তাদের থিম, 'আদি যোগী'। কলকাতার শিল্পীরা মণ্ডপ তৈরি করছেন। এছাড়া সেখান থেকে মহিলা ঢাকিদের আনা হচ্ছে। প্রায় ৫০ ফুট চওড়া এবং ৩৫ ফুট উচ্চতার বিশালাকার শিবের মূর্তি তৈরি করছেন শিল্পীরা।

সুকান্ত সংঘ কালীপুজো কমিটির সম্পাদক সুশান্ত পাল বললেন, 'দেশ এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পুজোতে 'আদিযোগী' থিম হলেও, ইসলামপুরে এখনও সেটা দেখেনি মানুষ। এবার আমাদের পুজোর বাজেট প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা।'

আলোর সঙ্গে বিকোচ্ছে রঙ্গোলি, ঝালর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : বিধান মার্কেটে ঢোকার মুখেই লাল, নীল, হলুদ আবির দিয়ে রঙ্গোলি বানাচ্ছিলেন বিকি কুমার। চালনিতে আবির দিয়ে নানান বাহারি ফুল, পাতা বানাচ্ছিলেন তিনি। ওপর থেকে অভ্র ছড়িয়ে এর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। একদিকে উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে আসা বিকি, সুরজদের রঙ্গোলি যখন সাধারণ মানুষের মন কাড়ছে, সেই সময়ই রাজস্থানের জয়পুর থেকে ঘর সাজানোর নানান ধরনের ঝালর সহ নানান জিনিস নিয়ে হাজির ব্যবসায়ীরা। দীপাবলির আগে এই সব জিনিসগুলি বেশ মন কাড়ছে শহরবাসীর।

দীপাবলিকে বলা হয় আলোর উৎসব। নানান রংয়ের আলো, বাতি, প্রদীপে সেজে উঠে শহর। তবে এবছর কোন বাতিগুলি বাজার মাতাচ্ছে? তা দেখতে গিয়েই নতুন নতুন অনেক বাতি নজরে এল। মৌমাছির মতো দেখতে টুনি বি-র চাহিদা এবার বেশি বলে

বিধান মার্কেটে গৃহসজ্জার সামগ্রী। শিলিগুড়িতে।

জানাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী অরুণ সাহা। তিনি বলছিলেন, 'এবার অনেক ধরনের লাইট বাজারে এসছে। তার মধ্যে টুনি বি-র বিশেষ চাহিদা রয়েছে। এছাড়া টুনি প্রজাপতিও ভালোই বিক্রি হচ্ছে।' শনিবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রঙ্গোলির দোকানের সামনে রঙ্গোলি দেখছিলেন রানু পাল। কীভাবে রঙ্গোলি দিতে হয় তাই শিখছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'লক্ষ্মীপুজোয় যেমন আলপনা দিই, তেমনই দীপাবলিতে রঙ্গোলি দেব। তবে কীভাবে দিতে হয় তা জানি না। তাই এই ভাইদের কাছ থেকে শিখে নিচ্ছি।' সারাদিন দোকানের সামনে নানান চটজলদি কীভাবে রঙ্গোলি বানানো যায় তাই দেখাচ্ছেন লক্ষ্মণ। এদিন রাণুর মতো অনেকেই তাঁর কাছে রঙ্গোলি দেওয়ার জন্য আবির কেনার পাশাপাশি কৌশলও শিখছিলেন। লক্ষ্মণ জানান, গতবছর দীপাবলির সময় তাঁরা অসমে ছিলেন। তবে এই বছর শিলিগুড়িতে এসেছেন। তিনি বলেন, 'এক এক বছর এক এক জায়গায় যাই। এই নিয়ে চতুর্থবার আমি শিলিগুড়িতে এলাম। এখানে বিক্রিবাট্টা বেশ ভালো হয়।'

বাড়ির দাদাদের সঙ্গে প্রথমবার রাজস্থানের জয়পুর থেকে শিলিগুড়িতে দরজা, জানলায় লাগানোর নানান জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন রেশমি কুমারী। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ঘুরেই এই জিনিসগুলি বিক্রি করতে দেখা গেল তাঁকে। তিনি বললেন, 'এই শহরে দাদারা এর আগে এসেছে। আমি প্রথমবার এলাম। বিক্রিও ভালো হচ্ছে আর শহরটাকেও আপন লাগছে।'

ব্যালনের আকাশে নতুন তারা রড্রি

তৃপ্তি... প্রথমবার ব্যালন ডি'অর জিতে ট্রফিতে চুমু স্পেনের রড্রির।

প্যারিস, ২৯ অক্টোবর : ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কি ব্যালন ডি'অর? এই নিয়ে বিতর্ক ছিল, আছে আর ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে। ভারতীয় সময় সোমবার রাতেই যেমন আরও একবার সেই বিতর্ক দানা বাঁধল ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের হাতে ব্যালন ডি'অর না ওঠায়। সোমবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়ে দেয়, এবারের ব্যালন ডি'অর রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিই পেতে চলেছেন। কিন্তু কিছুটা চমক দিয়েই শ্রেষ্ঠত্বের এই স্মারক জিতে নিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা স্প্যানিশ ফুটবলার রড্রি।

সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কমবেশি সকলেরই অনুমান ছিল ব্যালন ডি'অর উঠছে ভিনির হাতেই। তবে অনুষ্ঠান শুরুর ঘণ্টা দুয়েক আগে হঠাৎই ফাঁস হয়ে যায় রিয়াল তারকা নন, সেরার পুরস্কার পাচ্ছেন রড্রি। হলও তাই। ২০০৮ সালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর প্রিমিয়ার লিগে খেলা কোনও ফুটবলার ব্যালন ডি'অর জিতলেন। ম্যান সিটির প্রথম। সর্বোপরি দীর্ঘ ৬৪ বছর পর স্পেনের কোনও ফুটবলারের হাতে উঠল এই পুরস্কার। শুধু তাই নয়, ১৯৯০ সালের জার্মানির লোথার ম্যাথাউসের পর দ্বিতীয় ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতলেন ২৮ বছরের রড্রি।

চলতি বছরে স্পেনের ইউরো কাপ জয়ের অন্যতম নায়ক রড্রি। টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার। গত মরশুমে ম্যান সিটির জার্সিতেও তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য।

টানা দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা গোলকিপারের পুরস্কার পেলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

সেই সুবাদেই সেরার পুরস্কার পেলেন। প্যারিস থিয়েটারে তাঁর নাম ঘোষণার পরই মৃদু হেসে ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। ছবিটা দেখে একটু মন খারাপ হলেও সেই হাসি আলো ছড়াল সুদূর স্পেন থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের নীল অংশে।

পুরস্কার হাতে সতীর্থদের ধন্যবাদ জানান রড্রি। বলেছেন, 'এটা স্প্যানিশ ফুটবলের সাফল্য। জাভি, আন্দ্রে ইনিয়েস্তা, ইকের ক্যাসিয়াস, সের্জিও বুস্কেটসের মতো স্প্যানিশ কিংবদন্তিরা ব্যালনের দাবিদার ছিল অতীতে। কিন্তু কখনও পায়নি। এই পুরস্কার ওদের জন্য। আমার বিশ্বাস লামিনে ইয়ামালও খুব শীঘ্রই ব্যালন ডি'অর জিতবে।'

শরীরে কোনও ট্যাটু নেই। গোল বা অ্যাসিস্ট করলেও লাগামছাড়া উল্লাস করতে দেখা যায় না প্রথাগত ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রড্রিকে। জার্সি গুজে পরে মাঠে নামেন। সবমিলিয়ে রড্রি ফুটবলের 'ভদ্র ছেলে।' অনেকটা স্কুলের ফার্স্ট বয়ের মতো। যে নিজের কাজটা চুপচাপ করে যান। ব্যক্তিগত জীবনেও সহজ ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী রড্রি। দিদিয়ের দ্রোগবার থেকে পুরস্কার নেওয়ার পর রড্রি বলেছেন, 'আমি খুব সাধারণ মানুষ। শান্ত স্বভাবের। আমার কোনও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট নেই। নিজের কাজটা পছন্দ করি। ফুটবলের একজন মনোযোগী ছাত্র আমি। প্রতিদিন একজন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি। তরুণদের বলব, মাঠে অতিরিক্ত কিছু করার দরকার নেই। শুধু বেসিক ঠিক রেখে নিজের কাজ করে যাও।'

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রিয়ালের

এদিকে, ভিনিসিয়াসের হাতে যে ব্যালন ডি'অর উঠছে না সেই ইঙ্গিত মিলেছিল রিয়াল মাদ্রিদ অনুষ্ঠান বয়কটের পরই। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে রিয়াল ক্লাব ম্যানেজমেন্ট। ব্রাজিলিয়ান তারকা নিজে প্রতিক্রিয়া জানাতে বেছে নেন সামাজিক মাধ্যম। লিখেছেন, 'ব্যালন ডি'অর জিততে হলে আমাকে এর দশগুণ ভালো পারফর্ম করতে হবে। হয়তো ওরা আমাকে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত নয়।' ভিনির পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিয়েছেন তাঁর প্রাক্তন ও বর্তমান সতীর্থরা। টনি ক্রুজ, করিম বেঞ্জিমা থেকে এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা, আন্দ্রে লুনিন, অরলিয়েন চৌয়ামেনিরা সমালোচনার ঝড় তুলেছেন সমাজমাধ্যমে। ভিনিসিয়াসের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে ব্রাজিল সরকারও। কুর্নিশ জানানো হয়েছে তাঁর বর্ণবাদ বিরোধী লড়াইকেও।

মহিলাদের বর্ষসেরা হয়ে ব্যালন ডি'অর হাতে স্পেনের আইতানা বোনমাতি।

পুরস্কারের তালিকা

ব্যালন ডি'অর (পুরুষ)
রড্রি (স্পেন ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি)

ব্যালন ডি'অর (মহিলা)
আইতানা বোনমাতি (স্পেন ও বার্সেলোনা)

জোহান ক্রুয়েফ অ্যাওয়ার্ড (সেরা পুরুষ কোচ)
কার্লো আন্সেলোত্তি (রিয়াল মাদ্রিদ)

জোহান ক্রুয়েফ অ্যাওয়ার্ড (সেরা মহিলা কোচ)
এম্মা হায়েস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

ইয়াসিন ট্রফি (সেরা পুরুষ গোলকিপার)
এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা ও অ্যাস্টন ভিলা)

কোপা ট্রফি (সেরা অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবলার)
লামিনে ইয়ামাল (স্পেন ও বার্সেলোনা)

গার্ড মুলার ট্রফি (সর্বাধিক গোলস্কোরার)
হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখ) এবং কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স ও রিয়াল মাদ্রিদ)

সেরা ক্লাব (পুরুষ) : রিয়াল মাদ্রিদ

সেরা ক্লাব (মহিলা) : বার্সেলোনা

সক্রেটিস অ্যাওয়ার্ড
জেনিফার হারমোসো (স্পেন)

বসুন্ধরাকে মাটি ধরালেন সৌভিকরা

ইস্টবেঙ্গল-৪ (দিয়ামান্তাকোস, সৌভিক, নন্দ ও আনোয়ার)
বসুন্ধরা কিংস-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : থিম্পুর পাহাড়ে জ্বলল মশাল!

তাঁদের প্রিয় দল শেষপর্যন্ত এএফসির মূল পর্যায়ে খেলবে কি না, তা সময়ই বলবে। তবে হারতে হারতে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা দল ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য পাহাড়কেই বেছে নিল। যেখান থেকে ফিরে আসা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা থাকে না। সেখানেই ৪-০ গোলে জয়! সমর্থকরা অবাক হয়ে দেখলেন, খুশির উচ্ছ্বাসে ভাবলেন, এভাবেও ফিরে আসা যায়!

ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ৩৫ সেকেন্ড! বাঁ প্রান্ত থেকে নীচু হয়ে আসা লালচুংনুঙ্গার ক্রস দেখেও ফলস দিলেন বসুন্ধরা কিংস গোলরক্ষক আনিসুর রহমানের সামনে দাঁড়ানো সাউল ক্রেসপো। কারণ ততক্ষণে পেরিফেরিয়াল ভিশনে তিনি দেখে নিয়েছেন ঠিক পাশেই ফাঁকায় দাঁড়িয়ে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তাঁর বাঁ পায়ের জোরালো শটে এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার থেকেও সম্ভবত দলের মধ্যেকার এই বোঝাপড়া, আত্মবিশ্বাসগুলোই স্বস্তি দিয়েছে লক্ষ লক্ষ লাল-হলুদ সমর্থককে। ২০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সৌভিক চক্রবর্তীর। যাঁকে বিদায়ের ভাবনা রয়েছে ক্লাবের। নাওরেম মহেশ সিংয়ের তোলা বল বসুন্ধরা গোলরক্ষক আনিসুর কোনওক্রমে বার করলে বক্সের মাথায় দাঁড়ানো সৌভিক জোরালো ভলিতে ২-০ করেন। নন্দকুমার শেখরের গোলে মোটামুটি জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। আর ৩৪ মিনিটে আনোয়ার আলির গোলটা সম্ভবত তাঁর নিজের এবং গোটা দলকে উপহার। অনেক লড়াই, কটূক্তি ও সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ব্যঙ্গের জবাব প্রায় ২০ গজ দূর থেকে নেওয়া শটে গোলটা। এছাড়া ডিফেন্সে নিজের কাজটাও করলেন আগুনে মেজাজে। বিরতির পর হেক্টর ইউস্তের কুঁচকিতে লেগে যাওয়াটা আইএসএলে চিন্তার কারণ না হয়ে যায় লাল-হলুদ শিবিরের। তবে চার গোল হয়ে যাওয়ায় বিরতির পর খানিকটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখালেন ফুটবলাররা। যা এইমুহূর্তে কাম্য নয়। আর ক্লেইটন সিলভা যে সত্যিই এখন দলের বোঝা এটা তিনি নিজেই বোঝালেন ৫১ মিনিটে সুযোগ নষ্ট করে।

পারো এফসি-র বিরুদ্ধে জিততে না পারলেও একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছিল, জমিতে বল রেখে খেলা, গোলমুখে মাথা ঠান্ডা রাখার মতো হারিয়ে ফেলা টেকনিকাল বোধগুলো ফিরে পাচ্ছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। দ্বিতীয় ম্যাচেই সেগুলো কাজে লাগিয়ে এই মরশুমে ৯ ম্যাচ পর জয়ে ফেরার রাস্তা তৈরি হল। এই ম্যাচের আগেই লেবাননের নেজমে এসসি জিতে যায় পারোর বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে এদিন জেতা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা ছিল না ইস্টবেঙ্গলের সামনে। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্যই সম্ভবত এবার অত্যন্ত ছন্নছাড়া অবস্থা বসুন্ধরা কিংসের। ডিফেন্স খারাপ, প্রথমার্ধেই প্রমাণিত। দ্বিতীয়ার্ধে অন্তত বার তিন-চার একেবারে ফাঁকা গোলে বল রাখতে না পারা আক্রমণের দৈন্য। একবার অবশ্য পোস্টে লাগে। এই দলটাকে নিজের হাতের তালুর মত চেনেন অস্কার ব্রুজোঁ। আর সেটাকেই তিনি কাজে লাগালেন জয়ের সরণিতে দলকে ফিরিয়ে আনতে। সঙ্গে সম্ভবত নিয়ে এলেন হারানো সৌভাগ্যও।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, আনোয়ার, ইউস্তে (রাকিপ), হিজাজি, নুঙ্গা, মহেশ, সৌভিক, তালাল (ডেভিড), সাউল, নন্দ ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।

বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল করার পর সৌভিক চক্রবর্তী। চাংলিমিথিয়াংয়ে মঙ্গলবার।

বিদেশি দলের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গলের বড় জয়

সাল	প্রতিযোগিতা	বিপক্ষ দল	ফল
১৯৮৫	এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ	ভ্যালেন্সিয়া	৯-০
১৯৯৭	কাপ উইনার্স কাপ	ত্রিভুবন ক্লাব	৮-০
১৯৮৫	এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ	নিউ রোড	৭-০
১৯৭৪	আইএফএ শিল্ড	আবাহনী ক্রীড়াচক্র	৭-০
১৯৯৩	এয়ারলাইন্স কাপ	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং	৬-০
২০০৩	আসিয়ান ক্লাব কাপ	ফিলিপাইন আর্মি ক্লাব	৬-০
১৯৫৩	বিশ্ব যুব উৎসব ফুটবল	লেবানন ক্লাব	৬-১

তথ্য : হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গুকেশের কোচিং টিমে আপটন

চেন্নাই, ২৯ অক্টোবর : আগামী মাসে কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে চিনের ডিং লিরেনের মোকাবিলা করবেন তিনি। সেই লক্ষ্যে নিজের কোচিং টিমে বিখ্যাত মনোবিদ প্যাডি আপটনকে শামিল করলেন ভারতের তারকা দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ।

গত দেড় বছর ধরে চেন্নাইয়ের ১৮ বছরের গুকেশ কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন। কিন্তু বিশ্বসেরার মঞ্চে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিরেনের সামনে ১৪ রাউন্ডের চ্যালেঞ্জ থাকবে গুকেশের জন্য। ফলে লম্বা সফরে মনোসংযোগ হারানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই বিচ্যুতি আটকাতেই আপটনের শরণাপন্ন হয়েছেন গুকেশ। ২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আপটনের। চলতি বছরের প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের মনোবিদ ছিলেন এই দক্ষিণ আফ্রিকান। আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে গুকেশের তীক্ষ্ণতা বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে আপটনের। একইসঙ্গে চাপের মুহূর্তে গুকেশের যাতে ফোকাস নষ্ট না হয় সেদিকটাও আপটন দেখবেন।

কৌশল বদলাচ্ছে না বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মোলিনা সমীহ করছেন হায়দরাবাদকে

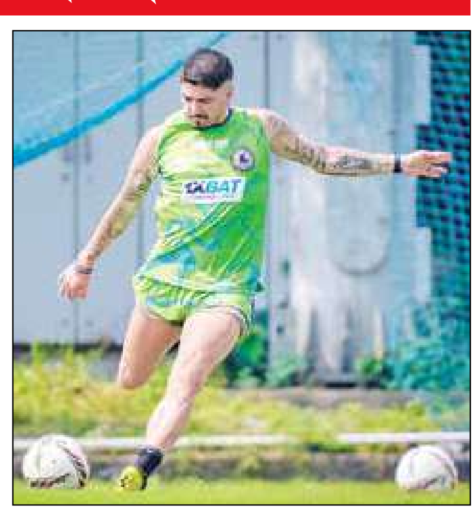

হায়দরাবাদ রওনা হওয়ার আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে মোলিনা। অনুশীলন সারলেন পেত্রাতোস।

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে বড় জয় পাওয়া যে হায়দরাবাদ এফসি-কে উজ্জীবিত হতে সাহায্য করবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে মোলিনার।

ডার্বির পর লম্বা ১১ দিনের বিরতির পর ফের বুধবার মাঠে নামতে চলেছে মোহনবাগান। অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে এদিনই দুপুরে তারা উড়ে গেল চারমিনারের শহরে। তার আগে অবশ্য হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা শেষপর্যায়ের প্রস্তুতি সেরে নিলেন কলকাতাতেই। ডার্বি জিতে মানসিকভাবে দল চাঙ্গা থাকলেও লম্বা সময় ম্যাচ না থাকলে ফের ছন্দে ফিরতে যে কোনও দলেরই সমস্যা হয়। যদিও মোলিনা জানাচ্ছেন, তাঁর দল এই সময়টা কাজে লাগিয়ে পরিশ্রম করেছে নিজেদের সেরা ছন্দে রাখতে। যাওয়ার আগে বাগান কোচ বলেছেন, 'এটা ঠিক যে মাঝে বিরতিটা খুবই লম্বা ছিল। কিন্তু আমার দল অনুশীলন চালিয়ে গেছে। তাই আমরা প্রস্তুত হয়েই মাঠে নামব।' তাঁর দল যেমন ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ডার্বি জিতেছে, তেমনি হায়দরাবাদও কলকাতায় এসে মহমেডানকে ৪-০ গোলে দুরমুশ করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে মাঠের বাইরের সমস্যা নিয়ে ফুটবলাররা মাথা ঘামাচ্ছেন না। মোলিনাও সতর্ক গলায় বললেন, 'ওরা আগের ম্যাচে খুবই ভালো খেলেছে। আইএসএলের কোনও ম্যাচই যে সহজ নয়, সেকথা আমি সবসময়ই বলে থাকি। তাই বুধবার আমরা একটা কঠিন ম্যাচই খেলতে নামব। ৯০ মিনিট ছেলেদের সেরাটা দিতে হবে জিততে হলে।' গত মরশুম থেকেই এই হায়দরাবাদ এফসি-তে মালিকানার একটা সমস্যা চলছিল। এবার সেই সমস্যা কাটিয়ে দল গড়তে দেরি হলেও লিগের পাঁচ নম্বর ম্যাচেই জয় তুলে নিয়ে থংবোই সিংটোর দল বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা এবার প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না। সেই কারণেই মোলিনা বলেছেন, 'আমরা জানি যে হায়দরাবাদ কতটা সমস্যায় ফেলতে পারে। নিজেদের সেরা ফর্মে আছে ওরা। পয়েন্ট টেবিলে যেখানেই থাকুক না কেন, ম্যাচ মোটেই সহজ হবে না।'

যে দুই ভারতীয় কোচ এককভাবে কাজ করছেন এবারের আইএসএলে, তার মধ্যে থংবোই তুলনায় অনেকবেশি অভিজ্ঞ হলেও নিঃশব্দে নিজের কাজটা করতে পছন্দ করেন। সেই তিনিও অবশ্য খানিকটা চ্যালেঞ্জের সুরেই বলেছেন, 'আমাদের হয়তো মাঠের বাইরে কিছু সমস্যা ছিল। কিন্তু এটা ভুলে যাবেন না, আমরাও কিন্তু আইএসএলে একবারের শিল্ড চ্যাম্পিয়ন দল। মোহনবাগানে তো বিশাল বিশাল নাম। ওদের বেঞ্চ দিয়েই একটা দল হয়ে যায়। কিন্তু আমরাও নিজেদের সম্মানরক্ষার্থে খেলছি।' মহমেডানের বিপক্ষে তাঁর দল যে আগ্রাসী ফুটবল খেলেছে তা থামাতে অবশ্য নিজেদের কৌশল বদলাতে রাজি নন মোলিনা। তিনি বলেছেন, 'হায়দরাবাদকে সমীহ করলেও নিজেদের কৌশলে কোনও বদল আনছি না।' তাঁর দলে সমস্যা একটাই। মাঝমাঠে আপুইয়ার চোট সেরে গেলেও তিনি কতটা ম্যাচ ফিট তা নিয়ে সংশয়ে থাকছে দল। তাই দলের সঙ্গে তিনি এদিন গেলেও শেষপর্যন্ত খেলবেন কি না তা স্পষ্ট নয়। প্রথম একাদশে বদল আনবেন কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখছেন মোলিনা। তবে দুই বিদেশি স্টপার এই ম্যাচে না খেলিয়ে আক্রমণে চাপ বাড়াতে দিমিত্রি পেত্রাতোসকে শুরু থেকে খেলাতে পারেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে। বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে জিততে না পারলেও এবার আর অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে একটাও পয়েন্ট খোয়াতে রাজি নয় মোহনবাগান।

আইএসএলে আজ
হায়দরাবাদ এফসি বনাম **মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও সিও সিনেমায়

শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা। আহমেদাবাদে মঙ্গলবার।

মান্ধানার শতরানে সিরিজ ভারতের

আহমেদাবাদ, ২৯ অক্টোবর : ছন্দে ফিরলেন স্মৃতি মান্ধানা। ১২২ বলে তাঁর ১০০ রান নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সিরিজ জয়ের পথ গড়ে দেয়। একইসঙ্গে তিনি ওডিআই আন্তর্জাতিকে অষ্টম শতরান করে পেছনে ফেলে দেন মিতালি রাজকে (৭টি শতরান)। মঙ্গলবার ৬ উইকেটে জিতে ভারতীয় দল সিরিজ জিতল ২-১ ব্যবধানে। দীপ্তি শর্মার (৩৯/৩) ঘূর্ণিতে ৪৯.৫ ওভারে নিউজিল্যান্ড ২৩২ রানে অল আউট হয়। একটা সময় ৮৮ রানে কিউয়িদের ৫ উইকেট পড়ে যায়। সেখান থেকেই প্রতিরোধ গড়েন ব্রুক হ্যালিডে (৮৬)। জবাবে ভারত ৪৪.২ ওভারে ৪ উইকেটে ২৩৬ রান তুলে নেয়। শুরুতেই শেফালি ভার্মা (১২) ফিরে যাওয়ার পর ইয়াস্তিকা ভাটিয়াকে (৩৫) নিয়ে খেলা ধরে নেন স্মৃতি। এরপর অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরও (৬৩ বলে অপরাজিত ৫৯) ছন্দ ফিরে পাওয়ায় কখনোই সমস্যায় পড়তে হয়নি ভারতকে।

শ্রেয়সকে নিয়ে দ্বিধায় নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : হাতে মাত্র দুইদিন। ৩১ অক্টোবরের মধ্যে রিটেনশনের তালিকা জানিয়ে দিতে হবে। যদিও তালিকা চূড়ান্ত করার বদলে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত রিটেনশন নিয়ে ঘেঁটে ঘ কলকাতা নাইট রাইডার্স। 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা শাহরুখ খানদের। হেডকোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোদের নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা একাধিকবার আলোচনা করলেও জট কাটেনি।

প্রবল অনিশ্চয়তা গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে রাখা নিয়েই! আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারায়ণ নিশ্চিত। কিন্তু বাকিরা কে কে, তা নিয়ে জট ছাড়ার বদলে ক্রমশ তা গভীরে। প্রাথমিকভাবে ভারতীয়দের মধ্যে গুরুত্ব পাচ্ছে রিঙ্কু সিং, বরুণ

চূড়ান্ত নয় রিটেনশন তালিকা

চক্রবর্তী, হর্ষিত রানার মতো একাধিক খেলোয়াড়। রয়েছেন গত কয়েক বছর কোর টিমের অন্যতম মুখ ভেঙ্কটেশ আইয়ারও। গত মেগা লিগে শুরুটা খারাপ করলেও নকআউট পর্বে নাইটদের সাফল্যের অন্যতম কারিগর ছিলেন। বিদেশিদের মধ্যে ইংরেজ ওপেনার ফিল সল্ট প্রভাব ফেলেছেন। মিচেল স্টার্ক শেষ দিকে নিজের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হল, বেশি রাখা যাবে না।

হাফডজনের তালিকা চূড়ান্ত করতে গিয়ে শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়েও দোলাচল। ব্যাট হাতে গত লিগে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। ভারতীয় দল থেকেও এইমুহূর্তে ছিটকে গিয়েছেন। চাপে থাকা শ্রেয়সকে ছেড়ে দিয়ে নতুন কাউকে সামনে রেখে এগোনোর দাবিও অমূলক নয়।

সূত্রের দাবি, 'শ্রেয়সকে ঘিরে নানারকম কথাবার্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘটনা হল, শ্রেয়স এবং নাইট শিবিরের মধ্যে এখনও সদর্থক আলোচনা হয়নি। রবিবার একপ্রস্থ কথাবার্তা হলেও সমাধান সূত্র বেরোয়নি। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফেও পরিষ্কার করে বলা হয়নি, গতবারের অধিনায়ককে নিয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা।'

দ্বিতীয় ভারত

মানোলো মার্কুয়েজ কোচ হয়ে আসার পরও ভারতীয় ফুটবলে সুদিনের দেখা নেই। তবে তৃণমূলস্তরে উন্নতির জন্য এশিয়ায় এএফসি প্রেসিডেন্টস রেকগনিশন অ্যাওয়ার্ডে দ্বিতীয় হল ভারত। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে ভারতীয় ফুটবলের তরফে রুপোর স্মারক গ্রহণ করেন।

লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচের দৌড়ে এগিয়ে রুবেন

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৯ অক্টোবর : লিভারপুল, চেলসি সহ একাধিক ক্লাবের নজরে থাকা রুবেন অ্যামোরিমকে তুলে নেওয়ার পথে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। লাল ম্যাঞ্চেস্টারে এরিক টেন হ্যাগ জমানা শেষ। সোমবার থেকেই নতুন কোচ হিসাবে ভাসছে একাধিক নাম। তবে যা খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পর্তুগিজ অ্যামোরিমই হয়তো লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচের হটসিটে বসতে চলেছেন। একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, মৌখিক সম্মতিও দিয়ে দিয়েছেন তিনি।

স্পোর্টিং লিসবনের কোচ অ্যামোরিমকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয় তাঁর ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে। উত্তরে ৩৯ বছরের পর্তুগিজ কোচ বলেছেন, 'এমন প্রশ্ন আমি আশা

করেছিলাম। ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কিছু বলতে পারছি না। স্পোর্টিং লিসবনের কোচ হিসাবে আমি গর্বিত। এখন এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।' অর্থাৎ রেড ডেভিলদের কোচ হওয়ার সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেননি স্বয়ং অ্যামোরিমও। বছর ছয়েকের কোচিং কেরিয়ারে ইতিমধ্যেই দুইবার পর্তুগিজ লিগের খেতাব জিতেছেন অ্যামোরিম। তাঁর হাত ধরেই প্রথম লিগ খেতাব জয়ের স্বাদ পেয়েছে লিসবনের ক্লাবটি। এদিকে জুরগেন ক্লপ দায়িত্ব ছাড়ার পর লিভারপুলের সম্ভাব্য কোচেদের তালিকায় ছিল এই পর্তুগিজ কোচের নাম। শোনা যায়, চেলসির সঙ্গেও তাঁর কথাবার্তা এগিয়েছিল। এমনকি পেপ গুয়ার্দিওলা দায়িত্ব ছাড়লে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ হতে পারেন অ্যামোরিম, এমন জল্পনাও রয়েছে।

খেলায় আজ

১৯৯৭ : ৩৭ বছর বয়সে ফুটবল থেকে অবসর নিলেন দিয়েগো মারাদোনা। আর্জেন্টিনার হয়ে তিনি ৯১ ম্যাচ খেলে ৩৪ গোল করেছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

বিরাট নন, প্রিয় বন্ধু রোহিত

বিরাট কোহলির সঙ্গে বহুবার বড় রানের জুটি গড়েছেন আজিঙ্কা রাহানে। এক প্রশ্নের উত্তরে রাহানে বলেছেন, 'বিরাট নন, তাঁর প্রিয় বন্ধু রোহিত (শর্মা)। কোহলি দলের ক্রিকেটারদের সবসময় মাতিয়ে রাখেন। ভারতীয় দলের চ্যাট গ্রুপে সবসময় মজার জিনিস পাঠাতে থাকে। ওর সঙ্গে ব্যাটিং করাও উপভোগ করেছি। তবে প্রিয় বন্ধু বাছতে হলে রোহিতের নাম বলব। বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক দল ও মুম্বইয়ের হয়ে আমরা পরস্পরের নেতৃত্বে খেলেছি।'

ইনস্টা সেরা

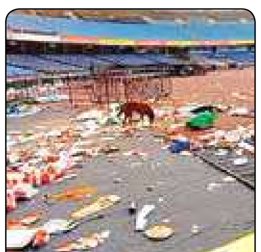

দিলজিৎ দোসাঞ্জের অনুষ্ঠানের পর দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম চেহারা নিয়েছে আস্তাকুঁড়ের। মদের বোতল, মাংসের হাড়, কাগজের মোড়ক ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সেই ছবি পোস্ট করেন দিল্লির রানার বিয়ন্ত সিং। দ্রুত স্টেডিয়াম পরিষ্কার করার আশ্বাস দিয়েছে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই)।

সংখ্যায় চমক

৩ সেকেন্ডে

অ্যাথলেটিকো প্যারানেন্সের কাইকি রোচার ঘাড়ে কনুই দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে ম্যাচ শুরুর ৩ সেকেন্ডে লাল কার্ড দেখেন ক্রুজেইরোর রাফা সিলভা। ০ সেকেন্ডেও লাল কার্ড দেখার নজির রয়েছে। ২০০৭ সালে যে নজির গড়েন শেফিল্ড ইউনাইটেডের কেইথ গিলেসপি।

উত্তরের মুখ

সিউড়িতে আন্তঃজেলা টি২০ ক্রিকেটে ৩৪ বলে ৫৬ রান করে শিলিগুড়ি বিকাশের ডোনিল দত্ত (বাঁয়ে) ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল ৭ উইকেটে জলপাইগুড়ি রাইনোসোরার্সকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

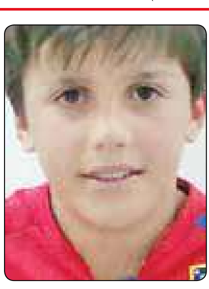

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট খেলার সময় ভারতের অধিনায়ক কে ছিলেন ?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রবার্ট লেওয়ানডস্কি, ২. বিশ্বনাথন আনন্দ ও অর্জুন এরিগাইসি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, অসীম হালদার, সুজন মহন্ত, নিবেদিতা হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার।

মান বাঁচাতে স্পোর্টিং পিচ

মুম্বইয়ে ভারতীয় টেস্ট স্কোয়াডে হঠাৎই হর্ষিত

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর : অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড!

ভারতীয় ক্রিকেট সমাজও অবাক। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে চলছেটা কী?

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট হারের পাশে সিরিজও হাতছাড়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। এমন অবস্থায় শুক্রবার থেকে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কিউয়িদের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা শেষ টেস্টের আগে ঘটনার ঘনঘটা টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে।

ঘটনা নম্বর এক, হর্ষিত রানাকে আচমকা তলব। দিনকয়েক আগেই হর্ষিত অস্ট্রেলিয়া সফরের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন। যা নিয়ে বিস্মিত ভারতীয় ক্রিকেটমহল। সেই বিস্ময় আজ আরও বাড়িয়ে দিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা শেষ টেস্টের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হল তাঁকে। কেন? ভারতীয় দলের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ওয়াংখেড়েতে টেস্ট অভিষেক হতে পারে হর্ষিতের। কারণ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, হর্ষিতের পেস দলের তুরুপের তাস হতে পারে।

ঘটনা নম্বর দুই, বড় অঘটন না হলে ওয়াংখেড়ে টেস্টের আসরে স্পোর্টিং পিচ হতে চলেছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এমন একটা বাইশ গজ চাইছে, যেখানে ঘাস থাকবে। খেলার শুরুতে ব্যাটারদের জন্য আদর্শ হবে বাইশ গজ। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন থেকে স্পিনাররাও সাহায্য পাবেন। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার জন্য আদর্শ পিচ কেমন হতে

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চলছে তৃতীয় টেস্টের পিচ তৈরির কাজ।

পারে, তা নিয়ে অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের দীর্ঘসময় বৈঠক হয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহও ছিলেন সেই বৈঠকে। কিন্তু বৈঠকে পিচ নিয়ে সন্তুষ্টি এসেছে, এমন খবরও নেই।

দরজায় কড়া নাড়ছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। তার আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে শেষ টেস্ট টিম ইন্ডিয়ার। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রওনা হওয়ার আগে ব্যাটারদের ছন্দ যেমন প্রয়োজন, তেমনই দলের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর চ্যালেঞ্জও রয়েছে রোহিত-গম্ভীরদের সামনে। আগামীকাল থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরু হচ্ছে। যেখানে দলের সবাইকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রোহিত-গম্ভীরের তরফে। দুপুরের অনুশীলন টিম ইন্ডিয়াকে আগামীর দিশা দিতে পারল কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে পরিস্থিতির চাপ সামলাতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন গম্ভীররা। কারণ, বেঙ্গালুরু ও পুনের মাঠে যেভাবে টিম ইন্ডিয়া টেস্টে হেরেছে, ব্যাটাররা ডুবিয়েছেন দলকে, তারপর হোয়াইটওয়াশের লজ্জা ভারত এড়াতে পারে কিনা, তা দেখতে মুখিয়ে রয়েছে ক্রিকেটমহল। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক প্রতিনিধি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, 'ভারতীয় দলের তরফে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে স্পোর্টিং পিচ চাওয়া হয়েছে। এমন পিচের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ঘাস থাকবে। শুরুতে ব্যাটারদের জন্য আদর্শ হবে। আর পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন।'

চাপে পড়ে মরিয়া হয়ে মান বাঁচানোর লক্ষ্যে রোহিতরা শেষ পর্যন্ত কেমন পারফর্ম করেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে হর্ষিতকে দিল্লি-অসম রনজি ম্যাচ শেষের পরই যেভাবে জরুরি তলব করে স্কোয়াডে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে হর্ষিতের কাছে ভারতীয় ক্রিকেটের সঞ্জীবনী সুধা রয়েছে।

সত্যিই কি তাই? অপেক্ষা আর কয়েকদিনের।

'ড্র টেস্টের শেষদিনে ক্লান্তি ঘিরে ধরত'

সৌরভের বিদায়ি ম্যাচের স্মৃতি রোমন্থন ধোনির

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : ২০০৮ নাগপুর টেস্ট।

জাতীয় দলের জার্সিতে বিদায়ি ম্যাচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। মহারাজকে সম্মান জানিয়ে ম্যাচের শেষদিনে নেতৃত্বের ভার তুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক

মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পুরোনো বন্ধু সুরেশ রায়নার। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে রায়না লিখলেন, 'মাহিভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে ভালো লাগে।'

মহেন্দ্র সিং ধোনি। গত ১৬ বছরে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন মাহি। সৌরভ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতির পদও সামলেছেন। সেদিনের স্মৃতিতে যদিও এতটুকু ধুলো পড়েনি। এক অনুষ্ঠানে সেদিনের স্মৃতিরোমন্থনে সৌরভকে নিয়ে আবেগ ঝরে পড়ল ধোনির। ভারতের জোড়া বিশ্বকাপ জয়ী দলনায়ক বলেছেন, 'ভারতের অন্যতম সেরা অধিনায়কের জন্য এর চেয়ে ভালো ফেয়ারওয়েল আর কী-ই বা হতে পারে। কেরিয়ারের শেষদিনে জাতীয় দলের নেতা হিসেবে যদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সুযোগ থাকে, তাহলে তা নয় কেন?'

ম্যাচটা শেষপর্যন্ত ভারত ১৭২ রানে জেতে এবং চার ম্যাচের সিরিজের দখল নেয় ২-০ ব্যবধানে। বিদায়ি টেস্টে সৌরভ ৮৫ ও গোল্ডেন ডাক। সবকিছু ছাপিয়ে সৌরভের মহারাজকীয় বিদায়ি মুহূর্ত। মাহি আরও বলেছেন, 'জানি না, ও (সৌরভ) ম্যাচের শেষ কিছু মুহূর্ত নেতৃত্ব দেওয়া কতটা উপভোগ করেছে। পুরোটাই আকস্মিক সিদ্ধান্ত। হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ওর জন্য এটাই উপযুক্ত বিদায়পর্ব, ১৫-২০ মিনিটের জন্য হলেও।'

সৌরভ ১১৩টি টেস্টের মধ্যে ৪৯টিতে নেতৃত্ব দেন। ২১টি টেস্টে জিতেছিলেন। হার ১১টিতে। ১৫টি ম্যাচে ড্র। সবমিলিয়ে অধিনায়ক সৌরভের জয়-পরাজয়ের শতকরা হার ৪২.৮৫।

টেস্ট ম্যাচ নিয়ে নিজের ভালো লাগা, খারাপ লাগা ভাগ করে নিয়েছেন শ্রোতাদের সঙ্গে। কিছুটা অবাক করেই ধোনি বলেছেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল ম্যাচের পঞ্চম দিন। বিশেষত যখন ম্যাচ নিশ্চিত ড্র হচ্ছে জানার পরও আড়াই সেশন ধরে কিপিং করতে হত। ক্লান্তি ঘিরে ধরত। বোলাররা উইকেটের জন্য চেষ্টা করবে। ব্যাটাররা রান করবে। কিন্তু নিষ্ফলা ড্র ম্যাচে শেষদিনে মনে হত, যত তাড়াতাড়ি ম্যাচ শেষ হয় ততই ভালো।'

চলতি দশকে যদিও ড্র টেস্টের সংখ্যা অনেক কম। বেশিরভাগ ম্যাচেই ফলাফল হচ্ছে। 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর মতে ক্রিকেটের জন্য ইতিবাচক দিক। বলেছেন, 'এখন যেভাবে ক্রিকেট খেলছে সবাই, দেখে ভালো লাগছে। ৯.৩০ থেকে ৪.৩০ মিনিট, টানা পাঁচদিন খেলার পর ড্র, বড় একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। আমি খুশি এখন বেশি সংখ্যক ম্যাচের ফলাফল হওয়ায়।'

শতরানের পর টনি ডি জর্জি।

জর্জি, স্টাবসের শতরান

চট্টগ্রাম, ২৯ অক্টোবর : দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের পরই চাপে বাংলাদেশ। দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৩০৭/২। টেস্টে প্রথমবার শতরান করলেন টনি ডি জর্জি (অপরাজিত ১৪১) ও ট্রিস্টান স্টাবস (১০৬)। অধিনায়ক আইডেন মার্করামের টসে জিতে ব্যাট করতে নামার সিদ্ধান্ত ঠিক প্রমাণিত করলেন জর্জি-স্টাবস জুটি। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ২০১ রান জোড়েন। এশিয়াতে যা প্রোটিয়াদের তৃতীয় সর্বাধিক রানের জুটি। প্রথম দিনের পরই ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে বাংলাদেশ।

দীর্ঘদেহী পেসার নাহিদ রানা (৩৪/০) ১৪৮ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতি তুললেও উইকেট তুলতে ব্যর্থ। তাইজুল ইসলাম (১১০/২) গত ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিলেন, এদিন সেখান থেকেই শুরু করলেন। দুইটি উইকেট তিনিই নিয়েছেন। অন্যদিকে, হাসান মাহমুদের (৪৭/০) বলে দুইবার জর্জির ক্যাচ পড়ল। প্রথমবার ৬ ও দ্বিতীয়বার ৬৯ রানে। জর্জি দুইবার জীবনদান পাওয়ার সুযোগ সুদে আসলে তুললেন। টেম্বা বাভুমার পর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ব্যাটার হিসেবে ডি জর্জি শতরান করলেন।

এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট বাংলা

কেরল-৩৫৬-৯ (ডি.)
বাংলা-১৮১/৩

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : সম্ভাবনা ছিল। প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু বাস্তবে হল না কিছুই!

বাংলার ব্যাটারদের তরফে সামান্যতম ইনটেন্টও দেখা গেল না তিন পয়েন্ট সংগ্রহের। সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আজ খেলার শেষ দিনে মধ্যাহ্নভোজের সামান্য আগে ৩৫৬/৯ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে কেরল। জবাবে ৬৩ ওভার হাতে পাওয়ার পরও (মন্দ আলোর জন্য ম্যান্ডেটারি ওভার করা যায়নি) বাংলার ব্যাটাররা প্রথম ইনিংসের লিড নিয়ে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার পথে পা বাড়ালেন না। সাবধানী ব্যাটিংয়ের পর মন্দ আলোর জন্য আম্পায়াররা যখন খেলা স্থগিত করেন, বাংলার স্কোর তখন ১৮১/৩। নিট ফল, ম্যাচ ড্র। বিহার ম্যাচের পর ঘরের মাঠে কেরল ম্যাচ থেকেও এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট টিম বাংলা। কেরল ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট নিশ্চিত করার পর তিন ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে রনজির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-তে কিছুটা হলেও বেকায়দায় অনুষ্টুপ মজুমদাররা (অপরাজিত ২১)। সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠ ছাড়ার সময় বাংলা অধিনায়ক বলে গেলেন, 'দুই সেশনে ৩৫৬ রানের লক্ষ্য পার করা সম্ভব ছিল না। তাই আমরা রান তাড়ার বিশেষ চেষ্টা না করে স্বাভাবিক ব্যাটিং করেছি। কেরল আরও আগে ইনিংস ডিক্লেয়ার করলে হয়তো সুযোগ থাকত।'

ম্যাচ শেষ হওয়া নিয়েও হল বিস্তর নাটক। মন্দ আলোর জন্য আম্পায়াররা ম্যাচ বন্ধ করার সময়ও কেরলের কোচ প্রাক্তন ক্রিকেটার অময় খুরেশিয়া খেলা শেষ করতে রাজি ছিলেন না। ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৪.৩৫। দিনের আলো বেশ কমে গিয়েছে। বিপক্ষ শিবিরের এমন মনোভাবে রীতিমতো ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিরাও অবাক। যদিও প্রত্যাশিতভাবেই খেলা আর শুরু করা যায়নি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা খেলা শেষের পর বলছিলেন, 'কেরলের মনোভাব অবাক করার মতো। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বিকেল সাড়ে চারটের পর আলোর উন্নতি হয় বলে তো শুনিনি কখনও।' এমন ঘটনার ঘনঘটার আগে গতকালের ২৬৭/৭ থেকে শুরু করে আজ কেরলের ইনিংস টানলেন সলমন নিজার (অপরাজিত ৯৫) ও মহম্মদ আজহারউদ্দিন (৮৪)। সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল কেরলের ইনিংস ডিক্লেয়ারের সময়। ব্যক্তিগত ৯৫ রানে থাকা সলমন তাঁর শতরানের সুযোগই পেলেন না। যা

কেরলের বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পর সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। ছবি : পিটিআই

দেখে বিস্মিত ক্রিকেটমহল।

৬ নভেম্বর থেকে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে পরের ম্যাচ বাংলার। সেই ম্যাচে মহম্মদ সামি খেলতে পারেন। কিন্তু তিনি দলে ফিরলেও রনজি ট্রফিতে বাংলার নকআউট স্বপ্নপূরণ কি হবে? বিশেষ করে আজ সাবধানী ব্যাটিংয়ের পর প্রশ্নটা কিন্তু উঠে পড়েছে। যার শেষটা কীভাবে হয়, সেটাই দেখার। কারণ, বাংলা শিবির থেকে আম্পায়ারিংয়ের ভুল নিয়ে অজুহাতের রাস্তায় হাঁটা শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

ঈশ্বরণদের নিয়ে আশায় যোশি

অজিরা জিতলেও টক্কর দেবে ভারত : হেডেন

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জঘন্য পারফরমেন্স।

১২ বছর হোম সিরিজে অপরাজিত থাকার মুকুট হাতছাড়া। কিউয়ি সিরিজ শেষে আরও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে চাপে থাকা ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। কেউ কেউ বড় লজ্জার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। যদিও সেই দলে নন ম্যাথু হেডেন।

কিংবদন্তি অজি ওপেনারের দাবি, সিরিজে অস্ট্রেলিয়া জিতবে। তবে জয় মোটেই সহজ হবে না। সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দেবে ভারতীয় দল। হেডেন নিজেও মুখিয়ে উত্তেজক যে দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায়। নিজের ৫৩তম জন্মদিন পালনের মাঝেই বলেছেন, 'আমার ধারণা অস্ট্রেলিয়াই জিতবে। তবে একই সঙ্গে বলতে চাই, ভারতও লড়াই করবে। কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে প্যাট কামিন্সরা।'

ভারতের গত অজি সফরে হোম অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগাতে ব্যর্থ ব্যাগি গ্রিন ব্রিগেড। দুইবারই ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জেতে ভারতই। হেডেন মনে করেন, এবারও ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা সেভাবে পাবে না

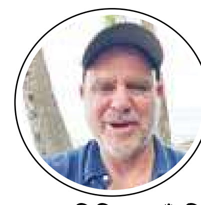

> আসন্ন সিরিজে পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে পারথ, অ্যাডিলেড, মেলবোর্নে 'ড্রপ ইন পিচ'। এই ধরনের পিচে হোম অ্যাডভান্টেজ সেভাবে মেলে না। আসন্ন গ্রীষ্মে পিচ থেকে ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা অস্ট্রেলিয়া পাবে কি না সন্দেহ রয়েছে আমার।
>
> **ম্যাথু হেডেন**

অজিরা। কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আসন্ন সিরিজে পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে পারথ, অ্যাডিলেড, মেলবোর্নে 'ড্রপ ইন পিচ'। এই ধরনের পিচে হোম অ্যাডভান্টেজ সেভাবে মেলে না। আসন্ন গ্রীষ্মে পিচ থেকে ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা অস্ট্রেলিয়া পাবে কি না সন্দেহ রয়েছে আমার।'

এদিকে, প্রাক্তন স্পিনার সুনীল যোশি আশাবাদী অজি সফরে সুযোগ পাওয়া তরুণ ব্রিগেডকে নিয়ে। বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা। যোশির মতে, মহম্মদ সামিকে না পাওয়া ধাক্কা। তবে বিশ্বাস, গত অজি সফরগুলির মতো এবারও তরুণ ব্রিগেড কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে।

প্রাক্তন বাঁ হাতি স্পিনার বলেছেন, 'সামিকে অবশ্যই মিস করব আমরা। বোলিংয়ে ও সবসময় এক্স ফ্যাক্টর। পাশাপাশি দলে তিনজন নতুন মুখ রয়েছে। যারা কিছুটা অনভিজ্ঞ হলেও অত্যন্ত দক্ষ। কে জানত গত অজি সফরে থঙ্গরাসু নটরাজন, শার্দূল ঠাকুর, ওয়াশিংটন সুন্দররা নায়ক হয়ে উঠবে। এবারও অনেকটা একই পরিস্থিতি। ইয়াং ব্রিগেডকে হিসেবের বাইরে রাখা যাবে না। ওরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। সফল হওয়ার রসদ রয়েছে। আমার সমর্থন ওদের সঙ্গে থাকবে।'

হার্দিকের সঙ্গে প্রস্তুতিতে উপকৃত : ঈশান

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর : শেষ ম্যাচ খেলেছেন গুয়াহাটিতে গত নভেম্বরে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ ফরম্যাটে। তারপর ১১ মাস পার। জাতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যায়নি ঈশান কিষানকে। চোট-আঘাত, মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, বিতর্কে জেরবার হয়েছেন বছর ছাব্বিশের উইকেটকিপার-ব্যাটার। নির্দেশ অমান্য করে রোষে পড়েন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও।

বিতর্ক নয়, কঠিন সময় পিছনে ফেলে সামনের দিকে তাকাতে চান ঈশান। চান ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে সেই বন্ধ দরজা খুলতে। বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফেরার জন্য আমি ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত। একটাই কথা জানি, যখনই সুযোগ পাব বোলারদের মাথার ওপর চড়ে বসতে হবে। কেউ যখন প্রত্যাবর্তন করে টিম মিটিংয়ে কী চলে জানি। আমি যা উপভোগ করি। লক্ষ্য অবশ্য পরিষ্কার, সুযোগের সদ্ব্যবহার।'

বিতর্ক, বোর্ডের কড়া শাসন-গত কয়েক মাসে ঈশানকে অনেক বেশি পরিণত করে তুলেছে। মহেন্দ্র সিং ধোনির রাজ্যের উইকেটকিপার-ব্যাটার তা মেনেও নিচ্ছেন। আরও বলেছেন, 'আমার ক্রিকেট ভাবনাতেও এখন বদল এসেছে। হাসিঠাট্টা-মজা সবকিছু চলবে। তবে কোথায় থামতে হবে, নাহলে আমার খেলায় প্রভাব পড়বে, এখন তা বুঝি। মাঝের লম্বা 'বিরতি' আমাকে সেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে। বাড়ির সবার ওপরও প্রভাব পড়েছিল। তবে সবাই এখন খুশি।'

ফেরাটা সহজ ছিল না, মানছেন ঈশান। নিজের পারফরমেন্সের পাশাপাশি কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল বোর্ডের কড়া অবস্থান। তবে নির্বাচকদের উদ্যোগে দলীপ ট্রফিতে ফিরেই বিস্ফোরক সেঞ্চুরিতে বুঝিয়ে দেন, তিনি প্রস্তুত। রান পেয়েছেন রনজি ট্রফিতেও। 'এ' দলে ডাক যার সুবাদে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে খুলে যেতে পারে সিনিয়ার দলের দরজা। ঈশানের কথায়, 'প্রত্যাবর্তনের রাস্তা সহজ ছিল না। বাবা আমার মনের অবস্থা বুঝত। এখন সবাই খুশি। আমার ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী। আমি নিজেও উত্তেজিত আগামীর অপেক্ষায়।'

অস্ট্রেলিয়ায় কফি শপে খোশমেজাজে অভিষেক পোড়েল, ঈশান কিষান, খলিল আহমেদ ও রিকি ভুই।

> আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফেরার জন্য আমি ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত। একটাই কথা জানি, যখনই সুযোগ পাব বোলারদের মাথার ওপর চড়ে বসতে হবে। কেউ যখন প্রত্যাবর্তন করে টিম মিটিংয়ে কী চলে জানি। আমি যা উপভোগ করি। লক্ষ্য অবশ্য পরিষ্কার, সুযোগের সদ্ব্যবহার। আমি খুব বাস্তববাদী। সবকিছুর জন্য কান্নাকাটি করতে রাজি নই। বাইরে কে কী বলল, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। হার্দিকভাইও বাস্তববাদী। কঠিন সময়েও লক্ষ্য থেকে সরেনি। ওর সঙ্গে প্রচুর সময় কাটানো আমাকে সাহায্য করেছে।
>
> **ঈশান কিষান**

'এ' দলে অজি সফরকে পাখির চোখ করছেন ঈশান। সোজাসাপটা স্বীকারোক্তি, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফর আমার জন্য। আরও একটা সুযোগ, মুখিয়ে রয়েছি দুর্দান্ত সব প্লেয়ারের সঙ্গে সফরের চ্যালেঞ্জে নামতে। ভালো লাগছে দলে নিজের নাম দেখে। লক্ষ্য, আরও ভালো পারফরমেন্স দেওয়া। মূল কথা, সাফল্যের খিদে ভীষণভাবে অনুভব করছি। লম্বা বিরতির পর ফিরছি। কিছুটা সময় হয়তো নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখন যেভাবে সবকিছু চলছে, তাতে আমি খুশি।'

মনোমালিন্যের সূত্রপাত বোর্ডকে অন্ধকারে রেখে হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে বরোদায় প্রস্তুতি করা। অথচ মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার অজুহাতে সফরের মাঝপথে দেশে ফিরেছিলেন। যদিও ঈশানের দাবি, হার্দিকের সঙ্গে অনুশীলন শুধু ক্রিকেটীয় নয়, মানসিকভাবেও তাঁকে সাহায্য করেছে। বলেছেন, 'আমি খুব বাস্তববাদী। সবকিছুর জন্য কান্নাকাটি করতে রাজি নই। বাইরে কে কী বলল, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। হার্দিকভাইও বাস্তববাদী। কঠিন সময়েও লক্ষ্য থেকে সরেনি। ওর সঙ্গে প্রচুর সময় কাটানো আমাকে সাহায্য করেছে।'

টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের প্রতিজ্ঞা কামিন্সের

সিডনি, ২৯ অক্টোবর : যত সময় পার হচ্ছে, ততই টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার কাড়ানাকাড়া তীব্র হচ্ছে। ঘরের মাঠে রোহিত শর্মারা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হারের পর অজিদের আস্ফালন আরও প্রবল হচ্ছে।

আজ যার প্রমাণ মিলেছে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও প্রাক্তন টিম পেইনের কথায়। দুইজনই নিজেদের ফেভারিট হিসেবে দাবি করেছেন। শুধু তাই নয়, অজি অধিনায়ক কামিন্স ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়াকে হারানোর প্রতিজ্ঞাও সেরে ফেলেছেন। অতীতে ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ম্যাচ ও সাদা বলের সিরিজ জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে কামিন্সের। কিন্তু রোহিতদের বিরুদ্ধে কখনই টেস্ট সিরিজ জয়ের অভিজ্ঞতা হয়নি তাঁর। কামিন্স আজ অজি সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য আমার অনেকদিনের। এই একটা বিষয়ের অভিজ্ঞতা আমার আগে হয়নি। এবার সেটাই করতে চাই।' ঘরের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ দুইটি সিরিজে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। ফলে এবার কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জটা একটু বেশিই। আসন্ন সেই চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে কামিন্স বলছেন, 'দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ দুইটি সিরিজে হেরেছি আমরা। বলতে পারেন, সেই কারণেই আসন্ন সিরিজের গুরুত্ব একটু বেশি। তাছাড়া দল হিসেবে আমরাও তৈরি ভারতের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য।'

টিম ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই মিশন অস্ট্রেলিয়ার দল ঘোষণা করে দিয়েছে। চোটের কারণে স্কোয়াডে নেই মহম্মদ সামি। ভারতীয় জোরে বোলারকে স্যর ডনের দেশে টিম ইন্ডিয়া মিস করবে, মনে করছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক পেইন। তাঁর নেতৃত্বেই ঘরের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে শেষ দুইটি সিরিজে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। পেইন আজ

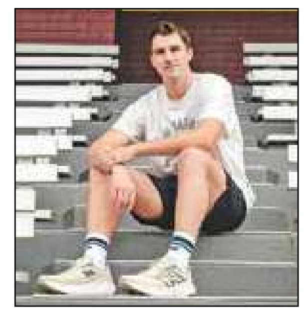

সিরিজের আগে চাপমুক্ত কামিন্স।

নিজের দেশকে আসন্ন সিরিজে ফেভারিট তকমা দেওয়ার পাশে বলেছেন, 'বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়া ফেভারিট হিসেবেই শুরু করতে চলেছে। অতীতে যাই হয়ে থাকুক না কেন, এবারের ছবিটা আলাদা।' কেন তাঁর এমন মনে হচ্ছে, পেইন তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। প্রাক্তন অজি অধিনায়কের কথায়, 'সামির অনুপস্থিতি দুই দলের মধ্যে ফারাক গড়বেই। ওকে মিস করবে ভারত। তুলনায় এবার আমরা অনেক বেশি তৈরি। অনেক তৈরি হয়েই ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজে নামবে কামিন্সরা।' চেতেশ্বর পূজারার টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়ার পাশে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত সিরিজ হারের প্রভাব রোহিতদের মিশন অস্ট্রেলিয়ায় পড়বে বলেই বিশ্বাস পেইনের।

KHOSLA ELECTRONICS
24 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
PLAY & WIN SURE SHOT FREE GIFTS
CAR
LED
BIKE
SOUND BAR
MOBILE
MIXI
REF
WASHING MACHINE
MICROWAVE OVEN
COFFEE MUG
IRON
UTENSILS
WE CHALLENGE
UNBEATABLE OFFERS
EXTRA BONUS!
Shop & Earn ₹6000
LOYALTY BONUS
EXCLUSIVE AT KHOSLA
4 EMI OFF
EXCLUSIVE OFFER
29 - 31 October
36 MONTHS EMI
₹45,000 CASH BACK
₹40,000 EXCHANGE OFFER
0 DOWN PAYMENT
₹888 EMI STARTS
88% DISCOUNT
STORES OPEN TILL MID NIGHT
আমাদের নতুন শোরুম এখন কোচবিহার–এ রেল গুমটি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রল পাম্পের উল্টোদিকে 91474 17300
SAMSUNG
vivo
oppo
mi
hp DELL Lenovo ASUS acer
iPhone 16 128GB ₹74,900* EMI ₹3,329 CASHBACK ₹5,000 on CC
iPhone 16 Pro 128GB ₹1,15,900* EMI ₹4,995 CASHBACK ₹4,000 on CC
S24 8/256GB ₹61,900* EMI ₹2,579
A 16 6/128 GB ₹16,499* EMI ₹1,374
V40E 8/256 ₹27,899* EMI ₹2,069 CASHBACK ₹2,000 on CC
Y 300 8/128 GB ₹21,599* EMI ₹1,599 CASHBACK ₹2,000 on CC
F 27 8/128 GB ₹20,999* EMI ₹1,399 CASHBACK ₹2,000 on CC
A 3 X 4/128 GB ₹13,499* EMI ₹1,349 CASHBACK ₹1,000 on CC
13C 5G 6/128 ₹11,499 EMI ₹958
13 8/128 ₹14,499 EMI ₹1,209 CASHBACK ₹1,000 on CC
AMD Athlon 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹25,900 EMI ₹2,158
i3 12th GEN 8 GB RAM 256 GB SSSD Win 11+OFC ₹35,500 EMI ₹2,959
i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSSD Win 11+OFC ₹48,900 EMI ₹4,075 CASHBACK ₹1,500 on CC
LG SAMSUNG SONY Panasonic KGA Haier LLOYD
3 YEARS WARRANTY
98 QLED 4K EMI ₹19,990 DISCOUNT ₹4,66,900
85 UHD LED EMI ₹6,990 DISCOUNT ₹1,41,900
75 UHD LED EMI ₹3,990 DISCOUNT ₹71,900
65 UHD LED EMI ₹2,999 DISCOUNT ₹39,499
55 UHD LED EMI ₹1,999 DISCOUNT ₹36,499
43 SMART LED EMI ₹1,499 DISCOUNT ₹22,499
32 SMART LED EMI ₹916 DISCOUNT ₹16,499
FREE BLUETOOTH SPEAKER Worth ₹1,999
SAMSUNG LG Whirlpool Godrej Haier Panasonic BOSCH LLOYD IFB
564 L SBS EMI ₹2,525 DISCOUNT ₹44,000
331 L FF EMI ₹2,833 DISCOUNT ₹24,699
265 L BMR EMI ₹2,499 DISCOUNT ₹21,999
260 L FF EMI ₹1,999 DISCOUNT ₹17,499
180 L SD EMI ₹1,208 DISCOUNT ₹14,999
FREE TOUCH SCREEN INDUCTION COOKTOP Worth ₹6,120
EUREKA FORBES KENT LG Smith HAVELLS
DISCOUNT ₹11,550
RO + UV+ MTDS WATER PURIFIER EMI ₹1,038
FREE STAINLESS STEEL SPORT BOTTLE
BAJAJ USHA HAVELLS AO Smith Racold VENUS Haier
DISCOUNT ₹6,505
10Ltr GEYSER EMI ₹557
FREE INSTALLATION WITH KIT
FREE 1000 WATT IRON Worth ₹1,295
SAMSUNG LG SONY Whirlpool Panasonic Haier LLOYD IFB Godrej KUTCHINA GLEN
BUY 1 GET 1 FREE
BOSCH KGA DAIKIN HITACHI BLUE STAR VOLTAS Carrier O GENERAL FABER
DISCOUNT ₹52,409
Buy 1.5 Ton 3* Inv AC Get FREE 32 Smart LED worth ₹24,990 EMI ₹3,333
DISCOUNT ₹31,790
Buy 233 L DD Refrigerator Get FREE 7 Kg Top Load WM worth ₹26,780 EMI ₹2,933
DISCOUNT ₹23,290
Buy 7 Kg Top Load WM Get FREE 20 L MWO worth ₹8,500 EMI ₹1,583
DISCOUNT ₹39,899
Buy 32 Smart LED Get FREE 180 L SD Ref worth ₹21,390 EMI ₹1,999
DISCOUNT ₹19,300
1400 Suc, Motion Sensor Cimney Get FREE 3 BB Glass Cooktop worth ₹6,990 EMI ₹1,474
POWERED BY E-TECH
Frost Free REFRIGERATORS
EMI Starting at ₹922 CASHBACK UPTO ₹3,000*
10 in 1 MODES
Tru Convertible Freezer & Fridge
EXTRAORDINARY COOLING
Surround Cool Uniform 360° Cooling
DeepClean® POWERED BY AI
IFB
WASHED YET WOW
— EVEN AFTER MULTIPLE WASHES —
EMI Starting at ₹2,222 CASHBACK UPTO ₹7,500*
BAJAJ FINANCE AXIS BANK Bank of Baroda FEDERAL BANK ICICI Bank IDFC FIRST Bank kotak one card SBI card
*T&C Apply
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹15,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxn.; Validity: 19 Oct - 04 Nov 2024. T&C Apply.
BUY 24 x7 khoslaonline.com
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.
Scan to locate your nearest Khosla store
COOCHBEHAR RAIL GUMTI opp Indian Oil Petrol Pump Ph: 91474 17300
RAIGANJ MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph: 91473 93600
ALIPURDUAR SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph: 98742 87232
SILIGURI SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132